হুয়াল গণী।

সর্ব্বউত্তম! সাবেকি ছাপা!! আসল!!!

✻ সোলতান ছুফিয়ান ✻

শাহে এমরান চন্দ্রবান।

চারি কন্যার কেচ্ছা।

———∘꞉✻꞉∘———

সায়ের—শ্রীমুন্সী আশরফউদ্দিন

এই শাহে এমরান নামক পুথি বাজারে ৩।৪ প্রকার ছাপা হইয়া বিক্রী হইতেছে কিন্তু সকল হইতে এই পুস্তক আসল ও ছহি ছাপা।

প্রকাশক—

শ্রীআবদুললতিফ, আবদুলহামিদ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
محمد عبد اللطیف و عبد الحمید تاجر کتب
چوک بازار کتاب پٹی - ڈھاکہ
চক বাজার, কেতাবপট্টি,
ঢাকা

প্রিণ্টার—এম, আশ্রাফউদ্দিন দ্বারা মুদ্রিত।

হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা, ঢাকা।

সন ১৯২৬ ইং। বাং ১৩৩৩।

মুল্য ।৶০ ছয় আনা।

হুয়াল গণী।

সর্ব্বউত্তম! সাবেকি ছাপা!! আসল!!!

* সোলতান ছুফিয়ান *

শাহে এমরান চন্দ্রবান।

চারি কন্যার কেচ্ছা।

সায়ের—শ্রীমুন্সী আশরফউদ্দিন

এই শাহে এমরান নামক পুথি বাজারে ৩।৪ প্রকার ছাপা হইয়া বিক্রী হইতেছে কিন্তু সকল হইতে এই পুস্তক আসল ও ছহি ছাপা।

প্রকাশক—

শ্রী আবদুললতিফ, আবদুল হামিদ
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
محمد عبد اللطيف وعبد الحميد تاجر كتب
چوک بازار كتاب پٹی - ڈھاکہ
চক বাজার, কেতাব পটি,
ঢাকা

প্রিণ্টার—এম, আশ্রাফউদ্দিন দ্বারা মুদ্রিত।

হামিদিয়া প্রেস, চুড়িহাট্টা। ঢাকা।

সন ১৯২৬ ইং। বাং ১৩৩৩।

মুল্য ।৵০ ছয় আনা।

* হুয়াল গণী *

* সোলতান সুফিয়ান *

শাহে এমরান চন্দ্রবান।

—০*০—

* হাম্‌দ ও নাত *

আল্লাহ বলে মুখে, বেছমেল্লা পড়িয়া সুখে, শুরু করি নামে এলাহির বরহক মাবুদ সেই, তার সেওয়া কেহ নাই, পূজিবার লায়েক বন্দেগীর * লা-শরিক একা আল্লা, রহিম রহমান মাওলা, জাত পাক গফুর গাফ্যার ॥ হাকে মোল হাকিম সাই, তার হাকেম কেহ নাই, বাদসা পরে বাদসাই তাহার * দাতা পরে দাতা তিনি, সেইত কাদের গণী, কুদরতে চালায় কারবার ॥ কুদরত কামাল নাম, করম তাহার কাম, যত কিছু সংসার মাঝার * সকলি পয়দা তার, শুন্যভরে নৈরাকার, সৃজিলেন এচৌদ্দ ভুবন আসমান জমিন আদি; পাহাড় জঙ্গল নদী; চান্দ সুর্জ্জ সেতারা গগণ * হুরন্থর ফেরেস্তাগণ, আরশ কুরসি সিংহাসন; লৌহ কলম দোখজ বেহেস্ত সোব সাম দিন রাত; আবহাওা পাকজাত; বানাইল কুদরতে সমস্ত * গাছ পালা যত ইতি; পশু পক্ষী নানা জাতি; দেওদান জেন আর এনসান * রাক্ষস অশুর পরী; কতপক্ষী নরনারী; কিট পতঙ্গ সকল জাহান * আঠার হাজার জাতে; পয়দা কৈল ভাতে ভাতে; তার বিচে আদম প্রধান রহম নজর কিয়া; মরতবা কামাল দিয়া; বানাইল কাদের সোবহান * আল্লার হাবিব নবী; দোন জাহানের খুবী; দরুদ সালাম তার পরে * আল ও আছহাব তরে; মা বাপ ওস্তাদ পীরে, আদাব সালাম সবাকারে *

—০*০—

* কেচ্ছা শুরু *

পয়ার * শুনহে রশিকগণ রসের কাহিনী ॥ মন লাগাইয়া শুন কেচ্ছা এ রঙ্গিনা * বলখ সহরে ছিল বাদসা সুফিয়ান ॥ হাসমত দবদবা তারে বখসিল য়োবহান * এসাই দৌলত তারে দিল নিরাঞ্জন ॥ সুমার করিতে নারে করিয়া গণণ * অশ্ব গজ রথারথি অন্ত নাহি তার ॥ সেপাহী লস্কর কত হাজারে হাজার * কোঠা বালাখানা কত অট্টালিকা সান ॥ চল্লিশ উজির ছিল অতি জ্ঞানবান * দাঁনদাসী খাওাছ গোলাম আনিবার ॥ সুবর্ণ গঠন যেন সহর বাজার * রাজপুরী মুকুতা প্রবাল শোভাময় ॥ থরেং মনি মুক্তা মানিক্য আলয় * ইন্দ্রপুরী সমতুল্য অনন্ত মহিমা ॥ মহা রত্নকার সব দিতে নাহি সীমা * দরিদ্র দুঃক্ষিত কেহ নাহি সেইস্থান ॥ রজত কাঞ্চন শোভে নগর নির্ম্মান * আদল এনছাফ নেক করে নেক কাজ ॥ পুত্র তুল্য পালে প্রজা সংসারের মাঝ * কোন মতে দুনিয়াতে কোমি নাহি ছিল ॥ মহিব এমন জোর খোদা তাকে দিল * কিন্তু এক মহা দুক্ষ ছিল তার মনে আটকুড়া বলি নাম ঘোষে সর্ব্বজনে * ফরজন্দ নাহিক ছিল মনে বড় দুঃখ দেখিবারে বাঞ্ছা তারে পুত্র কন্যার মুখ * এই ভাবনাতে চিত্ত আছিল ব্যাকুল ॥ প্রভু পদে আরাধন করেন বহুল * হামেসা বন্দেগী করে দরগায় খোদার ॥ এক পুত্র দেহ মোরে আল্লা পরওার * তুমি প্রভু দয়াময় অনাথের নাথ ॥ এক পুত্র দেহ মোরে আল্লা পাকজাত * অসারের সার তুমি নিধনের ধন ॥ এক পুত্র দেহ মোরে প্রভু নিরাঞ্জন * তুমি হক তুমি ঠিক তুমি কারসাজ ॥ এক পুত্র দেহ মোরে জগতের মাঝ * তুমি দানা তুমি বিনা জগতের দাতা ॥ এক পুত্র দেহ মোরে দয়াল বিধাতা * বাদসা বেগম সদা করে মোনাজাত ॥ পুত্রং বলি দোন কাটে সারা রাত * এয়ছাই আমাদ করি চাহে পুত্র বর ॥ খয়রাত জাকাত সাহা করে নিরন্তর * ফরজন্দ লাগিয়া সাহা করে এবাদত ॥ বহু দিন পরে হৈল খোদার মদত * ছুফিয়ান নৃপতির কবুল হৈল দোয়া ॥ আল্লার মেহের এক উতারিল হাওা সেই হাওা সৌরবের সুগন্ধির ঘ্রাণ ॥ নাসিকা অগ্রেতে ব্যক্ত মস্তকে স্থাপন শির মুখে বাদসার মস্তকে হৈল স্থিতি ॥ বিবীর সৈরবে সাহা খোশালিত অতি * মুখের চটকে হৈল পুর্ণিমার শশী ॥ দিবাকর অন্তরিক্ষে পৌছে লেক নিশি * বাদশাই দস্তুর মতে খায় খানা পিনা ॥ তার পরে গোজারিল নামাজ দোগানা * নামাজ আদায় করি করে মোনাজাত ॥ মোরাদ হাছেল কর আল্লা পাকজাত * সুসাজে মাতিয়া মন মজিলেক রঙ্গে ॥
বেগম সহিতে শাহা সুজিল পালঙ্কে * বেগম সুন্দর অতি জেহেন চপলা

মৃগ আখি শশী মুখি পুর্ণ সোল কলা ✻ সুসাজে সুন্দর যেন কামেশ্বর বান
ভুরু জোগে খেচিয়াছে কামের কামান ✻ নির্ম্মান শরীর অতি মদনের অঙ্গ
তাহা দেখি নৃপতির উথলে তরঙ্গ ✻ প্রেম বান আলাপয় মন কুতুহলে ॥
টলমল করে অঙ্গ বিষম হিল্ললে ✻ মদনে দাহন হৈল বেগমের চিত ॥
দোহে দোহাকার ভাবে বুঝিল চরিত ✻ পুষ্প গন্ধে ভ্রমরা বৈসে ডালে ॥
পাটেতে বসিল নৃপ মন কুতুহলে ✻ বেগম সহিত বাদশা যখনে মিলিল
আল্লার হুকুমে বিবী হামেল হইল ✻ কমল কলিতে প্রায় পুষ্প দিনেদিন
ছিপিতে মুকুতা বেক্ত হইলেক চিন ✻ ভুপতি দেখিয়া অতি হৈল তুষ্টমন
খয়রাত করেন সাহা ভাণ্ডারের ধন ✻ দশ মাস দশদিন গুজরিয়া গেল ॥
আল্লার হুকুমে বিবী প্রসব হইল ✻ বহু দুক্ষ পাইল বিবী প্রসব হইতে ॥
জুম্মা বারেতে পুত্র পড়িল ভুমিতে ✻ উলটিয়া পুত্রের দেখিল চন্দ্র মুখ ॥
সব দুক্ষ দুরে গেল মনে অতি সুখ ✻ বাদশার নিকটে দাই দিলেন খবর ॥
অতি ত্বরা মহা নৃপ গেলেন আন্দর ✻ অন্তঃপুরে যাইয়া দেখিল পুত্র ধন ॥
সাফল্য জানিয়া সাহা ভাবে নিরঞ্জন ✻ দেখিয়া পুত্রের মুখ হৈল হরষিতে
আকাশের চন্দ্র যেন লাগিছে ভুমিতে ✻ সোনার মোহর দিয়া তুষ্ট করে
দাই ॥ খয়রাত জাকাত সাহা করিল এয়ছাই ✻ রাজ্য ভরি সকলে শুনিয়া
তুষ্ট মোন ॥ নৃপতি খয়রাত করে ভাণ্ডারের ধন ✻ কত২ দুঃক্ষিগণ হইল
নেহাল ॥ ধনেশ্বর হইলেক গরীব কাঙ্গাল ✻ গনেক নজুম কত আইল
দরবারে ॥ কেহ কিছু আগু পিছু শুনিতে না পারে ✻ আফলাতুন নামে
এক গণক প্রধান ॥ শুনিতে হইল তার সজল নয়ন ✻ বাদশা দেখি বলে
একি কহ সমাচার ॥ কেনে আকুলিত দেখি চরিত্র তোমার ✻ যে দেখিছ
সত্য বল না করিয়া ভয় ॥ দেখিয়া তোমার গতি কাপিত হৃদয় ✻ শুনি
বলে শুন সাহা এই বিবরণ ॥ হইবে আপনা পুত্র অতি বিচক্ষণ ✻ পৃথি-
বীতে যত শাস্ত্র সাধিবে কুমার ॥ চারি কুটে হইবেক বাদশাই যাদার ✻
চারি কন্যা বিবাহ করিবে মহামতী ॥ তোমা হতে ভাগ্য জস হইবেক
অতি ✻ কিন্তু এক কষ্ট দেখি শুন নৃপবর ॥ বার বৎসরের যবে হইবে
উম্মর ✻ স্বর্গ অপসরি এক নয়ানে দেখিয়া ॥ দেওানা হইয়া যাবে রাজ্য
তেয়াগিয়া ✻ শুনিয়া এসব বাক্য কান্দিয়া বিস্তর ॥ চিন্তিত হইয়া সাহা
রহে নিরন্তর ✻ এম্রান বলিয়া নৃপ রাখে তারনাম ॥ সাক্ষাতে পঞ্চাশদাসী
থাকায় মোদাম ✻ এইরূপে পালন করেন সর্ব্বক্ষণ ॥ ছাত্রগণ সঙ্গে খেলে
দস্তুর যেমন ✻ ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বাড়য় কুমার ॥ চারি সাল চারিমাস
হইল ... ✻ ... ওস্তাদ এক সঙ্গেতে রাখিয়া ॥ কুমারে পড়িতে

দিল মক্তবে সুপিয়া * কুমারে শিখয় বিদ্যা পাঠশালা মাঝ ॥ আদর গৌরবে সদা থাকে যুবরাজ * পড়য় এলেম পাঠ অবিরত শ্রমে ॥ বিদ্যাবান হইতে লাগিল ক্রমে ক্রমে * ফারশি আরবী বিদ্যা বাঙ্গালা শিখিল ॥ মন্তেক পড়িয়া সব হেকমত বুঝিল * এলেম শিখিল যত নাহি তার হদ ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িয়া হইল বিদগদ * বিদ্যা আগে রহিল তাহার বাঞ্চিত ॥ সে দেশে নাহিক কেহ এমন পণ্ডিত * রূপে গুণে সমতুল হৈল সুলক্ষণ মেহের করিয়া তারে দিল নিরাঞ্জন * আদর গৌরবে পুত্র থাকে হামেহাল ওস্মর হইল তার যবে দ্বাদশ সাল * ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিয়া হইল শুদ্দো মতি ॥ আচার বিচার শুদ্দো পুণ্যবান অতি * ধর্ম্ম আচারণ হৈল ভুপতি কুমার মনেতে ভাবিয়া দেখে সকলি অসার * মিছা মায়াজালে বন্দি আছে সর্ব্ব জন ॥ ফেরেবে পড়িয়া লোক করয় ভ্রমন * দুনিয়াতে যত ইতি ফেরেবের খানা ॥ সকল হইতে দুষ্ট আওরত কমিনা * এমন ভাবিয়া যদি বুঝিলেক সার ॥ ভুপতি অগ্রেতে পুনি নিবেদে কুমার * আলম্প্যানা বাবাজিউ শুন মেরা বাত ॥ অসার সংসার কার্য্য বড়ই উৎপাত * দুনিয়া ওতন খানা দিন দুইচারি ॥ মিছা ধান্দাবাজি সব ফেরেব কাচারি * তেকারণে রাজ্যপাট না লাগায় মন ॥ মায়াজালে বন্দি না হইব কদাচন * সকল তেজিয়া আমি হব দেশান্তর ॥ এই নিবেদন বাবা তোমার গোচর * তবে যদি দেশেতে রাখিতে মনে লয় ॥ মোর এক কর্ম্ম শীঘ্র কর মহাশয় * সর্ব্বদা দেখিতে যদি সাদ রাখ মনে ॥ ঘর এক করি দেহ পুষ্পের উদ্যানে * ফুলের বাগানে এক মন্দির করিয়া ॥ তথায় রহিব শদা শঙ্গিগণ লিয়া * যখনে শুনিল শাহা এ হেন বচন ॥ আজ্ঞা দিল কারীগর আনিতে তখন * কারিগর শরাশর আনি শতে শতে ॥ মন্দির তৈয়ার কৈল মাহিনা রোজেতে * বৃন্দাবন করে হেন শান আমিরানা ॥ শতে শতে নানামতে কোঠা বালা-খানা * বাদশাই ছামান শব করিয়া তৈয়ার ॥ তথায় প্রবেশ করে ভুপতি কুমার * আপনা পছন্দ মতে লিয়া লোক জন ॥ উদ্যান মন্দিরে থাকে খোশালিত মন * পুরুষ বাবরচি আর চাকর শকল ॥ স্বপনে নাহিক তথা নারীর দখল * বলিল রমণী শঙ্গ আমি না করিব ॥ নারীর দরশন কিবা মুক্ষ না হেরিব * নারী অতি দুষ্ট মতি পাপ দুরাচারি ॥ নারীর শটামি কার্য্য শর্ব্বস্থানে জারি * এ দুষ্ট রমণী যদি আইশে মোর তথা ॥ নিশ্চয় কাটিব আমি তার মুণ্ড মাথা * এই ভাবে সুশঙ্গি লইয়া তথায় রয় ॥ রমণী সদৃষ্টে হইল কঠিন হৃদয় * পুরুষ সহিত শদা আলাপ বেহার ॥ রমণীর নামে রুষ্ট হয়েন্ত কুমার * পুষ্পের উদ্যানে থাকে মন রঙ্গে অতি

খোদার বন্দেগী বহু করে প্রীতে নিতি * বন্ধুগণ সঙ্গে তান শাস্ত্র আলা-পন ॥ রমণীর মুক্ষ না করে দরশন * কহে হীন কবিকার ভাবি কর তার আপনা ইচ্ছায় নারী ভজিবে কুমার *

ছুফিয়ান নৃপ, কুমারের বিবাহ হেতু কুমারের
নিকট লোক পাঠায়।

পয়ার * ছুফিয়ান নৃপ আর পাত্র ধর্ম্ম রাজ ॥ এক দিন বসিয়াছে দরবারের মাজ * উজির কহেন সাহা করি নিবেদন ॥ এক পুত্র তোমাকে দিয়াছে নিরাঞ্জন * শুন সাহা আলম্পানা আরজ আমার ॥ দুই চার পুত্র নহে গৃহেতে তোমার * অতি গৌরবের পুত্র দিছে বারিতালা ॥ তাহার কারণে তুমি কেনে কর হেলা * বিবাহের জুগ্যবর হইল কুমার ॥ কেনে বিবাহেতু চিন্তা নাহিক তোমার * উজিরের বাক্যে সাহা তুষ্ট অতি মনে বোলাইয়া আনিলেক যত লোক জনে * পাত্র সম্বাশিয়া কহে শুনহ বচন বিভাহেতু পুত্র প্রীতি হইল স্মরণ * অদ্য উপস্থিত মনে হইয়াছে বানী ॥ উৎসব উল্লাশ সবে করে জয়ধ্বনী * ভুপতির আজ্ঞা পাই পাত্রমিত্র সব রঙ্গঢঙ্গ তামাসা করয় নানা রব * চব্বিশ রকমে বাদ্য বাজে ধুম্বকার ॥ খানা জ্যাফত করে নানান প্রকার * খয়রাত জাকাত করে অতি তষ্টমন উজির অগ্রেতে কহে ভুপতি বচন * শুনহ উজির এহি আদেশ আমার ॥ স্ত্রী মুখ দরশন না করিবে কুমার * পুত্র মোর প্রতিজ্ঞা করিছে এই কাণ্ড নারী লোক পাইলে করিব দুই খণ্ড * অতএব মনেতে আছয় অতি ভয় ॥ না বুঝিয়া এই কার্য্য করিতে না হয় * তেকারণে বলি তুমি যাহ তার পাস ॥ ইঙ্গিতে বুঝিয়া দেখ মনে কিবা আশ * যদি বা মনেতে থাকে পুরিতে মোরাদ ॥ কোন ভুপতির কন্যা প্রীতি রাখে সাদ * আজ্ঞা অনু-সারে পাত্র গেলেন তথায় ॥ পুষ্পের উদ্যানে কুমার আছেন যথায় * যাইয়া প্রণাম করে কুমার চরণে ॥ বাপের উজির দেখি ভাবে মনে মনে সম্বাশ করিয়া তারে করেন আদর ॥ মিষ্টবাক্য আলাপন উজির গোচর * কি হেতু এথাতে বল হৈলে আগমন ॥ জয়ধ্বনী বাদ্য বাজা শুনি কি কারণ * তা শুনিয়া উজিরে দিলেন তদুত্তর ॥ আলম্পানা ছালামত নিবেদী গোচর আপনার বিভাহেতু হইলেক মনে ॥ জয়বানী বাদ্যধ্বনী হৈল তে-কারণে বিবাহের কথা যদি শুনিল কুমার ॥ হইল ভুপতি সুত অগ্নি অবতার * বারুদ উপরে যেন ঝাড়ে চকমক ॥ ঘায়ের মুখেতে যেন ছিটিল নিমক * বলিল জা বলিয়াছ না বলিবা আর ॥ পুনর্ব্বারে মান্যনাশ হইবে তোমার

কুমারকে ছালাম করিয়া পুন পুনি ॥ বিদায় হইয়া গেল পাত্র গুণমনি ❋ বাদশার নিকটে গিয়া বলিল খবর ॥ ভুপতি শুনিয়া হৈল চিন্তিত অন্তর বলিল তাহাকে আমি কি করিব রোশ ॥ নিশ্চয় হৈয়াছে মোর প্রীতি এই দোষ ❋ বাল্যকালে বিবাহ হইত যদি তার ॥ এবে এত ক্রোধ মতি না হইত কুমার ❋ বাদশা বলিল তবে রহ কিছু কাল ॥ এস পক্ষবানে পুন পুছ তার হাল ❋ এই ভাবে কত দিন গোজারিয়া গেল ॥ পঞ্চদশ রোজ বাদে তথায় চলিল ❋ সাহাজাদা দেখিয়া হইল তুষ্টমন ॥ বিশ্রাম করিতে দিল স্বুবর্ণ আসন ❋ পাত্রের সহিত করে নানান আলাপ ॥ মিষ্ট ভাসে বাক্য বলে নহে লাপ কাপ ❋ উঁজির সাক্ষাতে কহে ভুপতি নন্দন ॥ আমার নিকটে আজি কি হেতু গমন ❋ উঁজির বলিল বাপু শুন আল-ম্পানা ॥ জোগাব দেখিতে মোর হইল বাসনা ❋ কুমার কহিল যদি কহ পুর্ব্ববানী ॥ নিশ্চয় আজুকা তবে হারাইবা প্রাণী ❋ বলিলে সে সব কথা না বাচিবে জান ॥ সহর বাহিরে লিয়া কাটিব গর্দ্দন ❋ বারে বারে বলি তোমা শুনহ উজির ॥ শুনিয়া আমার বানি সা হবে দেলগীর ❋ এই যে দুনিয়া দেখ সব ভোজবাজি ॥ তলব আ[illegible]িলে পরে যাইতে হবে আজি ❋ হুকুমে আসিতে হয় তলোবে জাওন ॥ হাটরিয়া লোক প্রায় পন্তে দরশন যেনমত এক বৃক্ষে বৈসে নানা পক্ষী ॥ কত রব করে সব হয় দেখা দেখি পশ্চাতে উড়িয়া যায় তেজিয়া বেদনা ॥ তেমনতে দুনিয়াতে বৃথা সে বাসনা ❋ অতএব বলি স্ত্রী সঙ্গ না করিব ॥ মায়াজালে দুনিয়াতে বন্দ না হইব ❋ যতদিন দুনিয়াতে রাখে নিরাঞ্জন ॥ রমণীর হাওা অঙ্গে না লাগে কখন ❋ মিছা মায়া মোহ সব দুনিয়ার কাজ ॥ কভুনা করিব আমি নারীর সমাজ ❋ এমত বড়াই যদি করিল কুমার ॥ শুনিয়া বেজার হৈল পাক পরওার ❋ জিবরিলে ডাকিয়া কহে পাক ছোবহান ॥ আমার ভরশা নাহি করিল এমরান ❋ আপন বড়াই করে বান্দা মেরা হৈয়া ॥ আমার উপরে নাহি ভরশা রাখিয়া ❋ দুনিয়াতে যত কিছু আমার সৃজন ॥ নর নারী দিয়া করি দুনিয়া পত্তন ❋ আউলিয়া আম্বিয়া কিবা পীর পয়গম্বর ॥ সকল করিনু পয়দা দুনিয়া উপর ❋ নর নারী দুনিয়াতে জোড় মিলাইয়া ॥ খুশীর কারণে দিনু দুনিয়ায় ভেজিয়া ❋ নেক ধর্ম্ম যত কর্ম্ম দুনিয়াতে পায় ॥ সৃষ্টি করিয়া দিনু আখেরে দায় ❋ দুনিয়া বেগর কেবা পায় পর-কাল ॥ কুদরত উপর কিছু না করে খেয়াল ❋ এহার সাজাই আমি দিব এমরানেরে ॥ রমণী কারণে যেন দেশে দেশে ফেরে ❋ বিবাহ করাই নারী দিব চাবিজন ॥

পাহুবেক জ্বালা ॥ তখনি বুঝিবে আমি হক বার ভালা ✽ জিবারল কহিল আল্লা মালেক সবার ॥ সকল করিতে পার আপন এক্তার ✽ অসারের সার তুমি নির্ধনের ধন ॥ রাখ মার সব পার তুমি নিরাঞ্জন ✽ কহে হীন কবিকার শুন বন্ধু সবে ॥ নছিবের লেখা কভু নাহিক খণ্ডিবে ✽

এক পরী চন্দ্রবান কন্যার রূপ ধরিয়া কুমারের
নিকট বসিবার বয়ান ॥

ত্রিপদী ॥ শুন বলি সর্ব্বজন, কহি কিছু বিবরণ, যত দেখ প্রভুর খেয়াল ॥ প্রভু যে মক্কর করে, কে তাহা বুঝিতে পারে, কি করিল কুমারের হাল ✽ উজির না পাইয়া দিশা, তেজিয়া সকল আশা, গেল চলি আপন মোকাম ॥ উদ্যানে সাহাজাদা, মনেতে ভাবিয়া খোদা, খেয়ে পিয়ে করিল আরাম ✽ সঙ্গিগণ ছিল যত, হইলেক নিদ্রাগত, নিশাস্বর হইল রজনী ✽ দোয়াজ প্রহরী নিশি, পৌছিলেক যবে আসি, হৈল কিছু তামাসা রব্বানি ✽ গোলাবি চাদর গায়, অচৈতন্য নিদ্রা যায়, পালঙ্ক উপরে নৃপসুত ॥ হেনকালে এক কন্যা, রূপে গুণে মহা ধন্যা, সেইস্থানে হৈল উপস্থিত ✽ বামে কন্যা চন্দ্রবান, ভোজের নন্দিনী জান, অন্য দেশে তাহার নিবাস ॥ সে কন্যার ছুরত ধরি, আসিলেক এক পরী, বাগানেতে এমরানের পাস ✽ বাগানে আসিল যবে, নিদ্রাতে পিড়িত সবে, ঘুম ঘোরে কাতর কুমার ॥ কুমার নিকটে আসি, বসিলেক সে রূপসী, মনরঙ্গে করিয়া বাহার ✽ দিপ্তিয়ে হৈয়াছে আলো, মোমের দিপটি জ্বলে, পালঙ্গে বসিল সুখেশ্বরী ॥ সুবর্ণের বাটা ভরা, ছাচি পান ছিল ধরা, লঙ্গ এলাচি পুরিয়া সুপারী ✽ সেই পান হাতে ধরি, খাইলেক প্রেমেশ্বরী, পিকদিলে কুমারের গায় ॥ গোলাবী চাদর পরে, পিকদিয়া লাল করে, কৌতুক করিয়া ধনি জায় ✽ গুঞ্জরিয়া গেল নিশি, বিদায় হইল শশী, উদিত হইল দিবাকর ॥ কুমার পালঙ্গ পরে, আছিল ঘুমের ঘোরে, চেতন পাইল তারপর ✽ ওজু করিবারে যায়, চাদর দেখিতে পায়, তাম্বুল রসের যত দাগ ॥ দেখিয়া এ সব ক্রিতি, চঞ্চল হইল মতি, রুষ্ট মন হইলেক রাগ ✽ কহিলেক কেবা পারে, এমত সাহস করে, আমাকে করয় বিড়ম্বণ ॥ স্ত্রী পুত্র এক থাদে, গাড়িব হারামজাদে, স্ববংশেতে করিব নিধন ✽ এত বলি গোস্বাভরে, জল্লাদে হুকুম করে, অতি ক্রোধে নৃপতি তনয় ॥ চাকর নকর আর, যত কিছু সবাকার, ফরমাইল গর্দ্দান মারয় ✽ মহি টলমল দাপে, গোস্বায় ওজুদ কাপে, দন্তে দন্তে কড়মড়ি ॥ মুলুক হইল স্তব্ধ, কেহ নাহি

জন হৈল কম্প, সকলে মিলিয়া এক ঠাই ॥ হুজুরে হাজির হৈয়া, ছাতি পরে হাত দিয়া, কহে সবে জীউদান চাই, * আপনি রাজ্যের রাজা, আমরা সকলে প্রজা অবিচারে না কর অন্যায়। বহুদিন এই হালে, খানে-জাদ কালে কালে, রহিয়াছি তোমার কৃপায় * বিচারেতে পাও যদি, যদি হই অপরাধি, তবু দোষ ক্ষেমিতে উচিত ॥ শুনিয়া এহেন বানী, কৃপা কিছু মনে গণি, ক্ষেন্ত দিল বুঝিতে চরিত * বলিলেক এইবারে, নেওা-জিনু সবাকারে, পুনর্ব্বারে না হইবে মাফ ॥ আয়েন্দা এমত হয়, স্ববংশ করিব ক্ষয়, দেখিব যে রাখে কোন বাপ * সবাকে ছাড়ান দিয়া, রাখি-লেক নেওাজিয়া, তার পরে শুন কিছু হাল ॥ কহে হীন আশরাফ উদ্দি, ক্ষুদ্র জ্ঞান শিশু বুদ্ধি, দুষ্ট নারী বড়ই জঞ্জাল *

কন্যা কুমারের চাদর বদল করিয়া নিবার বয়ান *

পয়ার * আপ্তাব ছাপিয়া যদি দিবা গোজারিল ॥ নিশি শশী প্রেম খুশী আসিয়া পৌছিল * পাপ ধর্ম্ম যত কর্ম্ম হয় পৃথিবীতে ॥ সকল উৎপন্ন হয় রজনী নিশিতে * যদি বা দিবশে পাপ পুন্য কিছু হয় ॥ গুপ্ত কার্য্য সকল নিশিরতুল্য নয় * ফকির দরবেশ হয় নিশির সাহস॥ আসক মাসুক হয় নিশি যোগে বশ * পালঙ্গ উপরে যদি শুতিল কুমার ॥ অচৈ-তন্য হইলেক নিদ্রার খোমার * দ্বিতীয় প্রহর যদি হইল রজনী ॥ আসিয়া পৌছিল সেই প্রেমেরস ধনী * মন্দিরে প্রবেশ করি পালঙ্গে বসিল ॥ সঙ্গীত করিয়া বাক্য কহিতে লাগিল * কেনেরে নির্ব্বোধ বন্ধু অঙ্গ টল মল ॥ পানের পিকিতে বুঝি না হৈল আকুল * আর কত ছলে বলে কহিয়া সত্বর ॥ বদল করিয়া লিল অঙ্গের চাদর * কন্যার চাদর দিল কুমা রের গায় ॥ কুমার ভুসন বস্ত্র লিলেক কন্যায় * গোলাবী চাদর লিয়া সেই রসবতী ॥ মনরঙ্গে নিজ স্থানে করিলেক গতি * খোদার খেয়াল বুঝি আছিল এমন ॥ তবেহ কুমার না হৈল জাগরণ * নিশি অবসান হৈল প্রভাত সময় ॥ নিদ্রা ত্যাগিয়া উঠে নৃপতি তনয় * বিছমিল্লা বলিয়া যাত্রা করে জাহাবাজ ॥ ওজু করি গুজারিল দোগানা নামাজ * তারপরে করিলেক তছবি তেলাওত ॥ কোরাণ শরিফ সাহা পড়েন সদত * আপনা অঙ্গের পানে না করে খেয়াল ॥ দেখিল কিঙ্করগণ এই সব হাল * ঠারা ঠারি করিতে লাগিল সর্ব্বজন ॥ আবেসে বুঝিল তাহা নৃপতি নন্দন * এহা দেখি সর্ব্বজনে জিজ্ঞাসে কুমার ॥ ঠারা ঠারি কর কেনে কহ তত্ত্বসার শুনিয়া সকল লোক ভয় পাইল অতি ॥ তারমধ্যে একজন বলে শীঘ্রগতি

আলম্পানা ছালামত বাদসা নামদার ॥ রমণী ভুসণ দেখি অঙ্গে আপনার

এ হেন বচন সাহা যখনে শুনিল ॥ আপনা বদন পানে নজর করিল ❋ দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল নৃপতি কুমার ॥ গালাবি চাদর কেবা নিলেক আমার ❋ নারীর চাদর কেবা মোকে গেল দিয়া ॥ ক্রোধে প্রজলিত মর্দ্দ উঠিল গর্জ্জিয়া ❋ গত নিশি কেবা আসি পান পিক দিল ॥ আজ রাত্রে নিদ্রাগতে বস্ত্র বদলিল ❋ দুর্জ্জয় সাহস কেবা করে মোর সনে ॥ মৃত্যু ভয় মনেতে না রাখে কি কারণে ❋ ক্রোধে হুতাশন হৈল ছুফিয়ান সুত॥ চারিদিগে পাঠাইয়া দিল সব দুত ❋ দুত প্রতি হুকুম করিয়া দিল জারি ॥ তাড়াইয়া আন শীঘ্র যত সব নারী ❋ এরাজ্যে রমণী সব যত ইতি আছে তাকিদ হাজের কর এনে মোর কাছে ❋ দুতে আজ্ঞা পাই গেল গমন সত্বর ॥ দেশের আওরত সব করে একান্তর ❋ বাদসার বাটিতে যে আছিল যত দাসী ॥ দেখিয়া দুতের তাড়া হইল হুতাশি ❋ সকল আনিয়া জমা করে একস্থান ॥ কুমার দিলেন আজ্ঞা মারিতে গরদান ❋ যার নাম শুনিতে না পারি কদাচিত ॥ সে সকল করে মোকে এত বিড়ম্বিত ❋ এত শুনি নারীগণ পাইলেক ডর ॥ ভয়ে কম্পমান সব কাপে থর থর ❋ বাক্য না সরয়ে মুখে হইল বেতাব ॥ তার মধ্যে এক দাসী দিলেক জওাব ❋ বুদ্ধি বলে চতুর যে আছিল হেম্মত ॥ কর জোড়ে কহে শুন বাদসা ছালামত গুরুয়ে না করে যদি সেবক উদ্ধার ॥ পুরুষ নাহিক করে নারীর নিস্তার ❋ পিতা হৈয়া পুত্রকে না করে যদি দয়া ॥ বৃক্ষ মূলে বসিলে নাহিক পায় ছায়া ❋ বৈদ্য হৈয়া না করিলে ব্যাধির ক্ষয় ॥ রাখালে না করে যদি গোধন নির্ণয় ❋ রাজা হৈয়া না করিলে রাজ্যের বিচার ॥ তবে সেই রাজ্য জান হয় ছারখার ❋ অবিচারে অন্যায় করিলে সবাকায় ॥ আমি সবানের তরে নাহিক উপায় ❋ চাদরেতে দৃষ্ট আগে করে আপনার ॥ এসব গরীব লোকে যোগ্য কি এহার ❋ আর এক কথা সাহা কহিতে ডরাই ॥ তোমার পিতার ঘরে হেন বস্ত্র নাই ❋ আল্লা জানে এই বস্ত্র কেবা দিয়া গেছে ॥ দুনিয়া উপরে জানি আছে কিনা আছে ❋ অবিচারে কেহ কারে করিলে দুর্গতি ॥ সে সকল লোক হয় নরকে বসতী ❋ দাসীর মুখেতে শুনি নৃপতি নন্দন ॥ বলিল এবার আমি করিনু বারণ ❋ পুনর্ব্বারে কেহ যদি করে হেন গতি ॥ স্বমুলে কাটিয়া যে করিব রতি রতি ❋ রামাগণে বলে সাহা এই কথা রাছ ॥ যত দিন জিব না আসিব তোমা পাছ ❋ এয়ছাই রমণী সব দিলেক বিদায় ॥ কুমার চিন্তিত হৈল আপনা হৃদয় ❋ অধিন কহেন শুন নির্ব্বোধ কুমার ॥ কেনে হেন কর সব কোদরত আল্লার ❋

তৃতীয় রাত্রের বিবরণ এবং নৃপতি কন্যাকে
দেখিয়া হুতাশ হইবার বয়ান ❋

পয়ার ❋ এইরূপে দুইরাত গেল গোজারিয়া ॥ তৃতীয় রাত্রের কথা শুন মন দিয়া ❋ দিবশে কুমার মণি ভাবে মনে মন ॥ না জানি বিধিয়ে মোকে করিল কেমন ❋ রবিগত গ্রহবাসি যখনে হইল ॥ রজনী নক্ষত্র শশী তখন উঠিল ❋ অর্থাৎ হইল রাত শুন সর্ব্বজন ॥ নৃপ সুত ভাবে মনে করিব কেমন ❋ ভাবিয়া গুনিয়া এক বুদ্ধি করে সার ॥ আজ রাত্রে নিদ্রা না যাইব আমি আর ❋ দেখিব কেমন জনে দেয় মোকে ফাকি ॥ তহকিক করিয়া তার বুঝিব চালাকি ❋ তার পরে গোলাব চাদর অঙ্গে দিয়া ॥ নিশব্দে পালঙ্গে সাহা রহিল শুইয়া ❋ যখন হইল রাত্রি দোয়াজ প্রহর ॥ রথে আরোহিয়া পরি আসয় সত্বর ❋ বিছানে থাকিয়া সাহা শুনিবারে পায় ॥ হুহুঙ্কার শব্দ করি আইসয় হাওয়ায় ❋ আওাজ শুনিয়া কহে নৃপতি নন্দন ॥ না জানি কি দুর দশা ঘটায় নিরাঞ্জন ❋ শুইয়া স্বজাগে রহে এই ভাবনাতে ॥ হেনকালে আসি পরি মিলিল সাক্ষাতে ❋ কাপড়ের ছিদ্রা দিয়া দেখিল কুমার ॥ তাজ্জব হইয়া ভাবে মনে আপনার দেব পুরন্দর কিবা ইন্দ্রের কামিনী ॥ কৌতুক ভ্রমিতে আইল মনে কৃপা গুনি ❋ রূপ দেখি কুমার হইল চমৎকার ॥ আখি উলটীয়া রহে পালঙ্গ মাঝার ❋ ক্ষণেং জ্ঞান জন্মে ক্ষণেতে অজ্ঞান ॥ কি করিব কি হইবে মা পায় সন্ধান ❋ কন্যার মনেতে সন্দ হইল এহার ॥ নিদ্রায় আছয় কিবা সজাগ কুমার ❋ ধীরে ধীরে আসিয়া নিকটে দাড়াইল ॥ পছন্দ করিয়া মনে কুমার বুঝিল ❋ ঐ দুই রাত্রে এই আইল প্রীয়া সখা ॥ অভাগ্যের ফলে মোর না হইল দেখা ❋ এ পাপ নয়ানে কেনে নিদ্রা উপজিল ॥ তেকারণে ধনি মোরে ফাকি দিয়া গেল ❋ নিদ্রা হইয়া রিপু করিল বরবাদ ॥ নহেত মনের মত মিটাইত সাদ ❋ কত উঠে পুড়ে মন কিকরিং ॥ কি প্রকারে এই কন্যা রাখিবারে পারি ❋ মনে মনে ভাবে মর্দ্দ যে হয় পশ্চাতে ॥ ধরিয়া রাখিব আমি কুমারীর হাতে ❋ এতেক ভাবিয়া মনে সাহার তনয় ॥ ধীরে ধীরে হস্তক্ষেপে ধরিতে কন্যায় ❋ তাহা দেখি সেই পরী দূরে গেল চলি ॥ নয়ানে না দেখিলেক সে হেন বিজুলী ❋ রথে আরোহিয়া পরী উঠিল গগণ ॥ মুর্চ্ছাগত হৈয়া পড়ে ভুপতি নন্দন ❋ খানিক বিলম্বে কিছু হোস হৈল তার ॥ কৈগেলং বলি কহে বারেবার ❋ কৈগেলং বলি চারিদিকে চায় ॥ কৈগেল কৈগেল বলি পাগলের প্রায় ❋ কৈগেলং বলি করে আহা আহা ॥ কৈগেলং বলি শব্দ করে সাহা ❋

কৈগেলং বলি করে তোলপাল ॥ কৈগেলং একি ঠেকিল জঞ্জাল ॥
কৈগেলং বলি ঘন উঠে পড়ে । কৈ গেল কৈ গেল বলি আর্ত্তনাদ ছাড়ে
কৈগেলং বলি কহে হাহাকার ॥ কৈগেলং বলি কান্দয় কুমার ॥ কৈগেল
কৈগেল বলি যায় টঙ্গি মাঝ ॥ সদায় কৈ গেল বলে মুখে নাহি লাজ ॥
কৈগেলং সাহা করে নিরন্তর ॥ দেখিয়া এ সব হাল যতেক কিঙ্কর ॥
ধাওা ধাই করিয়া আসিল সর্ব্বজন ॥ দেখে জ্ঞান পরিহরি ভুপতি নন্দন
বলিলেক কহ শুনি বাদসা ছালামত॥ কি হেতু হুতাশ চিত্ত কহ হকিকত
প্রাণপন করি যত জিজ্ঞাসা করয় ॥ উত্তর না দেয় কিছু সেই কথা কয় ॥
দেখিয়া এ হেন হাল ধায় লোকজন ॥ ছফিয়ান ভুপতিকে কহে এ বচন
শুনং আলম্পানা বাদসা নামদার ॥ বেহাল হইল দেখত নয় তোমার ॥
কৈগেলং শব্দ করে হায়ং ॥ কার কথা নাহি শুনে নাচিয়া বেড়ায় ॥ এই
কথা যখন শুনিল নরবর॥ সেহ জ্ঞানে পড়িলেক মৃত্তিকা উপর ॥ আস্ত ব্যস্ত
সকলেতে ধরিয়া তুলিল॥ চৈতন্য লম্বিত সাহা কান্দিতে লাগিল ॥ মহলে
বেগমজাদী পাইল খবর ॥ মারিতে লাগিল মুণ্ড পাসান উপর ॥ জনক
জননী কান্দে করে আহাজারী ॥ পাত্রমিত্র সকল কান্দয় সারিং ॥ পুরি
ভরি পড়ে গেল ক্রন্দনের রোল ॥ জমিল অনেক লোক শুনি গণ্ডগোল ॥
বাদসা বেগম মনে ছাড়িয়া হুতাশ ॥ ধাইয়া চলিল দোন কুমারের পাস
সৈন্য সেনা দৌড়িয়া চলিল তার পিছে ॥ উদ্যানে পৌছিল সব কুমারের
কাছে ॥ দেখিল কুমার আছে পাগল লক্ষণ॥ সজিবে থাকিয়া যেন ইচ্ছিল
মরণ ॥ বাদসায় লইল কোলে পুত্র আপনার ॥ কহং প্রাণ পুত্র কিবা
সমাচার ॥ জনক জননী কান্দে অস্থির হইয়া ॥ পুত্রং বলি কান্দে ভুমিতে
পড়িয়া ॥ মুখে মুখ দিয়া কহে শুন বাছাধন ॥ কি হেতু হুতাশ চিত্ত কহ
বিবরণ ॥ কহং কহ পুত্র সোনা মুখের বানী ॥ কহং কহ কথা জুড়াক
পরাণী ॥ কহং সত্য কহং বাছাধন॥ কি দেখিয়া আকুল হইল তোমার মন
কহং বলি মায় কোলে তুলি লিল ॥ কহং বলি তার মুখে মুখ দিল ॥
কহং বলি পুত্র ধরিল গলায় ॥ কহং বলি মায় প্রাণী দিতে চায় ॥ কহ২
কহ যাদু কহ তত্তসার ॥ কি দেখিয়া হেন গতি হইল তোমার ॥ কহ২
বলি মায় কান্দয় কুহরি॥ কহ যাদু প্রাণী তোমা কেবা নিল হরি ॥ বাদসা
বেগম কান্দে ভুমিতে লোটায় ॥ সৈন্য সেনাগণ কান্দে করে হায় হায় ॥
ধর্ম্মরাজ ছিল উজির প্রধান ॥ প্রবোধ করুণাবাক্য বাদসাকে বুজান ॥
শুন বাদসা ছালামত আরজ জোনাবে ॥ যার যে নছিবে আছে কান্দিলে
কি করে ॥ অস্থির হইলে পরে নাহি কিছু ফল ॥ চেষ্টা কর যেইরূপে

হইবে কুশল * কত মতে বিনয়েতে উজিরে কহিল ॥ শান্ত বাক্যে সাহা কিছু প্রবোধ মানিল * বেগম সহিতে সাহা হৈল কিছু স্থির ॥ পুত্র পুত্র বলি সদা চক্ষে বহে নীর * বাদসা বলিল বাক্য শুন সর্ব্বজন ॥ কুমার কারণে কিবা করিব এখন * নিশ্চয় জানিলা পুত্র হইল দেওয়ানা ॥ কিহেতু কুশল হবে নাহি যায় জানা * তবে এক কাম না কর বেয়াজ ॥ পাগল প্রকার হেতু আন বৈদ্যরাজ * ঔষধ মন্তরে যেবা উত্তম প্রধান ॥ তাহাকে আনহ শীঘ্র মোর বিদ্যমান * আফলাতুন নামে যেই বৈদ্য সরকারী ॥ রাজ্য ভরি যত বৈদ্য তার আজ্ঞাকারী * ঔষধ মন্তরে সেই বৈদ্যনারায়ণ ভুত ভবিশ্বাত পারে করিতে গণণ * ঝাড়া ফুকি মন্ত্র সব জানে আনবার স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল সে পারে গণিবার * যখনে এমরান সাহা পয়দা হৈয়াছিল ॥ ঐ বৈদ্যরাজ সব শুনিয়া কহিল * ডাক্তারী হেকিমী জানে জাতেতে ব্রাহ্মণ॥ ভবিষ্যত কার্য্য পারে করিতে গণণ * সেই মহা বৈদ্য রাজ আনাইয়া লিল ॥ আর কত বৈদ্যরাজ আসিয়া পৌছিল * ঔষধ প্রকার করি চাহিলেক বৈদ্য ॥ কুমারে করিতে সুস্থ না হইল সাদ্ধ * আফলাতুন বলে বাক্য শুন আলম্পানা ॥ পুর্ব্বকার কথা এই কাজে গেল জানা * তখনি বলিয়াছিনু এ সব ভারতী ॥ বার বৎসরের হৈলে তোমার সন্ততি * হইবে কামের পীড়া দেখিয়া অপসরী ॥ হুতাশিত আকুলীত হবে দেশান্তরী * সেই দিন উপস্থিত হইল এখন ॥ আর কোন পীড়া নাই কামের তাড়ন * অন্তর ঔষধে রোগ না হবে তাহার ॥ মূরাদ পাইলে সুস্থ হইবে কুমার * কেহ২ বলে ঠিক হবে এই বানী ॥ কেহ বলে এ হেন চরিত্র নাহি জানি * স্বপনে যাহার বানী না শুনে শ্রবন ॥ কেনে মন হবে হেন ভুপতি নন্দন * কি রোগ হইল কেহ না পাইল দিশা ॥ কুমার চিকিৎসা হেতু ত্যজিলেক আসা * উজির বলিল সাহা করি নিবেদন ॥ কুমার দুরগতী দেখি বিদরে জীবন * কিরূপে রাখিতে পারি চিহ্ন প্রকার সদায় দগধে চিত্ত কি করিব আর * ভুপতি বলিল বাক্য শুন পাত্রগণ ॥ কহিতে বিদরে প্রাণী কি করি এখন * কোনেক প্রকারে যদি নাহি যায় রাখা ॥ পুত্রের এলাজ কর সোনার দারুকা * কর পদ্দে বেড়ী দিয়া রাখ হেফাজতে ॥ কি করে এলাহী আল্লা দেখিব পশ্চাতে * সকলে মিলিয়া এই যুক্তি করে সার॥ সোনা পদ্দে সোনার দারুকা দিল তার * নীবন্দের লেখা কভু না যায় খণ্ডন ॥ হেন গৌরবের পুত্র করিল বন্ধন * অধনি গরীবে কহে এলাহী ভরনা ॥ যে জন বড়াই করে তার এই দশা *

❋ বাদসা বেগম পুত্র শোগে বিলাপ করে ❋

ত্রিপদী ॥ আহা প্রভু নিরাঞ্জন, হেন কল্যান কি কারণ, দিয়া পুত্র নেকে অপমান ॥ করিতে আহাজারী, পুত্র দিয়াছেন বারি, দেখি পুত্র না বাচে পরাণ ❋ বাদসা বেগম কান্দে, কেশ ভেস নাহি বান্দে, পাত্রমিত্র কান্দে সর্ব্বজন ॥ কান্দিয়া অস্থির অতি, স্থির নহে কার মতি, আর কান্দে পশুপক্ষীগণ ❋ আকাশ পাতাল কান্দে, সুর্য্য আর তারা চান্দে, তাহা দেখি কান্দে হুর পরী ॥ দাস দাসীগণ আর, অন্দর বাহির তার, কান্দে সবে কুহরীং ❋ বেগম কান্দিয়া কয়, তুমি প্রভু দয়াময়, পুত্রে মোর করহ উদ্ধার ॥ তোমার মেহের বিনে, গতি নাহি ত্রিভুবনে, তুমি প্রভু অসারের সার ❋ পুত্র দান দিয়া মোরে, বন্দন করিলা তারে, আমারে করিলা বিড়ম্বন ॥ অধিন গরীব কয়, কান্দিতে উচিৎ নয়, প্রভু পদে কর আরাধন ❋

কুমার পুরী হতে নেকলিয়া ভোজ রাজার দেশে যায়।

পয়ার ॥ কুমারের মাতা কহে শুন পরওার ॥ সপিনু দুল্লভ পুত্র চরণে তোমার ❋ বন্দনে কুমার রহে পাগল লক্ষণ ॥ কৈগেলং বলি করয় রোদন এইরূপে পঞ্চদশ দিন গুজরিল ॥ পুর্ব্ব হতে কিছুমাত্র সুস্থ না হইল ❋ উজির কহেন বাক্য নৃপতির স্থান ॥ মোর একবাক্য নাথ কর অবধান ❋ বন্ধন করিয়া কত রাখিবা কুমার ॥ অন্ন জল বিনে পুত্র মরিবে তোমার ❋ বন্ধন মোচন করি দেহ তারতরে ॥ নছিবে যে আছে তাহা হইবে আখেরে ভুপতি বলিল যদি বন্দি মুক্তি হয় ॥ তাহতে সঙ্কট অতি মনে লাগে ভয় পাগল চরিত্র পুত্র বিভোল অধিক ॥ অগ্নিতে মজয় কিবা জলে পড়ে ঠিক উজির কহিল যদি দেশান্তরে যায় ॥ বিদেশে মরিয়া গেলে নাহি কোনদায় মনেতে জানিবে গেছে বিভা করিবার ॥ আয়ু সঙ্গ থাকিলে আসিবে পুনর্ব্বার ❋ বন্দিতে অবস্থা পাই যদি সে মরিবে ॥ মনেতে রহিবে দুঃখ অজস ঘুচিবে ❋ উজিরের বাক্য নৃপ মনেতে মানিয়া ॥ বন্দন ছাড়িয়া দিল এলাহী ভাবিয়া ❋ ভুপতি কান্দিয়া বলে আল্লা পরওার ॥ ছাড়িয়া দিলাম পুত্র ভরসা তোমার ❋ নৃপতি নন্দন যদি বন্দি মুক্ত হৈল ॥ কৈগেলং বলি ধাইয়া চলিল ❋ হুকুম করিল সাহা লোক জন তরে ॥ কুমারের পিছে২ যাহ কত দুরে ❋ কি ভাবেতে কোন পথে যায় কোথাকার ॥ সঙ্গতী যাইয়া তত্ত্ব জানহ এহার ❋ এত শুনি লোক জন পিছেং ধায় ॥ কুমার কাহার পানে ফিরিয়া না চায় ❋ দিবশের পন্থ যদি গেল সাতে সাতে ॥ আচম্বিতে গেল কোথা না পায় দেখিতে ❋ নয়নে দেখিতে পাই লোক

সব গত্তা। আচম্বিতে কোথা গেল তোমার সন্ততি ❋ পরিহরি যদি গেল আমা সবা ছেড়ে ॥ কাতর হইয়া মোরা দেশে আইনু ফিরে ❋ নৃপতি শুনিয়া কিছু না বলিল আর ॥ খেয়ানে রহিল মনে পাই দুক্ষ ভার ❋ রাহেতে কুমার যায় করে ধাওা ধাই ॥ কৈগেলং বিনা আর বাক্য নাই ❋ এইমতে পথেং চলিল কুমার ॥ এলাহির চাহা কিছু হুস হৈল তার ❋ মনে ভাবে দেখিয়াছি যেইত কামিনী ॥ আলবত্তা হইবে কোন বাদসার নন্দিনী ❋ এই ভাবা গুনা সদা করে সাহাজাদা ॥ আশ্বাসন করে মনে করিয়া এরাদা ❋ দুরন্ত নগরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥ প্রাণপ্রিয়া পাব কোথা করহে উদ্দেশ ❋ নগরে প্রধান দেখে যেই সব বাড়ী ॥ ত্বরায় সে খানে যায় আর্ত্তনাদ ছাড়ি ❋ পাগল চরিত্র দেখি কত লোক যায় ॥ নর নারী মিলিয়া সকলে রঙ্গ চায় ❋ দেখিয়া খেয়াল মনে নেহারে কুমার ॥ সে মত মোহিনী রূপ না দেখে কাহার ❋ না দেখিয়া তথা হতে বাহুড়িয়া যায় ॥ কৈগেলং বলি করে হায়ং ❋ এই ভাবে সাহাজাদা ফিরে দেশেং ভ্রমন করিয়া ফেরে পাগলের ভেসে ❋ কতং বাদসা আর সওদাগর বাড়ী ভ্রময় সাহার সুত করে তাড়াতাড়ি ❋ এইরূপে একসাল গেল গোজারিয়া ভোজের দেশেতে সাহা পৌছিল যাইয়া ❋ হঠাৎ দেখিল যাকে নিশিতে কুমার ॥ চন্দ্রবান রূপ হেন দুহিতা রাজার ❋ সে রাজার দেশে গিয়া কুমার পৌছিল ॥ তাপিত আছিল অঙ্গ শীতল হইল ❋ দেওানা আছিল কিছু হোস হৈল তায় ॥ ক্রমেং ভোজরাজার দ্বারে চলি যায় ❋ শয়ন ভোজন কিছু না ছিল তাহার ॥ শুখাইল অঙ্গ হীন মরণ আকার ❋ পুর্ব্ব রঙ্গ রূপ কিছু নাহিক আছিল ॥ ধীরেং ভোজরাজার দরবারে পৌছিল ❋ নবরত্ন শোভাতে বসিছে মহারাজ ॥ আপন দস্তুর মত করে রাজ কাজ ❋ হেনকালে পৌছিলেক ভুপতি নন্দন ॥ বহুমান্যে প্রনামিল ভোজের চরণ ❋ কুমার সুদৃষ্ট রাজা নেহারিয়া চায় ॥ বাদসাই নিশান তার দেখিবারে পায় ❋ কুমার নিকটে তবে জিজ্ঞাসে রাজন ॥ কোথা হতে আসিয়াছ কোথায় গমন ❋ কুমার বলিল মোর নাহিক ঠিকানা ॥ কোথা থেকে যাই আসি জানেন রব্বানা ❋ ভোজরাজা বলে শুনহ ছাওাল ॥ কোথায় যাইতে মনে করেছ খেয়াল ❋ কুমার বলিল জানে আল্লা পাকজাত ॥ ভোজরাজা বলে থাক আমার সাক্ষাত ❋ পুনি রাজা বলে তুমি জান কিবা কাম ॥ বলে আজ্ঞা মত কার্য্য করিব মোদাম ❋ কিঞ্চিৎ বেতনে তাকে নিযুক্ত করিল ॥ ভেড়ী আর খাসী দুম্বা চড়াইতে দিল ❋ মনেং কুমার বুঝিল এই বানী ॥ এই

আনিয়া ॥ তবেত রহিব নহে যাইব চলিয়া * অন্তপুরে গিয়া রাজা কহিল খবর ॥ ছাগলে চরাতে এক রাখিনু চাকর * একেত ছাওাল তাতে দেওা নার প্রায় ॥ মহলে আসিতে তার নাহি কোন দায় * এইভাবে সে কুমার চরায় ছাগল ॥ অন্দর বাহিরে চলে যেমন পাগল * রাজার দোওারে আছে বিদ্যান পাঠক ॥ সেইখানে বিদ্যা শিক্ষা করে কত লোক * কুমার যাহার ছবি দেখিল নয়নে ॥ দেশেং ফেরে সাহা তাহার কারণে * সেই কন্যা চন্দ্রবান বটে রাজবালা ॥ শিশুগণ সবে বিদ্যা শিখে পাঠশালা * একদিন খাসি মেড়া লইয়া ছওাল ॥ পাঠশালা পিছে নিল যত অজা পাল * চরয় বকরির পাল তেন্ন কুটা খায় ॥ ঝোরকার ছিদ্র দিয়া কুমারে তাকায় * নজর করিয়া দেখে সেহ প্রাণেশ্বরী ॥ রাত্রি জোগে প্রাণী তার যেবা নিল হরি * দেখিয়া কন্যার রূপ তাজ্জব হইল ॥ আখি উলটিয়া মর্দ্দ চাহিয়া রহিল * ঠাটাবজ্রে জিব দোহ যেরূপ মরয় ॥ তেনমতে রহিলেক নৃপতি তায় * সাঙ্গ্য করিতে প্রাণ নাহি পারে ছলে ॥ ডাণ্ডাই রহিল মর্দ্দ সাহসের বলে * কিবা মুক্ষ কিবা চক্ষু কিবা নাসা কান ॥ কিবা নয়ানের ঠার কন্যা চন্দ্রবান * দেখিয়া বলিল মোর আর কিবা দুঃখ ॥ যার জন্যে দেশান্তরী দেখি তার মুখ * এখন মওত যদি করে বারিতালা ॥ সাফেল্ল হইবে মোর ঘুচিবেক জালা * অঙ্গে অঙ্গে বন্দেং নিরক্ষি চাহিল ॥ হারা ধন পেয়ে মন সন্তোষ হইল * অজা পাল উপলক্ষে খাড়া সেই স্থান ॥ ছবক লইয়া ঘরে চলে চন্দ্রবান * দেখিয়া এমরান সাহা পিছেং যায় ॥ অন্দরে যাইয়া পুনি আসিয়া তথায় * নিযুক্ত হইল তার ছিল যেই কাম খাসি দুম্বা অজা সবের করিতে আঞ্জাম * এইমতে নিশি গতে প্রভাত সময় ॥ প্রত্যহ কুমার মনি সেইখানে যায় * দেওায়ের খিড়কী দিয়া কুমারীর পানে ॥ একদৃষ্টে হেরি থাকে সজল নয়ানে ॥ সেই কোঠা মাঝে পড়ে রাজার নন্দিনী ॥ সেই কোঠে অন্য নাহি পুরুষ রমণী * যখনে পড়িয়া কন্যা অন্দরেতে যায় ॥ ছাড়িয়া বকরির পাল পিছেং ধায় ॥ এইমতে প্রতিদিন লই অজা মেড়া ॥ দেখয় কুমারীর মুখ তথা রহে খাড়া ॥ এইরূপে রাজবালা পড়ে চন্দ্রবান ॥ ওস্তাদ বলয় বাক্য কুমারীর স্থান * এ বারো বৎসর বাদে দেশেতে যাইব ॥ এক মাস বাদে পুনি পালটী আসিব * মিঞাজি বলিল এবে শুন রাজবালা ॥ মক্তবে আসিয়া তুমি পড় সর্ব্ব বেলা * হামিদ নামেতে ছিল উজির নন্দন ॥ তাহাকে বলিল পুনি ওস্তাদ সুজন * অদ্য আমি চলিলাম নিজ গৃহবাস ॥ ছবক পড়িবে তুমি চন্দ্রবান

চলিয়া * তাহাতে হইল কিবা অধিন বলয় ॥ শুন সব বন্ধুগণ কহি সমুদয়

উজিরের পুত্র হামিদ ও চন্দ্রবান কন্যার প্রেমালাপ।

পয়ার ॥ ওস্তাদ চলিয়া গেল আপনা নিবাস ॥ চন্দ্রবান পড়ে সদা আনন্দে উল্লাশ * ভোজের উজির এক আছিল প্রধান ॥ হামিদ নামেতে এক পুত্র ছিল তান * সেহোবি মক্তবে আসি পড়ে হালে হাল ॥ শুন এত হৈল কিবা বিষম জঞ্জাল * এক দিন চন্দ্রবান মক্তবে আসিয়া॥ আপনা কোঠায় ধনি পড়েন বসিয়া * এমরান কুমার দেখে থাকিয়া অন্তর ॥ মক্তবের পিছে খাড়া করিয়া নজর * হেনকালে আসিলেক উজির নন্দন পড়িতে লাগিল সেই দস্তুর যেমন * উজিরের পুত্র বড় মনে মনে খুসী ॥ শুনিয়াছি চন্দ্রবান বড়ই রূপসী * ছবক বাহানায় আজি তাহাকে দেখিব নয়ানে দেখিয়া খুব সাদ মেটাইব * এত বলি কেতাব খুলি পড়ে মন সাদে ॥ এক লফজ পড়ে সেহ এক লফজ বাদে * শুনি চন্দ্রবান তাকে কহিল তখন ॥ অশুদ্ধ পড়হ কেন উজির নন্দন * হামিদ বলিল মোর যেমন কেতাব ॥ সেইমত পড়ি আমি কেনে মনস্তাপ * চন্দ্রবান বলে আন কেতাব মোর পাস ॥ শুনিয়া উজির পুত্র আনন্দ উল্লাশ * হামিদ কেতাব সহ গেলেন সাক্ষাত ॥ আড়াল বাহিরে কন্যা বাড়াইল হাত * দেখিয়া হাতের রূপ উজির তনয় ॥ মহাজ্ঞানে সেইখানে ঢলিয়া পড়য় * কন্যাহ তাহার রূপ দেখিল কিঞ্চিৎ ॥ পরদার ভিতরে ধনি হৈল মহশ্চিত * কতক্ষণ পরে কন্যা চৈতন্য লভিল ॥ কুমার পড়িছে হেন নজরে দেখিল * বুঝিল আমার রূপ দেখিয়া কুমার ॥ জ্ঞান পড়িহরি আছে মৃত্তিকা মাঝার ভাল রূপে নেহারিয়া দেখিল কন্যায় ॥ পুর্ণিমার চন্দ্রমায় যেন ভূমিতে লুটায় * রূপ দেখি রাজবালা হইল হুতাশ ॥ সাড়ির আচল দিয়া করয় বাতাস * কন্যার সুগন্ধি বাস কুমার পাইয়া ॥ চৈতন্য লভিয়া চক্ষু উঠে শিহরিয়া * চারি চক্ষে মোকাবেলা হইল যখন॥ দরিদ্র পাইল যেন অমুল্য রতন * দুই জন তুষ্ট মন হৈল অতি খুসি ॥ ব্রাহ্মণে পাইল হাতে আকা- শের শশী * শুষ্ক বৃক্ষে পাইলে বরিষার জল ॥ দোহে দোহাকার পাই অঙ্গ টলমল * কুমার বলিল বাক্য শুন রাজবালা ॥ তোমা দরশনে মোর হইলেক জালা * এখন উপায় কিবা তোমার আমার * এ বলিয়া শত চুম্ব দিলেক কুমার * কুমারী বলিল বাক্য শুন প্রাণ সখা ॥ চিত্ত ব্যাকুল মোর পাই তোমা দেখা * মোর মন উচাটন শুনহ কুমার ॥ আপনা ইচ্ছায় আমি হইনু তোমার * কুমার বলিল আমি উজির নন্দন ॥

তুমি শুন প্রানধন * কিরূপে তোমার সঙ্গে হবে মেলামেলি ॥ শুনিলে তোমার পিতা দেয় নাকি শুলি * প্রেমের আলাপ দোহে কর খুসি মনে ॥ ঘরের পশ্চাতে থাকি শুনিল এমরানে * কুমারী বিনয় করি কহে বিবরিয়া ॥ মোর পিতা তোমা স্থানে নাহি দিবে বিয়া * অতএব এক কর্ম্ম লয় মোর মনে ॥ ভাগেল হইয়া চল যাই দুই জনে * রাত্র জোগে প্রেম শোগে যাব নেকালিয়া ॥ অন্য দেশে গেলে পরে হইবেক বিয়া * কুমার বলিল কহ কি হেতু যাইব ॥ অন্যাসিয়া তোমা পিতা ধরিয়া আনিব * কন্যায় বলিল প্রান শুন মোর বানী ॥ শীঘ্র করি আন মন পবন তরণী * তাতে আরোহিয়া যাব নাহি কোন লেটা ॥ নিশি যোগে চলিয়া মরিয়া যাব ভাটা * এত বলি রাজবালা গেলেন আন্দরে ॥ এত শত এক মুদ্রা এনে দিল তারে * কন্যা বলে তুরমান যাহ প্রান নাথে ॥ বানাইয়া আন নৌকা যাব আজ রাতে * বাটির পশ্চাতে নদী আছয় নিকট ॥ সেই স্থানে রাখ তরী না ভাব সঙ্কট * রাখি তরী নিজ পুরী যাহ তুরমান ॥ প্রনাম আচরিয়া কহ মাতা পিতা স্থান * আমার গুরুর বাটি যাইব বলিয়া ॥ সাজ কাজ শত মুদ্রা আসিবা লইয়া * সন্ধ্যার অগ্রেতে এস হইয়া বিদায় ॥ সন্ধ্যা অবসানে থাক বসিয়া নৌকায় * আপনি যাইব আমি যেই খানে তরী ॥ মোর মাথা খাও নাথ না করিবা দেরী * এই প্রমিস্ব স্থিতি করি দুই জনে ॥ হামিদ চলিয়া গেল কারিগর স্থানে * একশত মুদ্রা দিয়া আনে কারিগর ॥ মন পবন সেই তরী বানায় সত্তর * এই সব কর্ম্ম যদি দেখিল এমরান ॥ ভাবে গুণে মনেং কি করি সন্ধ্যান * চিন্তিত হইল অতি সাহার সন্ততি ॥ আল্লা বিনে দোজাহানে নাহি আর গতি * যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগল ॥ যাহার কারণে হেথা চরাই ছাগল * যাহার কারণে আমি হইনু উদাসী ॥ যাহার প্রেমেতে মজি হইনু বিদেশী * যার জন্য শ্রেম প্রেম রসেতে মজিয়া ॥ মাতা পিতা ছাড়ি ভ্রমি দেওানা হইয়া * সেই প্রেম রসি মোর কেবা লই যায় ॥ আহারে দারুণ বিধি কি করি উপায় * অধিন বোলায় সাহা না হও অস্থির ॥ নিকটে থাকিতে কিছু করেন ফিকির * নৃপতি তনয় এহা মনেতে ভাবিয়া ॥ শীঘ্রগতি গেল সাহা বাজারে চলিয়া * সঙ্গে তার আগেকার পয়সা এক ছিল ॥ সেই পয়সা দিয়া সুতা কিনিয়া লইল মহন্ত লোকের মত লই সেই সুতা ॥ কাটীয়া উত্তম করি বানাইল পৈতা পৈতা গলে দিয়া হৈল নব ডণ্ডধারী ॥ কুঞ্জি পুথি বগলেতে যেন বর্ম্ম-

চারী * গণক নজ্জুম মত যায় তাড়াতাড়ি ॥ সেতাবী চলিয়া গেল উজি-রের বাড়ি * বসিল দওারে বলি জয় জয়ং ॥ ব্রাহ্মণ দেখিয়া সবে পদ ধুলি লয় * উজির জিজ্ঞাসে বার্ত্তা কহ মহারাজ ॥ কোথা হৈতে আসি-য়াছ কোথা কিবা কাজ * ঠাকুর বলিল থাকি বটবৃক্ষ শ্রেমে ॥ আসিয়াছি যাব গঙ্গা সাগর সঙ্গমে * এদেশে আসিয়া হিত দেখিনু সবার ॥ কিন্তু এক মহা দুঃখ দেখি যে তোমার * উজির বলিল বাপ ঠাকুর গোসাই ॥ কি হেতু হইবে দুঃখ কহনা বুঝাই * শুনিয়া উজির বাক্য পাতিলেক খড়ি ॥ সকলে বসিল তার চারিভিতে বেড়ী * গুণিতেং ঠিক করিল গনন ॥ বলিল জানিবা ঠিক আমার বচন * বাপ দাদা সব মোর এ কাম করয় ॥ সত্য বাক্য বলি দিব তাতে কি সংসয় * জৌতি শাস্ত্রে মোর মন আছে কোন বেটা ॥ তোমার উপরে বাপ দেখি ভারি লেটা * তোমার তনয় নাকি হামিদ নামেতে ॥ বিদ্যা শিক্ষা করে বুঝি রাজার বাটিতে * চন্দ্রবান নামে এক রাজার দুহিতা ॥ তোমার পুত্রের সঙ্গে প্রেমের ইস্টতা * আজ রাত্রে তোমা পুত্রে তাকে নিবে হরি ॥ কালুকা বেহানে রাজা তোমা লিবে ধরি * স্ববংশ কাটিবে তোমা কহিনু নিশ্চয় ॥ পরীক্ষা দেখিবা যদি তোমা মনে লয় * উজির কহিল কিসে প্রত্যয় করিব ॥ যদিবা হইব সত্য কিরূপে রাখিব * ঠাকুর বলে আজি সন্ধ্যার অন্তেতে ॥ বলিবে তোমার পুত্রে যাব বেড়াইতে * তাহার গুরুর বাড়ি জাবেক বলিয়া ॥ সাজং করিবেক তরাশ হইয়া * শত টাকা চাহিবেক তোমার গোচর ॥ গুরুর পত্নিকে তার দিবার নজর * উজির বলিল কিবা করি প্রামিস্ব ॥ ঠাকুর বলিল তাকে রাখিবা অবিশ্ব * এইত সন্দাহ করি সাহার কুমার ॥ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল আপনার * অধিন বলয় শুন মধু রস বানী ॥ যার প্রতি প্রভু সখা তার কিবা হানী *

হামিদ কুমার নদীর ঘাটে নৌকা রাখিয়া নিজ গৃহে যাইয়া সিন্দুকে আটক থাকে এবং সাহা এমরান কন্যাকে হরিয়া লেয় *

পয়ার * উজিরের পুত্র যেবা হামিদ কুমার ॥ ভাবিতে লাগিল সেই মনে আপনার * দিবা অবশেষে হৈল নিকটে রজনী ॥ রাজার বাটির পিছে নিলেক তরণী * ঘাটেতে রাখিয়া তরী হামিদ কুমার ॥ অবিলম্বে নিজ গৃহে গেল আপনার * মনেতে মদন বান হইয়া তরাশ ॥ উজির জিজ্ঞাসে বাপু কি হেতু হুতাশ * কুমার বলিল আজ যাব বেড়াইতে ॥ অঙ্গিকার করিয়াছি মিয়াজির সাতে * এক শত টাকা দেহ খাতিরে

আমার ॥ মিয়াজির কবিলাকে দিবারে নজর ❋ উজির বলিল বাপু খানা আগে খাও ॥ তারপরে টাকা লিয়া যেথা ইচ্ছা যাও ❋ ধন মাল যত ইতি সকলি তোমার ॥ এহাতে নিষেধ কিছু নাহিক আমার ❋ কুমার পিতার বাক্য খোসাল শুনিয়া ॥ খানা খাইবারে গেল আন্দরে চলিয়া ❋ হামিদ মাতাকে বলে শুন আম্মাজান ॥ শীঘ্র করি দেহ খানা যাই তুরমান ❋ হামিদের মাতা বলে সুভাগ্য কপালে ॥ যোগীবর এসেছিল মোর ভাগ্য ফলে ❋ খানা পিনা খেতে রাত্রি হৈল ডণ্ড চারি ॥ সাজ কাজ করিতে হইল আর দেরী ❋ উজির বলিল বাপু সিন্দুক খুলিয়া ॥ আপনার ইচ্ছা মতে যাও টাকা লিয়া ❋ হামিদ সিন্দুক খোলে আপনার হাতে ॥ টাকা লইবারে হেতু সান্দাইল তাতে ❋ যখন কুমার গেল সিন্দুক ভিতরে ॥ উজিরে দোতালা কুঞ্জি মারিলেক জোরে ❋ সিন্দুকেতে তালা যদি মারিল উজির ॥ কুমার ভিতরে থাকি হইল অস্থির ❋ বিপাক দেখিয়া কহে বিনয় বচন ॥ কি হেতু আমাকে বাবা করিলে বন্ধন ❋ উজির সুনিয়া কহে শুন শিশুবর ॥ অলপ দিন থাক এই সিন্দুক ভিতর ❋ অন্নজল সব কিছু সিন্দুকেতে দিব ॥ সাত দিন পরে তোকে খালাস করিব ❋ হামিদ শুনিয়া এহা কান্দি উভরায় ॥ আহা কন্যা চন্দ্রবান রহিল কোথায় কয়েদ করিল মোরে পিতা মহামতি ॥ না জানি তোমার তরে হয় কোন গতী ❋ এইমতে সিন্দুকেতে রহিল কুমার ॥ সাহা এমরানের কথা শুন আরবার ❋ এমরান কুমার হেথা বকরি পাল লিয়া ॥ ওজা মেড়া স্থানে২ রাখিয়া বান্ধিয়া ❋ করিলেক নিজ কার্য্য দিবা অবসান ॥ কি করি কি করিব ভাবে মনে মন ❋ চারি ডণ্ড রাত্রি যদি গগণ হইল ॥ ভোজন পুর্ব্বক সাহা কমর বান্ধিল ❋ সাহস করিয়া খুব দেলে আপনার ॥ এলাহী ভরসা সাহা করে বারবার ❋ যেই নৌকা রাখিয়াছে হামিদ আনিয়া ॥ কুতুহলে নদী কুলে রাখিয়াছে বান্ধিয়া ❋ আগে হতে নৃপ সুতে জানে সর্ব্বগতী ॥ সেভাবিতে উপনীত সাহার সন্ততি ❋ পবনের বৈঠা হাতে বসিল কুমার ॥ চন্দ্রবান নাহি জানে এই সমাচার ❋ আসা যুক্ত নৃপ সুত নৌকাতে বসিয়া ॥ হেথায় কন্যার বার্ত্তা শুন মন দিয়া ❋ রাজ কন্যা চন্দ্রবান মনেতে অস্থির ॥ ভাবে গুণে মনেং কি করি ফিকির ❋ নিশ্চয় যাইব হেন মনে বহু আস ॥ অন্তরে সন্দান মুক্ষে দ্বিতীয় প্রকাশ ❋ যে বেলা হামিদ গেল আনিবারে তরী ॥ সন্দান করিল হেন রাজার কুমারী পেটের কামড় হেতু করিল বাহানা ॥ ঘরে আর বাহিরেতে করে আনা

আসিয়া পৌছিল ❋ একবার আসে ঘরে আরবার যায় ॥ এইমত হৈল রাত প্রহরেক প্রায় ❋ শুইল সকল সখী নিদ্রায় পিড়ীত ॥ আপ্তরক্ষা দ্রব্য কন্যা লইল কিঞ্চিৎ ❋ মানিক মুকুতা আর হীরমন কাঞ্চন ॥ সোনার মহর আদি কিমত্তী বর্ত্তন ❋ নিজ হাতে লিল সাতে পুরী এক জোড়া ॥ যাহার কি মত ভারী বহিবারে থোড়া ❋ নিজ প্রামিস্ব দাসী ছিল এক জন ॥ তাহাকে সঙ্গতি কন্যা লইল আপন ❋ বুদ্ধিতে চতুর তাতে প্রেমের সাগর মালঞ্চ দাসীর নাম ছিল বরাবর ❋ বাম আচরিয়া তাতে কহে রূপবতী ॥ পেটের জলনে মরি নাহি লাগে গতী ❋ ছটফট করে অঙ্গ নাহি লাগে ভালা ॥ অন্তরে যন্ত্রনা পাই নিদারুণ জ্বালা ❋ শুন দাসী এ রূপসী প্রাণের দোহার ॥ নদী ঘাটে আছে এক নৌকা মনোহর ❋ ছাড়ি হেথা যাই তথা চল দুই জন ॥ নৌকায় বসি দেখি আসি লাগয় কেমন ❋ সব থুই দাসী লই গেল নৃপ সুত ॥ তথা গিয়া দেখে প্রীয়া নৌকা প্রস্তুত ❋ ধরিয়া দাসীর হস্তে কন্যা চন্দ্রবান ॥ নৌকাতে চড়িয়া দোন দেখিল এমরান ❋ নৌকা আরোহিয়া কন্যা আজ্ঞা দিল যদি ॥ বলে সাহা দেহ রাহা প্রভু গুননিধি ❋ খোলে নৌকা প্রভু সখা স্মরণ করিয়া ॥ পবন আকার তরী চলিল ভাশিয়া ❋ ডণ্ডেকে দিবস পন্থ যায় বাউ বেগে ॥ পবন রাখিয়া পিছে নৌকা চলে আগে ❋ বলে দাসী হাসি হাসি একি বিপরীত ॥ কি বলিব একি দেখি তোমার চরিত ❋ এই কেবা বসিয়াছে দেখি নৌকা মাঝ ॥ কোথায় চলিলে কন্যা কর কিবা কাজ ❋ ইঙ্গিতে দাসীকে কন্যা কহিল তখন ॥ প্রবোধ মানিল দাসী শুনিল বচন ❋ ছাচি পান সঙ্গে তার আছিল বাটায় ॥ হাতে ধরি কুমারের মুখে দিতে চায় ❋ চন্দ্রবান বলে আইল হামিদ আসক ॥ তখিন বলয় সেত সিন্ধুকে আটক যার জন্যে প্রভু তোমা করিল সৃজন ॥ সেইত এমরান সাহা হয় এইজন ❋ কুমার না খায় পান নাহি কয় কথা ॥ চিন্তিত হইল কন্যা মনে পাই বেথা কন্যা বলে কেন বন্ধু নিঠুর হৃদয় ॥ না জানি কি দোষ আমি করিনু নিশ্চয় ❋ তবে এক দোষ মোর হইয়াছে জানি ॥ বিলম্বে নৌকাতে আসিয়াছি অভাগিনী ❋ নানা ছলে কহে কন্যা করিয়া বিনয় ॥ উত্তর না দেয় কিছু ভুপতি তনয় ❋ হেনকালে হইলেক রজনী প্রভাত ॥ দৃষ্টি মতে দেখে সাতে নাহি প্রাণনাথ ❋ অজাত্রআর খাসি দুম্বা চড়াইত যেই ॥ দেখে ধনি দৃষ্টি করি আসিয়াছে সেই ❋ দেখিয়া কন্যার মুণ্ডে পড়ে বজ্রাঘাত ॥ কিরূপে আসিলি হেথা চাকর দুর্গত ❋ হরিয়া আনিল মোরে কেমন প্রকার ॥ কোথায় রহিল মোর হামিদ কুমার ❋ ...

মুণ্ডে মারে হাত ॥ ছাগল রাখালে মোরে মজাইল জাত * দুর্গতি চাকর তুই কি করিলি হায় ॥ হামিদ আমার নাথ রহিল কোথায় * কুমারে বলিল কন্যা তুমি রাজবালা ॥ মোর সঙ্গে মন রঙ্গে কি হেতু আসিলা * হামিদ কহিল মোকে যেই সব বানী ॥ সেই কাজে নৌকা মাঝে ছিনু একাকিনী * তাহাতে আসিয়া তুমি আজ্ঞা দিলা মোরে ॥ বাহিয়া দিয়াছি তরী আজ্ঞা অনুসারে * এখন ছলনা মোরে কর কি লাগিয়া ॥ শীঘ্র করি চলি যাও নৌকায় থাকিয়া * এই মত বাত চিত হইল বিস্তর চিন্তিত হইয়া কন্যা ভাবিয়া অন্তর * কুমারের রুষ্ট বাক্য কন্যায় শুনিয়া কহে বানী সুবদনী সধর্জ্জ হইয়া * বলে বাক্য ভাবি দুক্ষ শুনরে চাকর ॥ এই নৌকা বল কার আমার গোচর * কেমনে পাইলে মন পবনের তরী ॥ মোর আগে সেই বাক্য কহ সত্য করি * বলিল এমরান সাহা শুন চন্দ্রবান ॥ এই নৌকা দিল মোরে উজির নন্দন * আমারে বলিল থাক নৌকাতে বসিয়া ॥ আজ্ঞা দিবে কন্যা যবে নৌকাতে আসিয়া * তখনি বাহিবা তরী অতি তুরমান ॥ গোপনে যাইবা কেহ না পায় সন্ধান * আমি জানি তোমা সঙ্গে হামিদ কুমার ॥ তাহাকে ছাড়িয়া বল আইলে কি প্রকার * কুমারী বলিল পুনি কহ সত্য বানী ॥ হামিদ রহিল কোথা এবে কহ শুনি * কত দুরে নৌকা আসিয়াছে বল সার ॥ আর না হইবে দেখা তাহার আমার * কুমার বলিল কিবা কহ রাজবালা ॥ যেই খানে নৌকা মোরে নিবারে কহিলা * সেই খানে লিয়া তরী রাখিব আবার ॥ হামিদ হাটিয়া তটে পারে আসিবার * বহু দুরে আসিয়াছে এই খানে তরী ॥ কিঞ্চিৎ রহিছে বাকী শুনহ সুন্দরী * কুমারী বলিল নৌকা বাহ শীঘ্রগতি ॥ কুমারে বাহায় নৌকা মন রঙ্গে অতি * ভাশিয়া চলিল তরী করি সানমান ॥ নাহি মানে ভাটা আর না মানে উজান * ছাড়াইল কত রাজ্য কত নদী নালা ॥ কুমারী কহিল কহ কোথায় আসিলা * বলে সাহা শুন তাহা রাজার কুমারী ॥ হামিদ কহিল যেথা রাখিবারে তরী * সেই নদী বটে এই শুন রাজ সুতা ॥ চন্দ্রবানে বলে মোর প্রান বন্ধু কোথা কোন খানে রহিল হামিদ গুণমনি ॥ কুমার বলিল তাহা আমি কিবা জানি * কন্যা যদি এক গুণে হয় ক্রোধ মন ॥ তাহার দ্বিগুণ হয় ভুপতি নন্দন * শুন কন্যা রাজবালা কি হেতু আসিলা ॥ শীঘ্র করি চলি যাহ যদি চাহ ভালা * নর লোকে কবে মোকে এই মন্দ কারি ॥ কাহার রমণী জানি আনিয়াছে হরি * তেকারণে বলি যাহ নিজ মান্য পাই ॥

করিল ॥ আমাকে করিয়া দুষি আপে এড়াইল * চারি পোণ কৌড়ি মোরে দিবারে কহিয়া ॥ নৌকাতে আমাকে দিয়া গেল লুকাইয়া * নিবৃষ্ট উজির পুত্র করে কিবা কাজ ॥ বাওন হইয়া চাহে ইন্দ্রের সমাজ * অযোগ্য জনের বৃথা রত্ন প্রতি আস ॥ যাহাকে শোভায় রত্ন যায় তার পাস * তুমি বটে রাজবালা থাক রাজপুরী ॥ কি আসে উজির পুত্রে আনিয়াছে হরি * দ্বিতীয় রাজার পুত্র তোমার যোগ্য বর ॥ না বুঝি আনিল হরি সামান্ত বর্ব্বর * কুমারের রোকা চোকা শুনি বাক্যলাপ ॥ হামিদ স্মরিয়া ধনি জুড়িল বিলাপ *

* কন্যার বিলাপ *

ত্রিপদী * চন্দ্রবান কান্দে বসি, সঙ্গে কান্দে রবি শশী, আর কান্দে পশু পক্ষীগণ ॥ আমার কপালে ছিল, চাকরে সে জাতি লিল, কোথা গেল উজির নন্দন * দুরমতি চাকরের বাক্য, শুনি মনে লাগে দুঃখ, প্রভু মোকে করিল দুর্গতি ॥ হামিদ কুমার জানি, কেনে আইনু অভাগিনী, এবে মোর হবে কোন গতি ॥ আমাকে ভরসা দিয়া, লুকাইল কোথা গিয়া বলে মোর হবে কি উপায় ॥ মক্তবেতে দেখা দিলা, প্রাণ মোর হরি নিলা সেহো দুঃখ কহা নাহি যায় * হইয়া তোমার বসি, বিদেশে নদীতে ভাশি, রাজ্যেতে হইনু কলঙ্কিনী ॥ জনক জননী ছাড়ি, তোমার প্রেমেতে পড়ি, কোথা গেল তুমি গুণমনি * তোমাকে পাইব আসে, আসিলাম এই দেশে, তবু তোমা না দেখিনু মুখ ॥ এই জালা উঠে মনে, কি করিল নিরাঞ্জনে, তোমা প্রেমে ফেটে যায় বুক * আহারে দারুণ বিধি, কোথা রৈল গুণ নিধী, আমাকে মারিয়া প্রেমে শেল ॥ আমাকে নৈরাশ করি, লুকাইয়া প্রাণ হরি, কেমন নিষ্ঠুর তোমা দেল * কেমন কামিনী তোরে, পাইল একাকী ধরে, ভুলাইয়া রাখিল বুঝি তোকে ॥ নিঠুর তোমার মন, নাহি হেন ত্রিভুবন, নিশি যোগে ছাড়িলা বিপাকে * তোমার স্বরূপ ধরি, চাকরে আনিল হরি, ছিল বুঝি তার ভাগ্যজস ॥ অধিম রচকে কয়, রমণী আপন হয়, ডণ্ডকেতে অন্য হয় বস *

কুমার কন্যাকে লইয়া মৃনাল সহরে মালিপুরে
প্রবেশ করে *

পয়ার * কান্দিয়া কাতর অতি হইল কুমারী ॥ নিশ্বাশ ছাড়িয়া কহে দাসী হস্তে ধরি * শুন দাসী গুণবতী কি হবে উপায় ॥ হামিদ কুমার বল রহিল কোথায় * রাখাল নিকটে মোর খোয়াইল মান ॥ এখন

ভাব প্রভু নিরাঞ্জন মন করি ঠিক * তোমার কপালে যাহা ছিল রাজ-বালা ॥ তেনো মতে হইয়াছে বিধাতার খেলা * এখন কিঞ্চিৎ কাল ভাব নিজ হিত ॥ রাখালেরে না বলিবে বাক্য বিপরীত * আমরা রমণী জাতী পরের অধিন ॥ রাখালেরে লক্ষ করি থাক কত দিন * কহিয়া বলিয়া তাকে রাখ কিছু কাল ॥ পুরুষ ওছিলা বিনে নারীর জঞ্জাল * সন্তোষিয়া কহে দাসী সঙ্গতী কন্যার ॥ মনে খুসি শুনি বলে ভুপতি কুমার * তোমার বাপের বাটী যাই আমি ফিরে ॥ অজা ভেড়া খাসি মেরা রহিয়াছে ঘরে * আমাকে রাখিছে রাজা হিতের কারণ ॥ অহিত আমার যুক্তি নহে কদাচন * তোমরা চলিয়া যাও যথা ইচ্ছা লয় ॥ নিকৃষ্টের সমাজে থাকা নিজ মান্য ক্ষয় * নৌকার মালিক কোথা না পাইনু দেখা তোমরা জানহ আর জানে তার নৌকা * এতেক শুনিয়া কন্যা বলে তার পর ॥ আমি এক বাক্য বলি শুনরে চাকর * চারি পোণ কড়ি তোরে কহিয়াছে দিতে ॥ তাহার দ্বিগুণ পাবি আমার সাক্ষাতে * কোন খানে ঠিকানা করিয়া দেহো মোর ॥ তার পরে চলি যাহ যথা ইচ্ছা তোর * আর না যাইব আমি মা বাপের পুরী ॥ কি বলি দেখাব মুখ লজ্জা পরিহরি কুমার কহিল কন্যা যদি কহ তুমি ॥ তোমার ঠিকানা করি দিয়া যাই আমি * এত বলি সবে মিলি চলিল নগরে ॥ কত দুরে লিয়া পুন কহিল কুমারে * দুইটী রমণী বটে বিকস জৈবন ॥ গৃহস্ত বাটিতে মান্য না রবে কখন * অতএব বলি কোন বাদসার বাটির ॥ নিকটে যাইয়া রহ মন করি স্থির * এই যুক্তি সার করি চলে তিন জন ॥ দাসী আর চন্দ্রবান ভুপতি নন্দন * কত দিন চলি যায় মনে অতি দুঃখ ॥ যাইয়া পৌছিল এক বাদসার মুল্লুক * দেখিল উত্তম স্থান অতি মনোহর ॥ কন্যা বলে এই দেশে কর বাসা ঘর * সে রাজ্যের নরপতি নামে ফলাতুন ॥ মনাল সহর সেই তাতে সুঘটন * ভুপতির বাটির কেবল নিকটেতে ॥ মালিনীর বাটি এক আছিল তাহাতে * সেই খানে বাগান উদ্যান পরিষ্কার ॥ দুই নারী সঙ্গে তথা গেলেন কুমার * মালিপুরে প্রবেশ করিল তিন জন ॥ দেখিয়া মালিনী পদ্মা জিজ্ঞাসে বচন * করুণা বচনে বাক্য পুছি তা সবায় ॥ কি হেতু গমন হেথা যাইবা কোথায় * কুমার বলিল যাব তীর্থ তিতান্তর পথশ্রমে রাত দিন হৈয়াছি কাতর * অতএব কহি মোম এহি মোনস্কাম কতদিন তোমা গৃহে করিব বিশ্রাম * তোমার স্মরণ লিতে আইনু প্রবাসী ॥ আশ্র দান দেহ পদ্মা তুমি মোর মাসী * বাসা পাকড়িতে মোকে দেহ এক ঘর ॥ এই নিবেদন করি তোমার গোচর * এত শুনি সে

মালিনী গৃহ এক দিল ॥ পরবাসে থাক খোসে তাহাকে কহিল ✻ খাট
এক প্রত্যেক সেই গৃহ মাঝ ॥ পরিষ্কার ছিল ঘর দেখিতে সুসাজ ✻
মালিনীর আজ্ঞা পাই তাহারা সকল ॥ প্রবেশিল সেই গৃহে দেখিল কুশল
কন্যায় বলিল শুন রাখাল দুর্জ্জন ॥ গৃহে ঝারু চুলা চাক্কি করহ এখন ✻
কুমার বলিল তাহা আমি নাহি জানি ॥ যে বলিলা আর না বলিবা সেই
বানী ✻ এতশুনি কহে ধনি দাসীকে আপন । পাকের যোগার কর শুনহ
বচন ✻ আজ্ঞা পাই দাসী যাই মালিনী হইতে ॥ আনিলেক খাদ্যদ্রব্য
কুমারী সাক্ষাতে ✻ পাক গৃহে গেল দোহে কন্যা আর দাসী ॥ আপনার
হস্তে অন্ন পাকায় রূপসী ✻ থাল ঝাড়ি শুদ্ধ দাসী যে আনিল ॥ ছরপোস
ঢাকিয়া অন্ন যতনে রাখিল ✻ কন্যা আর দাসী গেল করিতে সেনান ॥
গৃহে থাকি সব নাকি দেখিল এমরান ✻ তাড়াতাড়ি অন্ন বাড়ি তথায়
যাইয়া ॥ খাইল কতেক অন্ন সমায় পাইয়া ✻ কুমার খাইল অন্ন মনে
অতি খুসি ॥ হেনকালে আসিলেক কন্যা আর দাসী ✻ কন্যা দেখি বলে
একি নফর দুর্গত ॥ কেনবা ছুইলি অন্ন কি তোর হিম্মত ✻ কুমার বলিল
আমি কুকুর ত নয়॥ ছুইতে তোমার অন্ন তাতে কি সংসয় ✻ ভাণ্ডমাজে
অন্ন বেশী খাইতে নারিবা ॥ কিঞ্চিৎ খাইনু বাকী তোমরা খাইবা ✻ প্রেম
জমা বলে দাসী শুন মোর বানী ✻ এ দুষ্ট গোলাম নহে পদ্দের নিছনি
খাইল আমার অন্ন চাকর দুর্জ্জন ✻ ঘৃণায় পাঞ্জর ফাটে কি করি এখন ✻
দাসী বলে ক্ষেন্ত কর কি করিবা আর ॥ সকলি করয় কন্যা কপালে
তোমার ✻ কুমার খাইয়া অন্ন মন কুতুহল ॥ বাটাতে আছিল পান খাইল
সকল ✻ তারপরে সন্দি করে নৃপতি নন্দন ॥ বাসা ঘর খাট পরে করিল
শয়ন ✻ নিদ্রা যেন যায় হেন করিয়া বাহানা ॥ নিশব্দে পড়িয়া রহে পাইয়া
বিছানা ✻ কুমার খাইয়া যাহা অন্ন বাকী ছিল ॥ সেই অন্ন দুই জনে
ভোজন করিল ✻ বাসা ঘরে আসি কন্যা দৃষ্টী করি চায় ॥ দুর্গত
রাখাল শুইয়াছে বিছানায় ✻ দেখিয়া কন্যার মনে ঘৃণা উপজিল ॥
ক্রোধ ভাবে কুমারকে বহুল গঞ্জিল ✻ তার পরে কর্পূর তাম্বুল খেতে
চায় ॥ কুমারে খাইছে সব কিছুই না পায় ✻ তাহা দেখি রাজবালা
বিসাদিত মন ॥ দুক্ষের উপরে দুখ সহিব কেমন ✻ রাখালের ঠাট দেখি
ক্রোধে অঙ্গ ফাটে ॥ কান্দিয়া মারয় হস্ত আপনা ললাটে ✻ নছিবেতে আর
বুঝি ছিলেক লিখন ॥ চাকরের হাতে আমি হৈতে বিড়ম্বন ✻ আজ্ঞা
দিল রাজবালা দাসী সন্তোসিয়া ॥ খাট হইতে রাখালেরে দেহ উঠাইয়া
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তাকে চাহে উঠাইতে ॥ নিদ্রা মত সজ্জা গত নারে

জাগাইতে ❋ অপরে মৃত্তিকা মাঝে কাপড় বিছাই ॥ খাটের নিকটে দোন শুইলেন যাই ❋ নিশি গতে শুইলেন কন্যা আর দাসী ॥ কুমার শুইয়া খাটে মনে বড় খুসি ❋ অধিক রজনী যদি হইল গগণ ॥ কুমার সন্ধান এক করিল তখন ❋ মোড়া মুড়ি দিয়া উঠে অঙ্গ হেলাইয়া ॥ গড়াইয়া পড়িলেক কন্যাকে চাপিয়া ❋ আচম্বিতে পড়িলেক উপরে কন্যার ॥ মাতা মাতা বলে কন্যা করিল চিৎকার ❋ চমৎকার হইলেক কন্যা আর দাসী ॥ বাহিরে নিকলে দোন হইয়া হুতাশি ❋ কন্যা বলে আমি এবে কি করি উপায় ॥ দুর্গতি রাখাল মোর পড়িয়াছে গায় ❋ এই গৃহে আমি না যাইব পুনি আর ॥ খেদে অঙ্গ দহি যায় কান্দে জার জার ❋ কুমার সুতিল পুনি সেই পালঙ্গেতে ॥ বাহিরে রহিল কন্যা দাসীর সঙ্গেতে ❋ চিন্তা যুক্ত রহিলে রাজার কুমারী ॥ পরেতে শুইল গিয়া ঘৃণা পরিহরি ❋ ভাবে গুণে মনে মনে শুইয়া রহিল ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিশি প্রভাত হইল ❋ কন্যায় বলিল বাক্য শুনরে নফর ॥ কোথায় রহিল জানি হামিদ কুমার ❋ তথা গিয়া তুমি তার খবর লইয়া ॥ এইখানে পুনি শীঘ্র আসিবে ফিরিয়া ❋ কুমার বলিল কন্যা যদি আমি যাই ॥ তুমার পিতার হাতে রক্ষা মোর নাই ❋ তুমি আমি একত্রে হইনু দেশান্তর ॥ আমাকে পাইলে রাজা কাটিবে সত্বর ❋ না যাইব তথা আমি থাক এইখানে ॥ পশ্চাতে দেখিব কিবা করে নিরাঞ্জনে ❋ ধজ্জ ধরি মালিপুরে রহে তিন জন ॥ কন্যার পিতার কথা শুন বন্ধুগণ ❋

চন্দ্রবান ভাগেল হইয়াছে পরে ভোজ রাজা
অন্নাসন করে তাহার বয়ান ❋

নৃপতি নন্দন অতি মনে হয় খুসি ॥ রাজকন্যা নিল হরি গত হৈল নিশি কন্যার পিতার বাটি প্রভাত সময় ॥ নিদ্রা ভঙ্গ সর্ব্ব লোক জাগিয়া উঠায় সখি সবে দেখে তবে কন্যা গৃহে নাই ॥ মিলিয়া সকল সখি করে ধাওা ধাই ❋ ঘরে২ থরে থরে চাহে বিছারিয়া ॥ না পাইয়া কহে বার্ত্তা রাণীকে যাইয়া ❋ এহা শুনি বলে রাণী একি বিপরীত ॥ সখি প্রতি ক্রোধে অতি চঞ্চল চরিত ❋ রাণী সহ কন্যাকে চাহিল বিচারিয়া ॥ ফাফর হইল রাণী কন্যা না পাইয়া ❋ রাজার নিকটে রাণী কহিল খবর ॥ তোমার দুহিতা নাহি পুরীর আন্দর ❋ মালঞ্চ নামেতে দাসী গেছে তার সাতে ॥ কোথা গেল কেবা জানে কে পারে কহিতে ❋ কন্যার মন্দিরে গিয়া চাহে বারেবার ॥ সুন্য গৃহে দেখি রাণী কান্দয়ে বিস্তর ❋ রাজা বলে কি করিব

কি হবে উপায় ॥ এত বলি সবে মিলি করে হায়২ * কন্যা না পাইয়া হৈল অতি গণ্ডগোল ॥ পুরী ভরি পড়ে গেল ক্রন্দনের রোল * উজির নাজির সবে পাইল খবর॥ অতি ব্যস্ত মহা পত্র গেলেন আন্দর * পাত্র বলে কি শুনিনু কি হইল গতি ॥ চন্দ্রবান কন্যা গেল কাহার সঙ্গতি * সকলে মিলিয়া বলে কেগেল২ ॥ উড়য়াল পক্ষী নহে সুন্যে উড়া দিল * কেহ বলে দেয়ের আছর হৈল বুঝি ॥ কেহ বলে দেখনা রাখাল কোথা আজি রাখালেরে সকলে বিচারে ঠাম২ । না পাইয়া বুঝে এই রাখালের কাম * ক্রোদ্ধ হৈল মহারাজ অতি হুতাশন ॥ প্রহরি লোকের প্রতি দিলেক তাড়ণ * আজ্ঞা দিল চৌকিদার প্রহরী যতেক ॥ সকল গার্দ্দান কাট না রাখিব এক * প্রহরী সকলে বলে দোহাই রাজার ॥ বোকা সবে নাহি জানি এই সমাচার * সাত দিন রক্ষা কর আমা সবাকায় ॥ তল্লাশ করিয়া দেখি গিয়াছে কোথায় * এত বলি চলি গেল যত লোক জন॥ নগর বাজার সবে করে অন্নাশন * কোতওাল যেন কাল দুতের আকার ॥ পায় যাকে ধরে তাকে বলে মার মার * সুগন্দ গোলাপ আর আগর চন্দন ॥ যার অঙ্গে পায় তার তখনি বন্দন * পথে ঘাটে রাস্তা মাঠে ফিরে চৌকি-দার ॥ তাল্লাসিয়া ফিরে লোক হাজার২ * মাসেকের পন্থ জুড়ি যত লোক ধায় ॥ কোন খানে কন্যার ঠিকানা নাহি পায় * পাহাড় পর্ব্বত আর অঘোর কানন ॥ বিচারিয়া চাহিলেক প্রতি জনেজন * সহরে কুটনি সব ফিরে ঘরে ঘর ॥ ঠাই২ বিচারিল নগরে নগর * নদী আর কুলে কুলে বিচারিয়া চায় ॥ না পাইয়া সর্ব্ব লোকে করে হায়২ * এইরূপে ঢুড়িয়া চাহিল বহুতর ॥ ফিরিয়া আসিল সবে না পাই খবর * কন্যা শোগে রাজা রাণী শোকাকুলি মন ॥ দাস দাসী গ্রাম বাসী কান্দে জনে জন * মালঞ্চ নাগেতে দাসী গৃহে না দেখয় ॥ কন্যায় সঙ্গতি গেছে জানিয়া নিশ্চয় * অপরেতে ক্রমাগতে ধৈর্য্য মানাইল ॥ বিধাতার লেখা এই সকলে জানিল * নৃপতি মানিল ধৈর্য্য ক্রোদ্ধ ক্ষেমা দিয়া ॥ মালিপুরে আছে কন্যা দাসী সঙ্গে লিয়া * অধিন বলেন রাজা শুনহ খবর॥ তোমার দুহিতা আছে মৃনাল সহর *

চন্দ্রবান কন্যা দাসী সহ মালিপুরে রহে সাহা এমরান
ফলাতুন বাদসার চাকরী করিতে যায় ॥

পয়ার * এইরূপে সাতদিন ক্রমে গুজারিল ॥ হামিদ সিন্ধুক থাকি খালাস পাইল * কুমারীর হাল যদি শুনিল কানেতে ॥ মারিতে লাগিল

কুমারী তবে হামিদ খাতির * কিবাহাল হামিদের হইল পশ্চাতে॥ বিবরিয়া লিখি তাহা দ্বিতীয় বারেতে * মালিপুরে চিন্তা করে কন্যা আর দাসী ॥ কুমার আছিল তথা মনে বড় খুসি * এক দিন বলিলেক সাহার নন্দন শুন রাজকন্যা মোর এই নিবেদন * চিন্তা পরিহরি থাক মালিনী বাসরে॥ আপন ইচ্ছায় আমি যাই দেশান্তরে * এতেক বলিয়া সাহা হইল বিদায় দাসী সহ কন্যা তথা রহিল সদায় * টুটা ফাটা বস্ত্র অঙ্গে চলিল হাটীয়া ॥ বাদসার বাজার যথা পৌছিল যাইয়া * বাজারেতে ছিল এক প্রধান পোদ্দার ॥ তাহার নিকটে গিয়া বসিল কুমার * মান্যতা করিয়া সাহা করিল প্রণাম ॥ পোদ্দার পুছিল কহ কিবা তোমার নাম * আপনার নিজ নাম কহিল কুমার ॥ পোদ্দার পুছিল কহ কি আছে দরকার * কহে সাহা শুন এহা মোর নিবেদন ॥ আজ নিশি এক আমি দেখেছি স্বপন * কহিতে সে সব বাক্য মনে রাখি ভয় ॥ অধিন কারণে যদি দয়া কিছু হয় কুচ্ছিত আকার আমি বসন যেমন ॥ তাহা দেখি ঘৃণা না করিবা মহাজন যদি বা তোমার সম মোর মান্য নয় ॥ তোমা সঙ্গে মিত্রতা করিতে মনে লয় * আউওল আখের কিবা জাহের বাতুনে॥ ধর্ম্ম সাক্ষি করি তোমা বিকিনু চরণে * আর এক নিবেদন শুন মন দিয়া ॥ ধর্ম্ম দৃষ্টে কৃপা কর অধিন লাগিয়া * এক হাজার টাকা কর্জ্জ দেহ যদি মোরে ॥ কত দিন পরে পুনি দিতাম তোমারে * বিশ্বাস করিয়া যদি কর এই কাম ॥ সঙ্কট মোচন মোর পুরে মনস্কাম * শুনিয়া পোদ্দার নিজ ভাবে মনে মন ॥ এই জন হবে কোন বড়র নন্দন * করিব এহার কার্য্য যা আছে কপালে॥ অবশ্য আমার হিত হবে কোন কালে * ভাবি মনে মহাজন টাকা তাকে দিল ॥ টাকা পাই নৃপ সুত অতি তুষ্ট হৈল * লইয়া হাজার মুদ্রা যাইয়া বাজার ॥ ছেহা বস্ত্র ছেহা ঢাল ছেহা তলওয়ার * এমতে ছফেদ আর লাল রঙ্গ সাজ ॥ কিনিয়া লইল সাহা বুঝি নিজ কাজ * তিন রকমের সাজ কিনি লিল হাতে ॥ চারি শত নিরানব্বই টাকা গেল তাতে * ঢাল আর তলওয়ার লিয়া জামা জোড়া ॥ পাচ শত টাকা দিয়া কেনে এক ঘোড়া * হাজারের মধ্যে এক টাকা রহে হাতে ॥ যতন করিয়া তাহা রাখিলেক সাতে * কুমারে পড়িল সাজ লই হাতিয়ার ॥ সেপাহীর বেশে হৈল ঘোড়ায় সওয়ার * বসিয়াছে নরপতি দরবারের মাঝ॥ তাহার সামনে দিয়া গেল জাহাবাজ * দরবারে বসিয়া সাহা দেখে মহামতি ॥ তুরঙ্গ সওয়ার এক গেল বাউ গতি * পোদ্দার নিকটে গেল ছেপাহী জওয়ান ॥ পোষাক

মত ঘোড়া পরে হইল সওয়ার * দোছয়া রাহেতে সাহা বাজারেতে যায় ॥
দৌড়ায় আনিতে পুনি দেখিল বাদসায় * তার পরে ছেহা সাজ লইয়া
কুমার ॥ ঘোড়া দৌড়াইয়া যায় সেইত বাজার * পুনি তবে সেই ভাবে
পোদ্দার নিকটে ॥ আসিতে দেখিল নৃপ বসি নিজ পাটে * আজ্ঞা দিল
নরপতি চাকরে ডাকিয়া ॥ এই তো সেপাই যায় আন বোলাইয়া *
আজ্ঞা পাই শীঘ্র যাই কহিল তাহারে * বাদসার তলব ভাই যাইতে
তোমারে * সেপাই বলিল মোর সঙ্গি লোক আছে ॥ আমাকে ছাড়িয়া
সবে আগু দলে গেছে * বাদসার নিকটে গেলে হইবেক দেরী ॥ সঙ্গি
লোক চলি গেলে হব একাশ্বরী * অতএব জানাইনু শুন সত্যবানী ॥
যাইয়া কহিল বার্ত্তা বাদসা তাহা শুনি * উজির নাজির সাহা লইয়া
সঙ্গতি ॥ সেপাই নিকটে গেল মন রঙ্গে অতি * নৃপতিকে দেখিয়া
ছেপাহী রাখে ঘোড়া ॥ উত্তরিয়া জমি পরে আদবেতে খাড়া * সালাম
করিয়া কহে কহ নামদার ॥ কি হেতু তলব সাহা হইল আমার * নৃপতি
বলিল কিবা কর্ম্মে আইলা হেথা ॥ তোমরা ছেপাহী তিন যাইতেছ
কোথা * কুমার বলিল যাব চীনের সহর ॥ লড়াই হইবে তথা শুনহ
খবর * নৃপতি বলিল কিসে করিবা লড়াই ॥ কেবল মাত্র যাইতেছ
তিনটী সেপাই * সেপাই বলিল যদি রাজি থাকে বারি ॥ এক জনে চিন
রাজ্য ডুবাইতে পারি * তবে মোরা তিন জন যাই এক সাতে ॥ কথার
দোসর মাত্র চলিয়াছি পথে * নৃপতি জিজ্ঞাসে কেহ রাখিলে তোমায় ॥
চাকর থাকিবে কিনা কহত আমায় * উপযুক্ত হয় যদি কহিল জওয়ান ॥
চাকুরী করিতে ইচ্ছা লয় মোর মন * দিবসে হাজার টাকা যে দিবে
আমারে ॥ করিব তাহার কার্য্য আজ্ঞা অনুসারে * নৃপতি বলিল তুমি
থাক কিছু কাল ॥ আন্দরে যাইয়া বুঝি আসি সব হাল * বেগম নিকটে
গিয়া কহিল খবর ॥ বিদেশী সেপাই এক আসিছে সোওয়ার * দিবসে
হাজার টাকা মাসাহেরা চায় ॥ চাকর রাখিতে তাকে কিবা আজ্ঞা হয় *
বেগম কহিল সাহা করি নিবেদন ॥ দিবসে হাজার টাকা চাহে যেই
জন * অবশ্য তাহার গুণ আছে এক প্রকার ॥ মুনাফা করিয়া দুনা দিতে
পারে তার * অতএব বলি তাকে রাখ থোড়া দিন ॥ পশ্চাতে বুঝিব
কিবা হয় পরিচিন * আজ্ঞা পাই গেল নৃপ ছেপাহী গোচর ॥ বলিল
তোমাকে আমি রাখিনু চাকর * দিবসে হাজার টাকা করিবা কি কাজ ॥
ছেপাহী বলিল যাহা কবে মহারাজ * আজ্ঞা অনুসারে কার্য্য করিব
আদায় ॥ পুরাণা চাকর সব দেহ না বিদায় * কুমারের বাক্যে সাহা সদয়

হইল ॥ পুরাণা চাকর কত বিদায় করিল * কুমার সেপাই ভেশে কামে মকরর * প্রত্যহ হাজার টাকার লয় বরাবর * পাচ শত টাকা সাহা করেন খয়রাত॥ পাচশত বন্ধু স্থানে রাখে আমানত * এই সব কার্য্য করে নৃপতি কুমার ॥ কন্যায় না জানে কিছু এই সমাচার * এক দিন কুমারে ভাবিয়া মনে মন ॥ আজুকা কন্যার সঙ্গে করিব দর্শন * সাবেক আছিল এক টাকা তার হাতে ॥ সেই মুদ্রা লিয়া গেল কুমারী সাক্ষ্যাতে * টুটা ফাটা বস্ত্র যাহা সাবেক আছিল * সেই বস্ত্র অঙ্গে পৈড়ে কন্যার আগে গেল * বলিলেক আমি এক গৃহস্থ বাটীতে ॥ চাকরি করিনু শুরু আইনু কহিতে * মাসিক আট আনা দরে লইয়াছি কার্জ্জ ॥ পাচ মাসে আড়াই টাকা হইয়াছে ধার্জ্জ * এক টাকা আগুড়ি লইছি এই বেলা ॥ তোমাকে দিলাম তাহা লও রাজবালা * কুমার দিলেক মুদ্রা কন্যার হুজুরে ॥ গোস্বা হই মুদ্রা লই কন্যা ফেলে দুরে * কুমারী বলিল ওরে দুর্গতি চাকর ॥ মজুরি করিয়া টাকা আনিল বর্ব্বর * সেই টাকা লিয়া তুই দিবি যাকে তাকে ॥ এমন অযগ্য বুঝি জানিলি আমাকে * পুনরায় সেই টাকা কন্যা আগে দিয়া ॥ তথা হতে নৃপ সুতে গেলেন চলিয়া * পোষাক ভুষণ নিজ করিয়া অঙ্গেতে॥ অশ্ব আহোরণে গেল বাদসার বাটীতে * দিবা গুজরিয়া যদি হইল রজনী ॥ নিশি চৌকি দিতে নাকি গেল গুণমনি * উত্তর দক্ষিণে আর পশ্চিমে ফিরিয়া ॥ তিন দিগে তিন ডাক দিলেন হাকিয়া * শেষ ভাগে পুর্ব্ব দিগে চলিল কুমার ॥ দেখিল রাক্ষসী এক রমণী আকার সেই খানে এক জনে দিয়া ছিল ফাসি ॥ সেই মৃত খাইবারে চলিছে রাক্ষসী * ক্রোদ্ধ বাক্যে রাক্ষসীকে জিজ্ঞাসে কুমার ॥ কেন হেথা যাবে কোথা কি আছে দরকার * শুনিয়া রাক্ষসী বলে শুনহ সুমতি ॥ যাকে আজি দিল ফাসি সেই মোর পতি * মান্য নাস হয় মোর দিবসে আসিতে ॥ সেই শোগে নিশি যোগে আসিনু দেখিতে * রাক্ষসী কহিল পুনি ধরম তোমার ॥ বিমুখ না হও মোকে দোহাই আল্লার * অতি দুক্ষ পতি মুক্ষ দেখাও আমাকে ॥ জিন্দেগী ভরিয়া দোয়া করিব তোমাকে * শুনি এত নৃপ সুত দয়া উপজিল ॥ ফাসি তলে বাহু বলে ডাণ্ডাই রহিল মৃত করে চড়ি পরে রাক্ষসী দুর্জ্জন ॥ মৃত মাংস কুতুহলে করয় ভক্ষণ * সেপাই দেখিল এহা নজর করিয়া ॥ ভাবিতে লাগিল সাহা দেলে ডরাইয়া * বলে একি কিবা দেখি দুর্জ্জয় আকার ॥ শীঘ্র খুলি মারে তুলি হাতে তলওয়ার * রাক্ষসীর পৃষ্ঠে এক মানিক্য আছিল ॥ খসিয়া মানিক্য ... পড়িল * ... রাক্ষসীর লাগিল তলওয়ার ॥ ধাইয়া

চলিল দুষ্ট ছাড়িয়া হুঙ্কার * মুল্লুকে হইল শব্দ কম্পিত মেদিনী ॥ শ্রবনে শুনিল এহা রাজা আর রাণী * রাজা আর রাণী ছিল স্বজাগ শয়নে ॥ চিৎকার শুনিয়া দোহে ভাবে মনে মনে * লিখিয়া রাখিল নৃপ স্মরণ লাগিয়া ॥ রাণীর নিকটে পুনি কহে বুঝাইয়া * এই যে আওাজ রাণী শুনিলাম কানে ॥ জিজ্ঞাসা করিব কাল ছেপাহীর স্থানে * কেমন চালাক সেই বুঝিয়া দেখিব ॥ কিসের আওাজ এই পরীক্ষিয়া লিব * রাক্ষসীর সেই রতন লইয়া ছেপাই ॥ সমস্ত রজনী চৌকি দিল ঠাইং * তার পরে গেল গৃহে ছিল থোড়া রাত ॥ কিঞ্চিৎ বিলম্বে নিশি হইল প্রভাত * আন্দরে বারাম দিল আপে মহারাজ ॥ অজু করি গুজারিল দোগানা নামাজ * পরেতে বাহিরে আসি তক্তে বার দিল ॥ নূতন ছেপাহী বলি তলব করিল * হেনকালে নূতন ছেপাহী সেথাকার ॥ হাজের হইল আসি বাদসার দরবার * সালাম করিয়া খাড়া বাদসার সাক্ষাত ॥ আদবে হাজের রহে ছাতি পরে হাত * নৃপতি পুছিল কহ সেপাই জওান ॥ নিশি যোগে কিবা শব্দ হৈল কম্পবান * ছেপাহী বলিল সাহা আরজ জোনবে ॥ সারা নিশি চৌকি দিয়া ফিরি এই ভাবে কাল যে মনুষ্য এক হইয়াছে ফাসি ॥ তাহাকে খাইতে এক আইল রাক্ষসী * শুন সাহা বলি তাহা সেই সব বাত ॥ চৌকি দিতে গেনু রাতে দেখিনু সাক্ষ্যাত * যেই রূপে এলো চুপে রমণীর ভেশে ॥ যে রূপে কহিল কান্দি ছেপাহীর পাশে * যেরূপেতে মিষ্ট বাতে সদয় হইল ॥ যেরূপেতে ফাসি গাছ আপনি ধরিল * যে রূপে তাহার হাতে দিয়া পর্দ্দ ভার ॥ যেরূপেতে মৃত মাংস খায় দুরাচার * যেই জোড়ে তেগ মারে আপনি সেপাই ॥ যে রূপে মানিক্য পাইল রাক্ষসীর ঠাই * যে রূপে চিংকার মারে রাক্ষসী দুর্জ্জন ॥ কহিল সকল কথা ব্যদসার সদন * নৃপ পান্থে সুবচন করিল প্রকাশ ॥ সকলে শুনিয়া বলে সাবাস সাবাস * মানিক্য পাইল যেই ছিল তার হাতে ॥ নজর বলিয়া দিল বাদসার সাক্ষ্যাতে * নৃপতি বলিল পুনি ছেপাহীর তরে ॥ তুমি পাইয়াছ রত্ন কেনে দিলা মোরে * কুমারে বলিল সাহা আরজ জানাই ॥ দিবসে হাজার টাকা মোসাহেরা পাই * যত ইতি রত্ন মতি দিব্য উপহার ॥ পাই যাহা শুন তাহা সকলি তোমার * এত শুনি নৃপ মনি তুষ্ট বাগে বাগে ॥ নিল রত্ন করি যত্ন বেগমের আগে * দেখি রাণী পুছে বানী বাদসার সদন ॥ বল রাজা পাইলা কোথা অমুল্য রতন * নৃপতি বলিল বাক্য

রাণী নিকটে বাদসার ॥ ছেপাহী প্রশংসা করে হাজারে হাজার * সেই রত্ন মহারাণী পাই তুষ্ট মতি ॥ খাটের কাঙ্গুরায় রত্ন রাখিলেক গুথি * কুমার প্রশংসা অতি করি রাজ রাণী ॥ নৃপ সাতে মন্দিরেতে কহে মধু বানী * দিবসে হাজার মুদ্রা মোসাহেরা লিল ॥ এ সাত রাজার ধন এক দিনে দিল * সফল জনম তার ধন্য পিতা মাতা ॥ প্রভুয়ে দিয়াছে তাকে অসংখ্য ক্ষেমতা * কুমার স্বদৃষ্টে তুষ্ট রহে মহারাজ ॥ তার অনুমতি ভিন্ন নাহি করে কাজ * পুরাণা চাকর সব আছিল যতেক ॥ কতেক বিদায় দিল রাখিল কতেক * অধিন গরীব কহে বাদসার সম্পাসে ॥ নৃপতি তনয় আছে ছেপাহীর ভেশে * বলখ সহর বিচে সাহা ছুফিয়ান ॥ তাহার তনয় এই নামেতে এমরান * ছেপাহী দেখিয়া তাকে না কর এঙ্কার ॥ এক দিন হবে সেই জামাতা তোমার *

পুরাণা চাকরগণে রাণীর নিকটে চগলীকরে এবং কুমার দ্বিতীয় বার মানিক্যের জন্যে যায়।

পয়ার * এই মত দিন কত গুজারিয়া যায় ॥ তাহাতে হইল কিবা শুনহ সবায় * পুরাণা চাকর সব মিলি এক ঠাই ॥ এক দিন প্রামিস্ব করিল এয়ছাই * এই যে ছেপাহী দুষ্ট আসি এই ঠাম ॥ আমা সবাকার তরে করে এয়ছা কাম * সরকার চাকর মোরা ছিনু চিরকাল ॥ এই দুষ্ট দিল কষ্ট বিষম জঞ্জাল * একাস্বয় কার্জ্জ কর্ম্ম করে দুষ্ট মতি ॥ আমা সবানের প্রতি বৈমুখ নৃপতি * দীর্ঘজীবি কানা এক পুরাণা উজির ॥ সবা সাতে বাতে বিচে সেখানে হাজির * কহে কানা সর্ব্বজনা কি ভাব সঙ্কট ॥ আমাকে লইয়া চল রাণীর নিকট * নৃতন সেপাহী প্রতি করিব বিদায় ॥ নিযুক্ত করিব পুনি তোমা সবাকায় * এ বলিয়া কানা আর সঙ্গি তিন জন ॥ গোপ্ত ভাবে গেল তবে রাণীর সদন * দেখি রাণী পুছে বানী কহ সমাচার ॥ কি হেতু আইলা হেথা কিবা দরকার * তারা সবে কহে তবে শুন সাহেবানী ॥ আমাদের প্রতি দয়া রাখিবেন আপনি * এইমতে বাক্য কত করে আলাপন ॥ খাটের কাঙ্গুরায় এক দেখিল রত্তন * বৃদ্ধ কানা দেখে দানা বলে সাহেবানী ॥ এই যে মানিক্য কোথা পাইলে আপনি * বলে রাণী শুন বানী রতনের খবর ॥ নৃতন ছেপাই মোকে দিয়াছে নজর * বৃদ্ধ বলে মহারাণী কহিতে ডরাই ॥ যেমন চাকর দিল মানিক্য তেয়ছাই * আর এক বাক্য বলি শুনহ আমার ॥ ক্রোধ হেতু ভয় গুণি না করি প্রচার * রাণী বলে কহ তাতে নাহি কিছু ভয় ॥

কানা কোরে প্রভু মোর করিল সৃজন * সত্য বাক্য বলি কিছু না করি বাহানা ॥ সেই মত আপনার গোত্তিকের কানা * তাহার কারণ এহি কহি বিবরণ ॥ খাটের দক্ষিণ অংশ সুবিচে রতন * তাহাতে হইয়াছে আলো দেখিতে বাহার ॥ বাম অংশে রত্ন নাহি লাগে অন্ধকার * দুই দিগে দুই রত্ন যদি পার দিতে * হইত খাটের শোভা আলয় দেখিতে * এহা শুনি বলে রাণী এই বাক্য ঠিক ॥ নূতন চাকর এই দিয়াছে মানিক * তোমা সবে বটে মোর পুরাণা চাকর ॥ রত্ন এক আনি দেহ আমাকে সত্তর * শুনিয়া এ হেন বাক্য উজির পুরাণ॥ মানিক্যের যোগ্য মোরা নহে কদাচন কোথায় মানিক্য থাকে না জানি খবর ॥ আনিতে নারিব মোরা কহিল গোচর * অতএব নিবেদন করি রাঙ্গা পায় ॥ নৃপতিরে বলিলেন মানিক্যের দায় * নূতন সেপাহী প্রতি করিলে আদেশ ॥ আলবত্তা আনিয়া দিবে করিয়া উদ্দেশ * এত বলি কানা বৃদ্ধ সঙ্গে তিন জন ॥ বিদায় হইয়া গৃহে করিল গমন * রাণী বলে এই কর্ম্ম আলবত্তা করিব ॥ বাদসাকে কহিয়া এক মানিক্য লইব * প্রতিজ্ঞা করিল রাণী আপনার মনে ॥ না দিলে মানিক্য নৃপ আমার কারণে * আন্দরে আসিতে তাকে না দিব নিশ্চয় ॥ দিবা শেষে গৃহ বাসে নৃপতি চলয় * রাণী বলে না আসিবা মহলে আমার ॥ এত বলি বন্ধ করে কোঠার দোওার * পুর্ব্বে না মানিক্য ছিল সেই ছিল ভালা ॥ এক রত্ন দিয়া মোরে ঘটাইলা জালা * আর এক রত্ন যদি আনি দিতে পার ॥ তবে মনে তুষ্ট ভাবে আসিবা আন্দর * নহেত সাহসে যদি আইস বল করি ॥ তোমাকে মারিব কিবা আপে আমি মরি * রাণীর দেখিয়া ক্রোধ বাদসা নেকনাম ॥ বাহের দালানে নৃপ করিল আরাম * ভাবে গুণে মনে মনে নৃপ মহারাজ ॥ পুরাণা চাকর সবে করে এই কাজ * চিন্তায় সমস্ত নিশি করিল জাপন ॥ প্রাতঃকালে মহিপালে ক্রোদ্ধ করি মন * কিঙ্করে ডাকিয়া ভুপ করিল আদেশ ॥ পাএ মিত্রগণ শীঘ্র আনিতে বিশেষ * আজ্ঞা পাই দুত যায় আনিল সকাল ॥ বৃদ্ধ মিত্র কানা পাত্র উজির কোটাল * চারি জনে ভুপ স্থানে করিল হাজির ॥ কহে নৃপ অতি দর্প সবার খাতির * গত দিবা অন্তঃপুরে কেনে গিয়াছিলা ॥ দ্বিতীয় মানিক্য হেত রাণীকে বলিলা * তারা সবে বলে সাহা করি নিবেদন ॥ এক রত্ন এক দিগে হৈয়াছে রৌশন * আর এক রতন যদি পার লাগাইতে ॥ তবেত খাটের শোভা হয় ভাল মতে * নৃপ বলে নূতন ছেপাহী যেই

সকল ॥ উপযুক্ত হয় দিতে রত্তন সমতুল ❋ সবে তারা বলে মোরা অযগ্য এহার ॥ কোথায় পাইব রত্তন দিব কি প্রকার ❋ এত শুনি নৃপতি ক্রোদ্ধ মনে অতি ॥ জাল্লাদে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল মহামতী ❋ এই চারি জনে লিয়া কাটহ গর্দ্দান ॥ আজ্ঞা শুনি তারা সবে ভয়ে কম্পোবান ❋ দেখি এহা হৈল খাড়া নূতন ছেপাই ॥ নৃপতি অগ্রতে কহে সাহসে দাড়াই ❋ শুন সাহা আলম্পানা আরজ আমার ॥ পরিহারি মাঙ্গি মুক্ত দোষ ক্ষেমি-বার ❋ তোমা আজ্ঞা লঙ্গিবার হেন শক্তি নাই ॥ তবে যে আরজ করি জিউ দান চাই ❋ এই সবানের যদি করহ বিনাশ ॥ রাজ্জ ভরি অপজস হইবে প্রকাশ ❋ পুরাণা চাকর বটে এই চারি জন ॥ এক মানিক্যের দায় না কর নিদ্ধোন ❋ করিছে অন্যায় কার্জ্জ সহিতে জুয়ায় ॥ বল দেখি পালি পক্ষী পুনি কেবা খায় ❋ আর এক নিবেদন করি পদ্দ তলে ॥ আমাকে বিদায় কর এহার বদলে ❋ এহা শুনি ফলাতুনে ক্রোধ ক্ষেন্ত দিয়া ॥ তাহা সবে দিল তবে খালাশ করিয়া ❋ এমরান বলিল পুনি নরপতি সাক্ষাত ॥ আলম্পানা বাদসা জিউ শুন মেরা বাত ❋ আমাকে হুকুম কর বাদসা নামদার ॥ নেকালিয়া যাই আমি নামেতে আল্লার ❋ সাত রোজ পরে পুনি ফিরিয়া আসিব ॥ আল্লার ফজলে এক মানিক্য আনিব ❋ সাত দিবসের টাকা মোসাহেরা মোর ॥ আগুড়ি দিবারে আজ্ঞা হইল মঞ্জুর ❋ আমি তবে যাই এবে মানিক্য আনিতে ॥ এত শুনি টাকা গণি দিলেক সাক্ষাতে ❋ এ সাত হাজার টাকা লইয়া ছেপাই ॥ বন্ধু স্থানে গিয়া সব কহিল বুঝাই ❋ অর্দ্ধ টাকা রাহেলিল্লা করি দিল দান ॥ বাকী অর্দ্ধ আমানত রাখে বন্ধু স্থান ❋ অপরেতে টুটা ফাটা বস্ত্র যাহা ছিল ॥ সেই বস্ত্র অঙ্গে তুলি কুমারে পড়িল ❋ কুভেশে সাজে সাহা গেল কন্যা স্থান ॥ দেখিয়া জিজ্ঞাসা তাকে করে চন্দ্রবান ❋ এ কিরে চাকর তুই যাইবি কোথায় ❋ কি কামে আসিলে পুনি আমার এথায় ❋ কুমার বলিল কাম করি যে জনার ॥ গোধন হারানি এক গিয়াছে তাহার ❋ সে গোধন অন্যা-সন করিতে যাইব ॥ সাত দিন পরে পুনি ফিরিয়া আসিব ❋ কহে কন্যা ও কামিনী দুর্গত গোলাম ॥ নারিবি করিতে তুই গৃহস্থের কাম ❋ যখন খোওান গেছে গৃহস্থের মাল ॥ না জানি সে জনে তোর করে কোন হাল শীঘ্র করি যাহ চলি যথা থাকে কাম ॥ মনিব বলিয়া মোর নাহি লিবে নাম ❋ যদি বা এ হেন বাক্য গৃহস্থে শুনিবে ॥ না জানি গরুর মুল্য আমা হতে লিবে ❋ কহে হীন কবিকার ভাবি নিরাঞ্জন ॥ চলিল সাহার সুত মানিক্য কারণে ❋

কুমার মানিক্য কারণ রত্নস্বর রাজ্যে যায়।

পয়ার ❋ কন্যা হইতে নৃপ সুতে বিদায় হইয়া॥ বাজারেতে বন্ধু স্থানে পৌছিল যাইয়া ❋ আপনার সাজ ভেশ করিয়া কুমার ॥ মন তুষ্টে অশ্ব পিঠে হইল সোওয়ার ❋ লইয়া আল্লার নাম হইল রওয়ানা ॥ পুর্ব্ব মুখে চলিলেক ছেপাই মর্দ্দানা ❋ ঘোড়ার উপরে যায় হুতাশ আকার তিন দিবসের পন্থ গেলেন কুমার ❋ রাহে ঘাটে বিশ্রাম না করে কোন খানে ॥ যাইয়া পৌছিল এক প্রলয় ময়দানে ❋ মনিশ্ব গোংন তথা নাহি কোনচিন ॥ সামনে দেখিল এক পর্ব্বত প্রবীন ❋ তুরঙ্গ খেপিয়া যদি সেই স্থানে গেল ॥ পর্ব্বত নিকটে কত আশ্চর্য্য দেখিল ❋ প্রলয় প্রকার গিরী সম জুত মুড়া ॥ আকাশে লাগিছে হেন পর্ব্বত চুড়া ❋ দেখয় ঝরণী বহে পানির নাহার ॥ সেই স্থানে বসিলেক নৃপের কোমার ❋ অতি পরিকার জল ফটীক বরণ ॥ হস্ত মুখ প্রাখালয় সাহার নন্দন ❋ অকস্মাতে দেখে তাতে নৃপতি কুমার ॥ পানির সহিত যায় রত্ন বেসুমার ❋ দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল সাহার তনয় ॥ ভাবি খোদা সাহাজাদা সেহ রত্ন লয় ❋ আন্দাজে সহস্র সাহা লইয়া রত্তন ॥ বসনে বান্ধিল তাহা করিয়া জত্তন ❋ মনেং ভাবে গুণে সাহার কুমার ॥ কোথা হতে আসে রত্ন একি চমৎকার ❋ মানিক্যের গাছ বুঝি আছে পাহাড়েতে ॥ ঝরিয়া পড়িয়া যায় ভাশিয়া পানিতে ❋ যে করে এলাহি আল্লা নছিবে আমার॥ ঢুড়িয়া দেখিব রত্ন আসে কি প্রকার ❋ ছিল যাহা অঙ্গে তাহা নিজ জাগা জোড়া ॥ কুতুহলে বৃক্ষ তলে বান্ধিলেক ঘোড়া ❋ ভেবে খোদা সাহাজাদা চলিল হাটিয়া ॥ পাহাড় উপর দিয়া জায়েন্ত চলিয়া ❋ যে দিগ হইতে রত্ন আসে রাশি রাশি ॥ সে দিগে চলিল সাহা হইয়া হুতাশী ❋ এই ভাবে নৃপ তবে কত দুরে যায় ॥ সামনেতে পুরী তাতে দেখিবারে পায় ❋ অতি সুগঠন পুরী দেখিল কুমার ॥ লাল হীরা জাওয়াহের নির্ম্মিত সোনার ❋ মানিক্য মুকুত রত্ন কত আসে পাশে ॥ দোতালা হাবিলী চুড়া লাগিছে আকাশে ❋ নানাবিধ বালাইনা চৌদিগে দেওয়ার ॥ কাঞ্চন কাঙ্গুর সব দেখিতে বাহার ❋ দেওড়ি কেওয়াড়ি যত আছে সারিং ॥ মধ্যস্থানে স্থানেং দিঘি সরোবরী ❋ পানির নহর তাতে ফুলের বাগিচা॥ দেব পুরী মত সব করিয়াছে উচা ❋ কুমার দেখিয়া সব ভাবে মনে মন ॥ একি অপরূপ ঠাই অমারা ভবন ❋ মনুষ্যের গমাগম নাহি তথাকার ॥ ভাবিতে লাগিল মনে নৃপতি কুমার ❋ চারিভিতে বিচারিয়া চাহে স্থানে স্থান ॥ ঠাই ঠাই দেখে যায় কতেক বাগান ❋

ক্রমাগত অান্দরেতে প্রবেসিল যদি ॥ ঘরেং তামাসা দেখয় নানা বিধী ❊ আর এক ঘরে যদি গেলেন কুমার॥ তাহাতে পালঙ্গ এক দেখিল সোনার পালঙ্গ উপরে এক সুন্দর কামিনী ॥ শুইয়া রহিছে দেখে মৃত অনুমানী ❊ ছেরানাতে দেখে এক চমৎকার ছুরি ॥ হুলকুম উপরে কাটা রহিয়াছে ধরি ❊ পালঙ্গের নীচে আছে পানির নাহার ॥ ফোটাং রক্ত পরে উপরে তাহার ❊ সে রক্ত পানিতে পড়ি হয় গোটা লাল ॥ অমুল্য রতন সেই খোদার খেয়াল ❊ আশ্চর্য্য হইল সাহা দেখি বিপরীত ॥ সঙ্কট ভাবিয়া মনে চাহে চারিভিত ❊ আর এক ছুরি দেখে পায়ের নিকট ॥ কি করিবে ভাবে মনে বিষম সঙ্কট ❊ বুদ্ধি বলে জানিলেক হবে তেলেছমাত ॥ সকল করিতে পারে আল্লা পাকজাত ❊ সন্দান করিয়া সাহা দেলে আপনার ॥ বদল করিল ছুরি পালঙ্গ মাঝার ❊ ছেরানার ছুরি যদি নজদিগেতে লিল চৈতন্য পাইয়া কন্যা উঠিয়া বসিল ❊ পালঙ্গ উপরে যদি বসিল রূপসী কুমার দেখিল যেন আকাশের শশী ❊ রূপ হেরি দৃষ্টী করি আঁখি উল-টিল ॥ তাহে মহ পাই সাহা ঢলিয়া পড়িল ❊ কন্যাহ কুমার রূপ দেখিল যখন ॥ পালঙ্গ উপরে ধনি হৈল অচেতন ❊ মহাজ্ঞানে দুই জনে রহিল পড়িয়া॥ এরূপেতে কতক্ষণ গেল গুজারিয়া ❊ কিঞ্চিৎ বিলম্বে দোন উঠিয়া বসিল ॥ দৃষ্টী পাতে নৃপ সুতে চাহিয়া রহিল ❊ কিবা হস্ত কিবা পদ কিবা নাসা কান॥ কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ❊ দোহে দোহাকার পানে রহে দৃষ্টী করি ॥ মধুর বচনে বাক্য জিজ্ঞাসে কুমারী ❊ কোথা হতে আসিয়াছ কে বটে আপনি ॥ কোথায় যাইবা তুমি কহ সত্যবানী কি কারণে এইখানে কহ তত্ত্বসার ॥ কন্যা বানী কর্ণে শুনি নিবেদে কুমার আপনার পরিচয় কহ শুনি আগে ॥ আমার বৃত্তান্ত সব কব শেষ ভাগে ❊ কন্যা বলে তোমার বার্ত্তা কহ শুনি মোকে ॥ পশ্চাতে অবস্থা মোর কহিব তোমাকে ❊ এত শুনি নিজ হাল কুমারে কহিল ॥ যেইরূপে এই স্থানে আসিয়া পৌছিল ❊ অধিন রচক কহে বন্ধুগণ স্থানে ॥ আগামীর বাক্য এক শুনহ শ্রবনে ❊ মেরনাল সহরে এই এমরান কুমার ॥ রাক্ষসী উপরে মারে খেচিয়া তলওার ❊ ভয় পায় গেল ধাই দুর্জ্জন রাক্ষসী ॥ তাহা হতে রত্ন এক পড়িলেক খসি ❊ লেখিনু উপরে তাহা খোলাসা করিয়া ॥ সে দুষ্ট রাক্ষস হেথা আসিল ভাগিয়া ❊ কন্যা মুখে জানা যাবে সব সমাচার ॥ ত্রিপদীতে লিখি তাহা ছাড়িয়া পয়ার ❊

—o❊o—

ত্রিপদী * শুনিয়া কুমার বানী, কুমারী কহেন পুনি, শুন কহি আমার খবর ॥ আমার পিতার নাম, শুন কহি গুণধাম, মহামতি রাজা মনুহর * এইসব দেখ যত, ঠাট বাট এমারত, মোর পিতার আছিল তামাম ॥ রত্নেশ্বর এই রাজ্য, সকল রত্নের কার্য্য, দেখিতেছ রকমে রকম * কহিতে সে সব কথা, অন্তরেতে লাগে বেথা, এই সব এলাহীর কাম * ভাল বুরা যত ইতি, আল্লা বিনে নাই গতি, মানিক্য কেশরী মোর নাম * এ রাজ্যের অধিপতী, মোর পিতা মহামতী, সর্ব্বদা ছিলেন নরেশ্বর ॥ সদয় কুশলে ছিল, বিধাতা বিমতী হৈল, কি হৈল শুন তার পর * এক দিন নিশি শেষে, রাক্ষসী আসিয়া দেশে, খাইতে লাগিল লোক জন ॥ এই মত প্রতি নিশি, আসি হেথা সে রাক্ষসী, খেয়ে সব করিল নির্দ্ধন * অজা মেড়া পালে পালে, সকল খাইয়া ডালে, না রাখিল জীব জন্তু আদি ॥ যাকে পায় ধরি খায়, বাকী পালাইয়া যায়, এ রাজ্য তামাম হৈল যদি * মাতা পিতা সব মেরা, খাইয়া করিল সারা, দাস দাসী খাইল সকল ॥ আমাকে দেখিয়া দুষ্ট, মনান্তরে হৈল তুষ্ট, ছিল মোর বরাতের ফল * বহুত পেয়ার করে, না খাইল মোর তরে, এথা আনি রাখিল গোপনে ॥ দিবসে মারিয়া যায়, কেহ না দেখিতে পায়, সয়ঙ্কালে আসি এই স্থানে * আমাকে ওঠায় ফের, কিঞ্চিৎ করে দের, নিশি জোগে খাই খানা পিনা ॥ অপরেতে খুসি মনে, বসিয়া আমার সনে, বাক্যালাপ করে নানা বিনা * এথা মোকে এই হালে, রাখিয়াছে কালে কালে, অপরেতে না জানি কি করে ॥ দিবা নিশি পাই কষ্ট, ছাড়িয়া না দিবে দুষ্ট, পাছে নাকি খায় মোকে ধরে * কহে পুনি সুবদনী, শুন কহি গুণমনি, এথা হৈতে যাহ না চলিয়া ॥ তোমাকে দেখিয়া দয়া, লাগিলেক মোহ মায়া, তেকারণে কহিনু খুলিয়া * রাক্ষসী আসিলে পরে, পাছে নাকি খায় ধরে, বেহুদা জেন্দেগী হবে নাস ॥ সে দুষ্টে পাইলে দেখা, তোমাকে না যাবে রাখা, জীবনের না রহিবে আস * তোমাকে দেখিয়া মোর, মদনে করেছে জোর, বল মোর কি হবে উপায় ॥ আমার সাক্ষাতে ধরে, খায় যদি দুরাচারে, তবে মোর বেচে কিবা দায় * কুমার বলিল পুনি, শুন কহি সুবদনী, কি হইবে ভাবিলে অন্তরে ॥ ভুকেতে ওজুদ কাপে, আছি অতি মনস্তাপে, মোকে কিছু দাও ভক্ষিবারে * শুনিয়া কুমার বানী, খাদ্য দ্রব্য দিল আনি, কত কত রকমের খানা ॥ অপরেতে এক সাতে, কন্যা ও কুমার তাতে, একত্রে খাইল দুই জনা * খানা পিনা নিবড়িয়া, বৈসে দোন খুসি হৈয়া, তাম্বুল কর্পূর পুনি খায় ॥ আমোদ

আনন্দ করে কহে বাক্য প্রেমস্বরে, এইরূপে কতক্ষণ যায় ॥ হেনকালে সে রাক্ষসা, উপস্থিত হৈল আসি, দেখিলেক থাকিয়া অন্তর ॥ কুমারকে দেখি দুষ্ট, মনেতে হৈল রুষ্ট, চিনিলেক রাক্ষস বর্ব্বর * মেরনাল সহরে মোরে, তেগ মারি ছিল জোরে, কুমারেহ দেখে চেনে তায় ॥ তলওার লইয়া হাতে, দেখাইল অকস্মাতে, ভাবে দুষ্ট কি করি উপায় * রাক্ষসী বুঝিল মনে, কি করিল নিরাঞ্জনে, বুঝি প্রাণ না বাচিবে পুনি ॥ একবার এ কুমারে, দুক্ষ দিল মোর তরে, পুনি এথা আসিয়াছে এখনি * এতভাবি সেই দুষ্ট, দেখিয়া অনেক কষ্ট, তথা হতে পালাইতে ধায় ॥ রাক্ষসী ভাগিয়া জেতে, কুমার দেখিল তাতে, কত দুর দৌড়াইয়া যায় * রাক্ষসী চলিয়া গেল, কুমার ফিরিয়া এল, দেখিয়া জিজ্ঞাসে সুবদনী ॥ কহ একি বিবরণ, ভাগে দুষ্ট কি কারণ, মোর সাতে কহ সত্য বানী * মানবে দেখিলে পরে, রাক্ষসে আহার করে, তোমা দেখে ভাগিলেক কেনে ॥ কুমারী পুছিল যাহা, কুমারে কহিল তাহা, লিখি সব পয়ারের সানে *

মানিক্য কেশরী কন্যাকে লইয়া কুমার মেরনাল
সহরে গমন করে।

পয়ার * রাক্ষসী ভাগিয়া গেল ছাড়িয়া কু আসা॥ কুমার নিকটে ধরি করিল জিজ্ঞাসা * কেনে হেন অপরূপ কহ মহা মতি ॥ রাক্ষস উপরে তোমা দর্প দেখি অতি * কুমার বলিল কন্যা শুনহ বচন ॥ বিবরিয়া কহে সব কুমারী সদন * যেন মতে চন্দ্রবান কন্যা উদ্দেশিয়া ॥ জেন মতে পুরী হতে এল নেকালিয়া * জেন মতে কন্যা সাতে হৈল দেশান্তরী ॥ যে সন্দানে চন্দ্রবানে আনিয়াছে হরি * জেন মতে রাখিয়াছে মেরনাল সহরে ॥ ফলাতুন নৃপতি মালিনী বাসরে * যেই মতে মেরনালেতে হইল চাকর ॥ যেই মতে নৃপ তাতে ফাসি দিল নর * যেইরূপে ফাসি মাঝে টাঙ্গা ছিল ফাস ॥ যে রূপেতে রাক্ষসেতে খেতে গেল লাস * যে রূপেতে নিশি রাতে করে নেযাবানী ॥ রাক্ষস উপরে তেগ মারিল আপনি * যে রূপে ভাগিয়া গেল সেই দুরাচার ॥ মানিক পাইয়া দিল বাদসাকে নজর * যেই রূপে আর এক মানিক তল্লাসে ॥ যে রূপে আসিল পুনি রত্নেস্বর দেশে * একে একে আদি অন্ত করিল প্রকাশ ॥ শুনিয়া বলিল কন্যা সাবাস সাবাস * কোমারী নিকটে যাহা কোমারে বলিল ॥ রাক্ষসী ভাগিয়া গেল নজরে দেখিল * কন্যা বলে সত্য তুমি মোর প্রাণধন ॥ হেন শত্রু হৈতে মোকে করিলা মোচন * এখন আমাকে তুমি দেহ পদ্দ ছায়া ॥ আমি ধড় জীবনের তুমি মোর কায়া * আমাকে

তেজিয়া যদি যাও প্রাণেশ্বর ॥ তেজিব আপনা প্রাণী মারিয়া খঞ্জর ✻ যেইখানে যাবে তুমি আমি তথা যাব ॥ চরণে নেপুর হই চরণে বাজিব ✻ ধরিয়া কুমার গলে বিনয় করিয়া ॥ মুখে২ বুকে বুকে রহিল মিশিয়া ✻ লাগায় সোহেনী বান হেরিয়া কুমারী ॥ কুমার জানিল মনে জাতী সরা নারী ✻ কন্যাকে লইয়া কোলে দিল আলিঙ্গন ॥ সর্ব্ব দুঃখ দুরে গেল তুষ্ট দুই জন ✻ কন্যা সঙ্গে মন রঙ্গে নৃপতি কোমার ॥ মৃনালে চলিল দোন ঘোড়ায় সোওার ✻ পথে পথে নানা মতে কহে বাক্যালাপ ॥ খুসি খোসালিতে যায় নহে মনস্তাপ ✻ কুমার বসনে রত্ন দেখিয়া কুমারী ॥ পুছিল বসনে কিবা কহ সত্য করি ✻ কুমার কহিল এহি বহু মুল্যধন ॥ তথা হতে আনিয়াছি কতেক রতন ✻ শুনিয়া এ হেন বাক্য কহিল কন্যায় ॥ এই ক্ষুদ্র দির্ব্ব আনিয়াছ কিবা দায় ✻ কতুকে মানিক্য পরে ফিরাইল হাত ॥ জলাকার হই সব হইল নিপাত ✻ কুমার দেখিয়া এহা হইল বেজার ॥ যাহার কারণে মোর এত দুঃখ ভার ✻ একেক মানিক সাত নৃপতির ধন ॥ আছিল বসনে মোর সহস্র রত্তন ✻ তাহা সব বিনাশ করিলা প্রাণেশ্বরী॥ আরবার তথা ফের যেতে হৈল ফিরি ✻ এতেক শুনিয়া কন্যা হাসে খলখল ॥ মুখের অগ্রেতে রাখে সাড়ির আঞ্চল ✻ কুমারী হাসিল যদি কুমার সদন ॥ মুখ হতে শত শত শ্রবিল রতন ✻ দেখিয়া লজ্জিত হৈল নৃপতি কুমার ॥ কন্যাকে বলিল কহ কি নাম তোমার ✻ কন্যা বলে মোর নাম মানিক্য কেশরী ॥ বলিয়াছি আগে তাহা তোমা বরাবরি ✻ নামের প্রতাপে মোর এতেক সাহস ॥ প্রভু মোকে দিয়াছে এই ভাগ্য জশ ✻ দেখিয়া এ হেন কৃতি কুমারীর তরে ॥ অতি মন রঙ্গে চলি যায় রাহা পরে ✻ সঙ্গে যাহা ছিল তাহা ফেকিল রত্তন ॥ মনুষ্য আলয় গেল ছাড়িয়া কানন ✻ কুমারী অগ্রেতে পুনি কহে নৃপবর॥ চন্দ্রবান কন্যা আছে মালিনীর ঘর ✻ সেই কন্যা সদা মোকে কটু বাক্য কয় ॥ না দিয়াছি তার সঙ্গে মোর পরিচয় ✻ টুটা ফাটা বস্ত্র পড়ি যাই তার পাশে ॥ দেখিলে আমাকে ধনি বহু ঘৃণা বাসে ✻ তাহা দেখি দুখি না হইবা কদাচন ॥ পশ্চাতে দেখিবা সব এহার কারণ ✻ কন্যা শুনি বলি পুনি শুন প্রাণেশ্বর ॥ অত্তপি সে চন্দ্রবানে না জানে খবর ✻ যখনে জানিবা তোমা তখনি মানিবে ॥ যে কালে বুঝিবে সেহ সে কালে পুজিবে ✻ এই মত কহা বলা করয় নিবেশ ॥ ক্রমে ক্রমে পৌছিলেন মৃনালের দেশ ✻ মালিনীর বাটির নিকটে যদি গেল ॥ অশ্ব হৈতে দুই জনে ভুমে উতরিল ✻ জীন কসি খুলিয়া তুরঙ্গ দিল ছাড়ি ॥ অঙ্গের পোষাক মর্দ্দ

খুলে দড়বড়ি ❋ বন্ধুর নিকটে সব কহিল কুমার ॥ সাবেক পুরাণা বস্ত্র পিন্দি আপনার ❋ কন্যা সহ মালিপুরে যখনে পৌছিল ॥ হেনকালে চন্দ্রবানে নজর করিল ❋ কুমার সঙ্গতি এক সুন্দর কামিনী ॥ দেখিয়া দাসীকে ডাকি কহে সুবদনী ❋ দেখ দাসী হেথা আসি করিয়া নজর ॥ কিবা কার্য্য করিয়াছে দুর্গতি চাকর ❋ কাহার রমণী জানি হরিয়া আনিল জীবন বিনাশ হেতু একাজ করিল ❋ কন্যার রূপেতে জোত লাগিছে গগণে এরূপ সুন্দর কন্যা আনিল কেমনে ❋ এই বাক্য আলাপন করিতে করিতে ॥ হেনকালে গেল দোন কন্যার সাক্ষাতে ❋ দেখিয়া বলিল ধনি এ কিরে গোলাম ॥ কার নারী আনি হরি করিলি কি কাম ❋ চুরি কর্ম্ম করিতে হেম্মত দেখি অতি ॥ না জানি আখেরে তোর হয় কোন গতি ❋ এ হেন সুন্দরী নারী না দেখি নয়ানে ॥ কারে বিনাশিয়া জানি আনিলি কেমনে ❋ চন্দ্রবানে বলে মনে বুঝিলাম রাস্ত ॥ এই কন্যা হইবেক বড়ের খাওাস্ত ❋ যদি সে সুন্দরী কিন্তু নিকিস্ট কুমারী ॥ তেকারণে চাকরায় আনিয়াছি হরি ❋ জাতে জাতে মিলে তাতে মোর মনে লয় ॥ নহে কেনে তার সনে চলিয়া আইসয় ❋ মনে জাগে প্রভু আগে কিবা বেশকম ॥ অধম বংশেতে সৃষ্টি আছয় উত্তম ❋ এই যে সুন্দর বটে তার কিবা মুল ॥ উত্তম বংশের নহে কালা সমতুল ❋ এই মত বাক্য কত কহে চন্দ্রবানে শুনিয়া কুমার কিছু না কহে জবানে ❋ মালিনী অগ্রেতে কহে কুমার সুমতী ॥ আর এক গৃহ মোকে দেহ পদ্মাবতী ❋ কুমারের বিনয় বাক্য মালিনী শুনিয়া ॥ দিলেক দ্বিতীয় গৃহ আমাকে শুপিয়া ❋ অন্য ঘরে মালিপুরে মানিক্য কেশরী ॥ সেই নিশি রহে খুসি চিন্তা পরিহরি ❋ মানিক্য কেশরী আর নৃপতি নন্দন ॥ এক ঘরে নহে ছিন্ন নহে কদাচন ❋ হাস্য রস পরিতোষ করে নানা মতে ॥ অন্যতা খেয়াল কিছু না করে তাহাতে ❋ এ রূপেতে নিশি গতে প্রভাত সময় ॥ কন্যার নিকটে বাক্য কুমার বলয় ❋ আজুকা যাইব আমি রাজার সদন ॥ মালিপুরে থাক তুমি খোসালিত মন ❋ আর এক বাক্য বলি শুন প্রাণেশ্বরী ॥ বাক্য রক্ষা কর এহি নিবেদন করি ❋ গোটা কত রত্ন প্রিয়া দেহ মোর তরে ॥ জারি ওছিলাতে আমি পাইত্ব তোমারে ❋ এত শুনি সুবদনী হাসিল তখন ॥ মুক্ষ হতে শতে শতে স্রবিল রত্তন ❋ সেই রত্ন করি যত্ন লইয়া কুমার ॥ বাজারে বন্ধুর স্থানে গেল পুনর্ব্বার ❋ বন্ধু স্থানে কহে শুনে সব বিবরণ ॥ ছেপাহীর সাজ বস্ত্র পিন্দিল আপন ❋ বাদসার নিকটে গিয়া আদবেতে খাড়া ॥ অপরে সাক্ষাতে দিল মানিক্যের তোড়া ❋ যখন

মানিক সব দিলেন সামনে ॥ ধৈন্য২ প্রসংশা করয় লোক জনে ✻ নর-পতি তুষ্ট অতি মানিক্য পাইয়া ॥ সাবাস সাবাস কহে কুমারে তুসিয়া দরবার সহিতে লোক আশ্চর্য্য হইল ॥ আসাদ্ধ সাধন এই কিরূপে করিল ✻ কেহ বলে যাদু টোনা জানে এই জন ॥ কেহ বলে মনুষ্য না হবে কদাচন ✻ কেহ বলে দেখি এই বিধাতার খেলা ॥ কেহ বলে পরীর সহিতে আছে মেলা ✻ ভুপতী বলিল শুন ছেপাহী আমার ॥ এক মানিক্যের মোর আছিল দরকার ✻ তাহাতে এতেক রত্ন আনিয়াছ কেনে ॥ ছেপাহী শুনিয়া বলে নৃপতি সদনে ✻ যদি পুনি মহরাণী রত্ন তল্লাসিবে ॥ পুনর্ব্বার রত্ন হেতু যাইতে না হবে ✻ শুনি এহা হৈল সাহা তুষ্ট বাগে বাগে ॥ মানিক্য লইয়া গেল বেগমের আগে ✻ রাজরাণী দেখে যদি রত্ন আনির্ব্বার ॥ জিজ্ঞাসিল কহ নাথ একি চমৎকার ✻ নৃপতি কহিল বাক্য শুন প্রাণ প্রীয়া ॥ নূতন ছেপাহী রত্ন দিয়াছে আনিয়া ✻ দেখিয়া অপার রত্ন মন কুতুহল ॥ তুষ্ট হই রাজ রাণী হাসে খলখল ✻ ফিরাই২ রত্ন চাহে বারেবার ॥ ছেপাহী প্রসংশা রাণী করেন হাজার ✻ মন রঙ্গে চারি রত্ন লিয়া নিজ হাতে ॥ পালঙ্গের চার পানে লাগাইল তাতে আর কত রত্ন নিজ দিলেক গলায় ॥ হাতের বাজুতে আর কোমরে লাগায় ✻ থরে থরে ঘরে ঘরে লটকাইয়া দিল ॥ সুবর্ণ সিন্দূক পুরা কতেক রাখিল ✻ রোশনী হইল ঘর মানিক্যের জোতে ॥ দিবানিশি এক রাশি ইন্দ্র পুরী মতে ✻ কুমার ছেপাহী বেশে করে কারবার ॥ প্রতি নিশী দেখা করে সঙ্গতী কন্যার ✻

এমরান কুমারকে দেখিয়া ফলাতুন বাদসার কন্যা
নুরবানু আসক হইবার বয়ান।

পয়ার ✻ একদিন রাজারাণী হইয়া তুষ্টমন ॥ বাদসার নিকটে কহে স্বরূপ বচন ✻ মোর এক নিবেদন শুন নরপতী ॥ মনসাদে রাখিয়াছি চাকর সুমতি ✻ কার্য্য কর্ম্মে নেক ধর্ম্মে অতি বিজ্ঞাবান ॥ কোথায় বসতি জানি কাহার সন্তান ✻ নৃপতি বলিল তাহা আমি নাহি জানি ॥ বড়ের নন্দন হবে হেন অনুমানী ✻ বিদ্যা বুদ্ধি আকুলিত বচনে সুধির ॥ কার্য্যের সুসার জানে আক্কলে উজির ✻ হেকমতে লোকমান তুল্য জোরেতে রোস্তম ॥ দেখিতে সুন্দর বটে ইউছুফের সম ✻ রাজরাণী বলে যদি হেন যোগ্য হয় ॥ তাহাকে দেখিতে নৃপ মোর মনে লয় ✻ অতএব নিবেদন করি পদতলে ॥ তাহাকে আনিতে যুক্তি অন্দর মহলে ✻ নৃপতি শুনিল যদি বেগম বচন ॥ বাহের দালানে গেল অতি তুষ্ট মন ✻ দেখিল ছেপাহী

আছে সেখানে হাজির ॥ মিষ্ট বাক্য ছেপাহীরে কহে জাহাগীর ✱ তোমাকে দেখিতে রাণী হইল বাঞ্চিত ॥ আন্দরে যাইতে সত্য তোমাকে উচিত ✱ এত শুনি গুণমনি ভূপতি কুমার ॥ আদবেতে খাড়া রহে হুজুরে বাদসার ✱ শুন বাদসা আলম্পানা কহি জোনাবেতে ॥ মুনাছেব নহে মোকে আন্দরে যাইতে ✱ পরদেশী লোক আমি স্থানস্থিত হীন ॥ পরবাস পর আস পরের অধিন ✱ অতএব মাফ দেওা সাহার উচিত ॥ আপনার দয়া থাকে এইত বাঞ্ছিত ✱ নরপতি শুনিয়া বলে কহ বৃথা বানী ॥ অবশ্য যাইতে হবে আজ্ঞা দিল রাণী ✱ শুনিয়া নৃপতি বাক্য এমরান অন্তর ॥ কুমার সঙ্কট ভাবয় নারে লঙ্ঘিবার ✱ আপনার সাজ বস্ত্র করিয়া ভূষণ ॥ চলিল নৃপতি সঙ্গে ভাবি নিজ মন ✱ হেট মাথে যায় তাতে নৃপতি সহিত ॥ আন্দরে আঙ্গিনা পড়ে দাণ্ডায় কিঞ্চিত ✱ তাহাতে হইল কিবা বিধির ঘটনা ॥ মন দিয়া শুন তাহা বন্ধ সর্ব্বজনা ✱ সেই নৃপতির এক আছিল দুহিতা ॥ রূপে গুণে অপসরি অতি সুচরিতা ✱ চতুর্দ্দশ বৎসরের আছিল বয়েস ॥ সম্পূর্ণ যৌবন পুরা দেখিতে সুবেশ ✱ মাতা পিতা আশ্রমেতে থাকে দিবা নিশি ॥ স্বপনে পুরুষ মুখ না দেখে রূপসী ✱ শতেং সহচরি থাকে চারি পাশ ॥ চন্দ্রের মণ্ডলে যেন নক্ষত্র প্রকাশ ✱ ইন্দ্রের কামিনী সম সহা কল্পতরু ॥ অধরের মধু বাক্য মধ্য দেশ সরু ✱ মৃগয়া নয়ান দোন কটাক্ষের বান ॥ ভুরু জোগে খেঁচিয়াছে যে হেন কামান ✱ খড়্গ নাসা কর্ণ খাসা রাতুল অধোর ॥ পড়য় মুন্তের কেশ পাদুকা উপর ✱ মুক্তার হার যেন বত্রিশ দান্দান ॥ হাসিতে হরিয়া লেয় পুরুষের প্রাণ ✱ ত্রিপনীর শোভা অতি জিনিয়া মেরনাল ॥ তাম্বুলের রসাপীতে দেখা যায় লাল ✱ সুবর্ণ কমল দোন হৃদয় প্রকাশ ॥ করাঘাতে নাহি দাগ তাহার সম্পান ✱ হস্ত দুটি বেলনে বসিছে সমতুল ॥ আলতায় চিকর যেন এ দশ আঙ্গুল ✱ নির্ম্মান শরীর পেট কাকুমের পাট ॥ সীতায় সিন্দুর চক্ষে কাজলের ঠাট ✱ হংস পদ পদ গতি চলন খঞ্জন ॥ অঙ্গ টলমল মুক্ষে সুহাস্য বচন ✱ আদর গৌরবে সদা থাকেন রূপসী ॥ বস্ত্র আড়ে অঙ্গ জেন পুর্ণিমার শশী ✱ সুর্য্যের কিরণ মাত্র ভাশি চলি যায় ॥ আদর করিয়া হুরবানু রাখে নাম ✱ সেই ধনি সুবদনী আছিল সহলে ॥ বালাখানা পরে গিয়াছিল কুতুহলে ✱ সঙ্গি সঙ্গে মন রঙ্গে ফিরে রাজবালা ॥ আচম্বিতে আঙ্গিনাতে নজর করিলা ✱ দেখে এক সুগঠন পুরুষ সুন্দর ॥ হেট মুণ্ড খাড়া আছে আঙ্গিনা উপর ✱ দেখিয়া মদনে দোহে কুমারীর

অঙ্গ ॥ প্রেমের সাগরে কন্যার উথলে তরঙ্গ ❋ এস্কের এমন জ্বালা দিয়াছে খোদায় ॥ মদনে দহিয়া অঙ্গ পড়িল তথায় ❋ সখি সবে বলে কন্যা একি সমাচার ॥ হেন গতি কিবা মতি হইল তোমার ❋ কন্যা বলে এত জ্বালা না কর এখন ॥ বিলম্বে প্রকাশ হবে এহার কারণ ❋ মন দুক্ষি সঙ্গে সখি রহে রাজবালা ॥ উচাটন করে প্রাণ ঘটিল কি জ্বালা ❋ নৃপ সাতে আন্দরেতে যাইয়া কুমার ॥ বসিল দেখিতে এলো বেগম বাদসার ❋ ঝরকার আড়ে বিবী নজর করিল ॥ দেখিয়া কুমার রূপ ফাফর হইল ❋ পুর্নিমার শশী জিনি মুখ শোভা তার ॥ আশ্চর্য্য হইল রাণী দেখিয়া কুমার ❋ হেরিতে হেরিতে রূপ আখি উলটিল ॥ ভাবে মগ্ন রাজরাণী ঢলিয়া পড়িল ❋ এত দেখি সব সখি চারিভিতে বেড়ি ॥ উঠাইতে চাহে রাণী রহিলেক পড়ি ❋ তৎপর নুরবানু আসিয়া তথায় ॥ দেখিয়া মায়ের গতি জিজ্ঞাসে তাহায় ❋ কেনে হেন গতি মাতা মলিন বদন ॥ ধুলায় পড়িয়া কেনে আছ অচেতন ❋ হেন বানী শুনি রাণী কর্ণে আপনার ॥ দড়বড়ি উঠিয়া বসিল তথাকার ❋ বেগমে পাইল লজ্জা নাহি স্বরে বানী ॥ তথা হতে চলে গেল কন্যা আর রাণী ❋ নৃপ সঙ্গে মন রঙ্গে এমরান সুমতি ॥ খানা খায়ে বাহিরেতে গেল শীঘ্রগতি ❋ কুমার আপন কাজে নিযুক্ত হইল ॥ এরূপেতে কিছু দিন গুজারিয়া গেল ❋ পুরাণা চাকর সবে দেখিয়া দেলগীর ॥ ভাবে গুণে মনে২ কি করি ফিকির ❋ অধিন গরীব কহে শুন সর্ব্বজন ॥ শত্রু কি করিবে যাকে সখা নিরাঞ্জন ❋

পুরাণা চাকর সব পুনরায় চুগলি করিয়া রাণীকে
পরীর নাচ দেখিতে বলে তাহার বয়ান।

পয়ার ❋ ছেপাহীর ভেশে রহে এমরান কুমার ॥ আদর গৌরবে অতি তাহাকে বাদসার ❋ পুরাণা চাকর সবে দেখি এই কাজ ॥ মনে ভাবে কি করিব এহার এলাজ ❋ তাহাতে পুরাণা যেই আন্দর উজির ॥ সে বলে শুনহ এক তাহার ফিকির ❋ সকলে মিলিয়া চল বেগমের কাছে বুঝিয়া দেখিব আজি নছিবে কি আছে ❋ এই যুক্তি সার করি চলিল সকলে ॥ পিছাড়ার পথে গেল রাণীর মহলে ❋ সালাম তছলিম করে আদব রাখিয়া ॥ বৈস বৈস বাক্য রাণী কহিল হাসিয়া ❋ বলে রাণী কহ শুনি কিবা সমাচার ॥ কি হেতু আসিলে হেথা নিকটে আমার ❋ বলে সবে এনু এবে দেখিতে চরণ ॥ আমাদের প্রতি কিছু নাহিক স্মরণ ❋ পুরাণা খাদেম মোরা ছিনু কালে কালে ॥ কেন বা অভাগা হৈল মোদের কপালে ❋ অবশেষে কিবা দোষে করিলা বিদায় ॥ [illegible]

চিন্তিৎ সদায় * আপনার মেহেরবানী থাকিলে কিঞ্চিৎ ॥ অবিস্ব পুরিবে মোর মনের বাঞ্ছিত * পদতলে আর এক নিবেদন করি ॥ আমরা গঠন দেখি আপনার পুরী * মানিক্যের দিপ্তি তাতে হইয়াছে সব ॥ রাজ্য ভরি নাহি কার এতেক প্রভাব * কিন্তু এক মহা দুক্ষ নাহি বলি ভয় ॥ রাণী বলে কহ কিছু নাহিক সংসয় * শুনি সবে বলে তবে নিবেদন করি ॥ প্রভু করিল তোমায় রাজ্জ অধিকারী * বিমানেতে ইন্দ্ররাজ পরীর নরপতি ॥ তাহার সমান দেখি তুমি ভাগ্যবতি * তোমার কপালের জস দিল নিরাঞ্জন ॥ লাল হীরা আছে ধরা মানিক্য রতন * এসব তুমার ভাগ্যে নাহিক অপার ॥ রাশি রাশি ধন রত্ন কে করে সুমার * ইন্দ্ররাজ হতে তুমি হইলা উজালা ॥ কিন্তু না দেখিলা রাণী পরীদের খেলা * এই বাঞ্ছা বাকী মাত্র আছয় তোমার ॥ নহেত সকল কার্জ্জ হইল অসার স্বর্গ পুরে ইন্দ্ররাজ সদা দেখে নাট ॥ কেবল দেখহ রাণী মানিক্যের ঠাট যদি পার পরীদের নাট দেখিবার ॥ ইন্দ্র সম মান্ত্র জন হইবে তোমার * পৃথিবীতে আছে কত রঙ্গ ঠাই ঠাই ॥ পরীর নাটের সম কিছু হবে নাই সভাতে বসিয়া নাচ দেখিলে কিঞ্চিৎ ॥ মম বাক্য সত্য তোমা পুরিবে বাঞ্চিত * রাণী বলে কিবা পরী কিবা তার নাট ॥ স্বরূপ খুলিয়া কহ না ভাব সঙ্কট * উজির বলিল তাহা অপার মহিমা ॥ পরীর নাটের কেবা দিতে পারে সীমা * স্যুন্ত্র পারে নাচ করে মন কুতুহলে ॥ সে রূপ সদৃশ নাহি এ মহি মণ্ডলে * আপনার ইচ্ছা যদি তামাসা দেখিতে ॥ নূতন ছেপাহী তাহা পারিবে সাধিতে * এই সব কর্ম্মে তার আছে ভাগ্য জস ॥ আলবত্তা হইতে পারে পরী তার বস * আপনার উস্বাহেতু না কহি বচন ॥ পুর্ব্বকার কথা আছে জোনাবে স্মরণ * এক মানিক্যের দায় করিনু সাক্ষাত ॥ এখনে কতেক রত্ন হইয়াছে হাত * এত বলি সব চলি গেল গৃহবাস ॥ শুনি বাক্য মন দুক্ষ বেগম হতাশ * মনেং ভাবে গুণে থাকি অন্তপুরী ॥ কিরূপে পরীর নাট দেখিবারে পারি * নুরবানু ক্ষীণ তনু হয় দিনে দিনে ॥ কিবা অপরূপ আমি দেখিনু নয়নে * আহারে দারুণ বিধি কিবা তোর খেলা ॥ কেন প্রভু দিলা মোকে এত প্রেম জালা * সাহাজাদী নুরবানু পড়ে প্রেম ফান্দে ॥ অন্তরে গুমরে চিত্ত নিরবধী কান্দে * ছুফিয়ান রাজ সুত এমরান কুমার ॥ না আছে মালুম তাকে খবর এহার * নরপতি মহিপতি দরবারে বসিয়া ॥ লোকের এনছাফ করে কেতাব দেখিয়া * দিন গুজারিয়া গেল হৈল নিমা সাম ॥

খোনালে ॥ তাম্বুল কর্পূর খায় মন কুতুহলে ✻ রাজরাণী সুবদনী করি নিজ সাজ ॥ রাজা আগে বসি কহে পরিহরি লাজ ✻ অধরেতে মধুর হাসি কটাক্ষ লোচন ॥ ভক্তি ছলে বাক্য বলে ভুপতি সদন ✻ কামিনী মোহন বান জানে কত ছল ॥ আড় আখি শশী মুখি হাসে খলখল ✻ কর জোর করি রাণী মাঙ্গে পরিহার ॥ মন নিবেদন পতি চরণে তোমার ✻ রাণীর ভঙ্গিমা ছলে মহারাজ খুসি ॥ ইঙ্গিতে হাসিয়া বলে কহ না রূপসী ✻ আজ্ঞা শুনে বলে রাণী শুন নরপতি ॥ পুরিল সকল বাঞ্ছা ছিল যত ইতি ✻ ধন রত্ন দিয়া মোর পুরাইলা আশ ॥ কিন্তু এক বাক্য হেতু মনেতে হুতাশ ✻ শুনি বাক্য মন দুক্ষ না করিয়া নাট ॥ ইচ্ছা মোরে দেখিবারে পরীদের নাট ✻ কেমন পরীর নাট পরী সে কেমন ॥ দেখিতে বাসনা মোর শুন নিবেদন ✻ যদি না দেখিতে পারি অপসরী নাট ॥ আত্মঘাতী হই কিবা ছাড়ি রাজ পাট ✻ শুনিয়া রাণীর বাক্য ভাবে নরবর ॥ দেখিতে পরীর নাট পারে কেবা নর ✻ পৃথিবীতে মনিষ্যে দেখিছে কোথা পরি । নাহক অসাদ্ধ বাক্য মিছা দায় মরি ✻ নারী জাতি অবিশ্বাসী মায়া রাক্ষসিনী ॥ জাতে যেই শুনে সেই বুঝে সত্যবানী ✻ না বুঝে আপনা আর-না বুঝে আবাশ ॥ যেই বাক্য শুনে তাহা করয় বিশ্বাস ✻ আদমেতে পরী কোথা দেখিবারে পারে ॥ পরীর হইলে দৃষ্টি মানব সংহারে ✻ শুন রাণী পুনঃ মোর এই কথা ॥ দেখিতে পরীর নাট না হবে যোগাতা ✻ রাণী বলে এহা না শুনিব কদাচিত ॥ পরী না দেখিলে মোর মরণ নিশ্চিত ✻ এ বাক্য বলিয়া রাণী ক্রোদ্ধে হুতাশন ॥ নানা বাক্য ভুপতিকে কহে দুর্ব্বচন ✻ আজি হতে অন্তপুরে না আসিবা আর ॥ তবেহ আসিলে আপে হইবা সংহার ✻ উঠি নারী হইল খাড়া এতেক বলিয়া ॥ বাদসা কে কহিল যাহ এথায় থাকিয়া ✻ রাণীর দেখিয়া ক্রোদ্ধ বাদসা নেকনাম ॥ বাহের দালানে গিয়া করিল আরাম ✻ মনে ভাবে কি করিবে বাদসা জাহাবাজ ॥ পুরাণা চাকর সবে করে এই কাজ মোর পুরী দাগা খুরি করে বারেবার ॥ বেগম নাহিক বুঝে চালাকি এহার ✻ এই ভাবা গুণা রাজা করে সারারাত ॥ নিশি অবসান হইল রজনী প্রভাত ✻ সময় বুঝিয়া তক্তে বৈসে মহামতি ॥ কোতওয়ালে ডাকি আজ্ঞা দিল শাঘ্রগতি ✻ উজির নাজির পাত্রমিত্র চারিজন ॥ তাড়াইয়া আন শীঘ্র আমার সদন ✻ আজ্ঞা পাই দুত যাই আনিল ধরিয়া ॥ ক্রোধে হুতাশিত হৈল নৃপতি দেখিয়া ✻

পুরাণা চাকর প্রতি বাদসা ক্রোধ হয়।

ভঙ্গ ত্রিপদী * পুরাণা চাকর, নৃপ বরাবর, যবে আনে কোতওয়ালে দেখি নরেশ্বর, কাঁপে থরথর, ক্রোদ্ধে জ্বলে মহিপালে * বলিল তখন এই চারিজন, দিয়া রাখ কারা ঘরে ॥ কি হেতু এহারা, করে হেন ধারা, প্রত্যহ যায় অন্তঃপুরে * মনে নাহি ডর, এ চারি বর্ব্বর, কেমন সাহস তায় ॥ সর্পের শিওরে, বেঙ্গে রব করে, মনেতে না গুণে ভয় * পয়জার মারিব, স্থলে চড়াইব, বধিব সবার প্রাণ ॥ ভাবে গেল জানা, তোমা দূত পানা, করিলি রাণীর স্থান * রাণী মোর সঙ্গে, নাহি মেলে রঙ্গে, প্রাণ তেজিবারে চায় ॥ কে কোথা দেখেছে, পরী নর কাছে, আনিয়া হবে হেথায় * তার পরাভব, পাবি তোরা সব, পরী আনি দিতে হবে ॥ নহে সর্ব্বজন, করিব নির্দ্ধন, এবে আর কোথা যাবে * দেখি হেন দম্প, হৈল সবে কম্প, কহে জুড়ে দোন হাত ॥ করহ শ্রবন, মম নিবেদন, শুনহ নর নাথ * চিরকালাবধি, নহে অপরাধি, নহিবে লেখা এবে ॥ নহে কি লাগিয়া, অন্তপুরে গিয়া, মিছা পড়ি পুরাভবে * দোহাই তুমার না কর সংহার, রক্ষা কর আমাদেরে ॥ রাণীর সদন, হেন কুবচন, না কহিছিনু অন্দরে * তবে কি তথায়, কথায় কথায়, বলেছিনু এই বানী ॥ মানিকের যত, ইন্দ্রপুরী মত, দেখা যায় হেন জানি * পরিস্থান বিনে, অন্য কোন খানে, নাহি এমত উজ্জ্বালা ॥ বুঝি তাহা শুনি, চঞ্চলিত রাণী, মনে হইল উতালা * শুনি নরপতি, ক্রোধ হৈল অতি, বলে না রাখিব আর ॥ দেখি হেনগতি, এম্রান সুমতি, কহে হুজুরে বাদসার * ধর্ম্ম অবতার, সদা সুবিচার, নিবেদী তব চরণ ॥ এহাদের দায়, না কর অন্যায়, কৃপা বাসী অতি মন * আপনা চাকর, পুত্র সমস্বর, ক্ষেমো দোস পরিহরি ॥ অধিনের প্রতি, দেহ অনুমতি, আনি দেখাইব পরী * প্রভুর কৃপায়, তোমার আজ্ঞায়, আমি যাব পরী স্থান ॥ পরী মাঙ্গাইব, নাচ দেখাইব, যদি বাচে মোর প্রাণ * শুনে হেন বানী, নৃপ গুণমনি, মন ক্রোধ পরিহরি ॥ বলে এহাদেরে, দেহ দুর করে, পুনি না যায় অন্তপুরী *

পয়ার * নৃপতি বলিল এবে শুনহ বচন ॥ অস্থির বেগম প্রায় হুতাশিত মন * কি হেতু হইবে পরি পাব কোথাকার ॥ শুনিয়া এমরান বলে হুজুরে বাদসার * যদি প্রভু মোর তরে রাখে ছালামত ॥ বেগমে আনিয়া পরী দেখাব আলবত * সাত দিবসের তরে বিদায় দেহ মোকে অন্যাসন করি পরী দেখাব তোমাকে * আর এক বাক্য বলি নৃপতি

মুদ্রা দেহ তুরনান ॥ অবিলম্বে যাই তবে দেশ পরিস্থান ※ নরপতি শুনি অতি মন আনন্দিত ॥ আদেশিল মুদ্রা দিতে সেপাহী বিদিত ※ মুদ্রা লিয়া প্রভু নাম স্মরণ করিয়া ॥ বাজারে বন্ধুর কাছে পৌঁছিল যাইয়া ※ বন্ধু আগে ভাগে ভাগে কহি সব গতি ॥ শীঘ্র করি মালিপুরে গেল মহা মতি ※ মানিক্য কেশরী কন্যা দেখিল যখন ॥ ভক্তি ভাবে প্রণামিল কুমার চরণ ※ আনিয়া আসন এক বসিবারে দিল ॥ না বৈসে কুমার মনি ডাণ্ডাই রহিল ※ ইষ্ট মাথে খাড়া তাথে নাহি কহে কথা ॥ না দেখে কন্যার পানে অন্তরেতে বেথা ※ বিরস বদন দেখি জিজ্ঞাসে কন্যায় ॥ কেনে হেন দেখি প্রাণ কহ না আমায় ※ আজু কেনে সুবদনে নাহি মধু হাসী ॥ তোমা গতি দেখি অতি হইনু হুতাশ ※ কহ কহ প্রাণেশ্বর কহ সত্যবানী ॥ তোমাকে বিরশ দেখি বিদরে পরাণী ※ কিবা দোষ পাই রোশ অধিনীর তরে ॥ স্বরূপ খুলিয়া কহ আমার গোচরে ※ যদি কোন দোষ জান করিয়াছি তাতে ॥ তবে মোর শাস্তি কর আপনার হাতে ※ চন্দ্রবান এত মান দেখিয়া নজরে ॥ বোলাইয়া কহে নিজ দাসীর গোচরে ※ দেখ আসি ওগো দাসা কৌতুকের মেলা চাকর চাকরানী সঙ্গে করে কত খেলা ※ যে মত চাকর বটে গোধন রাখাল ॥ সেই মত মাগি এক পাইয়াছে ভাল ※ দেখিয়া লাগায় ঘৃণা এ পাপ কৃতন ॥ পোড়া মুক্ষে এলো হাসি এহার কারণ ※ কন্যা তুমি বলে দাসী শুনগো কুমারী ॥ যেবা যাহা করে তাহা কি যায় তোমারী ※ মানিক্য কেশরী বলে জুড়ে দোনো হাত ॥ সার বার্ত্তা মোর স্থানে কহ প্রাণনাথ ※ কুমারে বলিল বাক্য শুন প্রাণেশ্বরী ॥ আমাকে সঙ্কট এক পড়িয়াছে ভারি ※ নৃপতির পাত্রজির হইল খাহেস ॥ দেখিতে পরীর নাট করিল আদেশ ॥ সেই বাতে নরনাথে মোকে আদেশিল ॥ শীঘ্র করি আনি পরি দিবারে কহিল ※ যদি এই কর্ম্ম মুই না পারি করিতে ॥ সত্য জানি যাবে প্রাণী নরপতির হাতে ※ এই বানী কন্যা শুনি কুমারের মুখে ॥ ইঙ্গিতে হাসিয়া ধনি কহিল তাহাকে ※ এ জন্যে এতেক চিন্তা না কর কুমার ॥ অবশ্য করিবে প্রভু সঙ্কট উদ্ধার ※ এ জন্যে হুতাশ মনে না হইবা তুমি ॥ যতেক পরীর নাচ দেখাইব আমি ※ মাঙ্গাইব পরী সব তোমা আশীর্ব্বাদ ॥ নাচ দেখি রাজ রাণীর পুরাইব সাদ ※ এমরান কুমার বলে শুন প্রাণ জানি ॥ কিরূপে আনিবা পরী কহ সত্যবানী ※ কুমারে বলিল আগে করহ ভোজন ॥ পশ্চাতে কহিব নাথ সে সব বচন

এত শুনে তুষ্ট মনে বসিল কুমারে ॥ ভোজন করায় কন্যা পরম আদরে তাম্বুল কর্পূর খায় নৃপতি নন্দন ॥ কুমারে বলয় নাথ শুনহ বচন ॥

মানিক্য কেশরী ফুলমতী পরীর নিকট পত্র লিখে এবং সাহা এমরান পত্র সহ পরিস্থানে যায়।

পয়ার ॥ মানিক্য কেশরী কহে কুমার সাক্ষাৎ॥ পুর্ব্বকার বাক্য এক শুন প্রাণ নাথ ॥ যখন বয়েস মোর বৎসরের বার ॥ ছেনান করিতে গেনু এক সরোবর ॥ আশ্চর্য্য দেখিনু কিবা সেখানে যাইয়া ॥ যত পরী সারি সারি পৌছিল আসিয়া ॥ পরী সবি কিবা খুবি কি কব বিশেষ ॥ বস্ত্র সব কুলে রাখি জলেতে প্রবেশ ॥ মোর সাতে ছিল তাতে দাসী এক জন ॥ আড়ালে থাকিয়া দেখি খেলে পরীগণ ॥ সরোবর কুলে বস্ত্র দেখি সবাকার ॥ এক জনার বস্ত্র লিনু হাতে আপনার ॥ বস্ত্র হাতে আড়ালেতে রহিনু ছাপিয়া ॥ পরী সব কুলে উঠে গোছল করিয়া ॥ সবাকার বস্ত্র সবে পড়িল যখন ॥ সব হতে ছোট তাতে পরী এক জন ॥ না পায় তাহার বস্ত্র করিয়া তল্লাস ॥ মোর হাতে সেই বস্ত্র না পাই তল্লাশ ॥ চারি দিগে ভাগে ভাগে দেখে বিচারিয়া ॥ অপরে দেখিল মোরে নজর করিয়া ॥ বস্ত্র হাতে দাসী সাতে দেখিল যখন ॥ মোর সঙ্গে কহে পরী বিনয় বচন ॥ বস্ত্র দেহ শুন কন্যা করি নিজ ভেশ শীঘ্র করি চলি যাই আপনার দেশ ॥ দৃষ্টি করি কহে পরী শুন সমাচার ধর্ম্ম ত বহিনী তুমি হইলা আমার ॥ এত বলি হস্ত তুলি দিল নিজ মাথে প্রতিজ্ঞা করিল পরী আমার সাক্ষাতে ॥ আগে যদি মোর সাদি হয় পরী কুলে ॥ তেজিবা তাহাকে তুমি মন কুতহলে ॥ নতু আগে তোমা বিভা মনিশ্ব সহিত ॥ হইলে তাহাতে আমি ভজিব নিশ্চিত ॥ এতে শুনি বস্ত্র আনি দিনু পরী হাতে ॥ প্রতিজ্ঞা পালন মোর হৈল তার সাতে ॥ ফুল মতি নামে পরী বস্ত্র ছিল যার ॥ মোর অগ্রে পরিজাদী কহে পুনর্ব্বার ॥ মাহিনা রোজের পরে পুনি মোরা সবে ॥ ছেনান কারণে এথা আসিব তালাবে ॥ আজি হতে এক মাস গুজারিয়া গেলে ॥ দ্বিতীয় মাসেতে আগে যেই দিন মেলে ॥ সে দিবসে এখানেতে থাকিবা তৈয়ার ॥ আসিব আমরা সবে এই সরোবর ॥ তোমাকে লইয়া যাব সঙ্গেতে করিয়া ॥ দেখিব পরীর সভা নয়ন ভরিয়া ॥ পুনি যথা আনি এথা দিব শীঘ্র করি ॥ রথে চড়ি সুন্যে উড়ি গেল সব পরী ॥ স্নান করি ত্বরাতরি এহ গহ বাসে ॥ মাহিনা অন্তরে তথা গেনু অবশেষে ॥ নিয়ম

বহিনী মোর নামে ফুলমতী ॥ দেখি মোকে জলে থেকে উঠে শীঘ্রগতি মোর হাতে ধরি তাতে জলে প্রবেশিল ॥ সব সঙ্গে মন রঙ্গে ছেনান করিল ❋ অপরেতে উঠি তটে কাপড় পিন্ধিয়া ॥ মোকে সহ চলে সবে রথে আরোহিয়া ❋ গিয়া সবে পৌছে যবে রোকাম সহর ॥ খাদ্য দ্রব্য দিল মোকে নানা উপহার ❋ পরী সাতে নানামতে ভোজন করিয়া ॥ এ দশ হাজার পরী মিলিল আসিয়া ❋ ইন্দ্রপুরী সব পরী করি নানা ঠাট ॥ ইন্দ্রের সমাজে কত করিলেক নাট ❋ নিশি গত রবি নীত হইল উদয় ॥ নাট ক্ষেন্ত দিয়া সব পরী চলি যায় ❋ ফুলমতী লিয়া মোকে চলে আরোহিয়া ॥ সরোবর কুলে মোকে দিলেক আনিয়া ❋ মোকে দিয়া যাইতে পরী বলিল বিশেষ ॥ শুন ভগ্নি ফুলমতী আমার আদেশ ❋ যদি মোর ইচ্ছা হয় দেখিতে তোমায় ॥ কিরূপে রোকামে যাব বলহ আমায় এত শুনি ফুলমতী কহে বিবরিয়া॥হাতের অঙ্গুরী এক মোকে গেল দিয়া কহিল যাইতে ইচ্ছা হইলে পরীস্থানে ॥ দিলাম অঙ্গুরী এই রাখিবা যতনে ❋ আংগুঠি গরম কর অগ্নিতে ডালিয়া ॥ আসিবেক রথ মোর শূন্যেতে উড়িয়া ❋ দুরে কিবা নিকটেতে রহিবা যথায় ॥ তোমার সাক্ষাতে রথ পৌছিবে তথায় ❋ এত বলি কোলাকোলি করিয়া বিশেষ রথে আরোহিয়া পরী গেল নিজ দেশ ❋ সেই হতে পরী সাতে ইফতা আমার ॥ মধ্যে মধ্যে আসি মোকে করিত দিদার ❋ অপরে রাক্ষস মোরে হরি নিল যদি ॥ পরী সঙ্গে নাহি দেখা সে দিন অবদি ❋ ফুলমতী নাম তার ইন্দ্রের কামিনী ॥ ইন্দ্রপুরে নাট করে প্রত্যহ রজনী ❋ তাহার আমার ধর্ম্ম একই সমান ॥ সেই আমি দুই ধড় একই পরাণ ❋ মোর এক পত্র লিয়া যাহ তুমি তথা ॥ ফুলমতি দেখে পাতি আসিবে আলবত্তা ❋ এ দশ হাজার পরী সঙ্গতি করিয়া ॥ সেতাব আমার স্থানে পৌছিবে আসিয়া ❋ আর এক বাক্য নাথ শুন দিয়া মন ॥ তাহার আমার পতি হবে এক জন ❋ পত্র লিয়া যাহ মোর আসিলে এথায় ॥ তাহাকে করিতে বিভা তোমা যুক্ত হয় ❋ এতেক কহিয়া পত্র লেখে সুবদনী ॥ নিজ বিবরণ সব যতেক কাহিনী ❋ শুন ভগ্নি ফুলমতি মোর এই লেখা ॥ গুজরিল দীর্ঘ কাল নাহি৷কর দেখা ❋ অপরেতে লেখা তাতে মতলবের বাত ॥ এমরান কুমার এই বড় নেকজাত ❋ বলখ সহর বিচে নৃপ ছুফিয়ান ॥ তাহার তনয় এই বড় গুণবান ❋ চন্দ্রবান কন্যাকে দেখিয়া স্বপনেতে ॥ দেওানা হইয়া গেল ভোজের দেশেতে ❋ বহু শ্রমে পাঁচি-

সহরে বাদসা ফলাতন নাম ॥ তাহার উদ্যানে এক মালির মোকাম ॥ সেই স্থানে রাখিয়াছে কন্যা চন্দ্রবান ॥ দাসী সহ তথা কন্যা থাকে সাবধান ॥ এমরান কুমার থাকে বাদসার দরবার ॥ ছেপাহীর ভেশে তথা করে কারবার ॥ রাক্ষসীরে তেগ মেরে রত্ন এক পাইল ॥ সেই রত্ন নরপতিকে নজর ধরিল ॥ নরপতি পাইয়া রত্ন রাণীকে ভেটায় ॥ আর এক রত্ন হেতু তাহাকে পাঠায় ॥ মানিক্য উদ্দেশী সেহ ভ্রময় বিশেষ ॥ দৈবা পরিপাকে গেল রত্নেশ্বর দেশ ॥ সেই খানে মোর সনে হৈল দরশন রাক্ষসের হাতে আমি ছিলাম বন্ধন ॥ খালাস করিল মোকে রাক্ষসী হইতে ॥ মালিপুরে রাখে মোরে মেরনাল দেশেতে ॥ তার পরে সে রাণীর হইল খাহেস ॥ দেখিতে পরীর নাট করিল আদেশ ॥ আর এক বাক্য লিখি শুন ফুলমতি ॥ তোমার আমার বটে হবে এক পতি ॥ শাস্ত্র উদ্দেশিয়া আমি জানিয়াছি সার ॥ এই জন হবে পতি এমরান কুমার ॥ অতএব তাহাকে পাঠাই তোমা স্থান ॥ পত্র অবগত হবে করিয়া খেয়াল এ দশ হাজার পরী সঙ্গতি আনিবা ॥ মেরনাল রাজ্যেতে আসি নাচ দেখাইবা ॥ তবে জশ কতি হয় তোমার আমার ॥ এমরান কুমার হয় সঙ্কট উদ্ধার ॥ একে একে বিবরিয়া লেখে সব গতি ॥ সম্পুর্ণ লেখিয়া তার পরে দিল ইতি ॥ লিখি পাতি শীঘ্র গতি করে দিল থাম ॥ উপরে লিখিয়া দিল ফুলমতি নাম ॥ পত্র দিল হস্তে লিল এমরান কুমার ॥ বলিল কিরূপে যাব রোকাম সহর ॥ দশ বৎসরের পন্থ পরিস্থান দেশ ॥ যাইতে আসিতে মোর আয়ু হবে শেষ ॥ এত শুনি বলে ধনি কুমারের তরে ॥ প্রভুয়ে লিবেক তোমা রোকাম সহরে ॥ এত বলি লিল খুলি পরীর অঙ্গুরী ॥ জলন্ত আগুণে তাহা রাখিলেক ধরি ॥ অঙ্গুরী গরম হৈল অগ্নিতে জলিয়া ॥ শুন্যেতে উড়িয়া রথ পৌছিল আসিয়া ॥ রথে আরোহণ হৈল নৃপতি কুমার ॥ উড়িয়া চলিল রথ পবন আকার ॥ দশ দণ্ডে রোকামেতে যাইয়া পৌছিল ॥ ভুমি প্রবেশিল রথ কুমারে দেখিল রথ হতে ভুমি গতে চলিল কুমার ॥ পত্র সহ পৌছিলেক নিকটে কন্যার বসিয়াছে ফুলমতি শোভা মিলাইয়া ॥ সুবর্ণ পালঙ্গ পরে পরীগণ লিয়া হেনকালে দেখে এক মনুষ্য নন্দন ॥ অপরূপ ভেশ বটে অতি সুগঠন অতি চমৎকার দেখে সুন্দর পুরুস ॥ হেরিয়া রহিল পরী হইয়া বেহুশ দেখিয়া মোহন রূপ সব পরী কয় ॥ পরীর শোভাতে এলো হুরের তনয় প্রভুর মহিমা সব জানিলেক সার ॥ মনুষ্য কুলেতে সৃজে এ হেন কুমার

তবে এক পরী প্রতি করিল আদেশ ॥ কি কারণে আসিয়াছে জিজ্ঞাসে
বিশেষ ✲ আজ্ঞা পাই পরী যাই জিজ্ঞাসিল তারে ॥ কি কারণে আসি-
য়াছে পরীর সহরে ✲ পরীর সমাজে কেবা কখন আসিল ॥ এ সপ্ত সমুদ্র
কেবা পার কোরে দিল ✲ কুমার বলিল পার করে পরওার ॥ তাহার
মহিমা কেবা পারে বুঝিবার ✲ এত বলি পত্র খুলি দিলেক সাক্ষাতে ॥
ফুলমতি লিল পাতি আপনার হাতে ✲ ফিরাই ফিরাই পত্র চাহে পুনি
পুনি ॥ মানিক্য কেশরী নাম দেখিল আপনি ✲ মানিক্য কেশরি এই
লেখিয়াছে পাতি ॥ গোপনে পড়িল পরী যতেক ভারতী ✲ যেই সব
বিবরণ পত্রে লেখা ছিল ॥ দৃষ্টিপাতে গোপনেতে মালুম করিল ✲
পাইলেক সব বার্ত্তা পত্রের মাঝার ॥ তাহাতে কুমার দেখি অতি চমৎ-
কার ✲ প্রেমের সৌরভ অঙ্গে মাতিয়া কুমারী ॥ অধৈর্য্য হইয়া রামা
তখনি সম্বরি ✲ পালঙ্গ হইতে পরী উঠিয়া তখন ॥ দণ্ডবতে প্রণামিল
কুমার চরণ ✲ আপনা নিকটে লিয়া বৈসায় সুন্দরী ॥ প্রদক্ষিণী পুনি
পুনি করে সব পরী ✲ ফুলমতী বলে মোর নছিবের ফল ॥ পাইনু
তোমার দেখা অতি ভাগ্য বল ✲ আদর গৌরব অতি করায় সম্ভাসা ॥
কুমার বলায় প্রভু তুমি সে ভরসা ✲ পরী জাতি যত ইতি দিবা উপহার
আনি দিল ভক্ষি হৈল সন্তোষ কুমার ✲ পরী সঙ্গে বসিলেক সাহার
সন্ততী ॥ কর্পূর তাম্বুল খায় মন রঙ্গে অতি ✲ কুতুহলে কহে বাক্য
নরপতি কুমার ॥ মিষ্ট ভাশে ফুলমতী দেয় পদুত্তর ✲ কুমার বলিল পরী
শুনহ বচন ॥ পত্র পাঠে জানা গেছে সব বিবরণ ✲ এক্ষণে আমার তরে
কিবা আজ্ঞা হয় ॥ স্বরূপ সকল বাক্য কহ দয়াময় ✲ পরীজাদি বলে
শুন রাজার তনয় ॥ লেখিয়াছে ভগ্নি মোরে যাইব নিশ্চয় ✲ বাদসাকে
যাইয়া আগে কহ সমাচার ॥ দারাজ ময়দান এক করে পরিষ্কার ✲ ধর্ম্মত
বহিন মোর মানিক্য কেশরী ॥ তাহাকে দিয়াছি মোর হাতের অঙ্গুরী ✲
যখনে বসিবে বাদসা তামাসা দেখিতে ॥ লইয়া অঙ্গুরী সেই আপনার
হাতে ✲ তখনি অঙ্গুরী পরে দিতে তিন টোকা ॥ তাহাতে আমার প্রাণ
নাহি যাবে রাখা ✲ এ দশ হাজার পরী করিয়া সঙ্গতি ॥ হাজের হইব
আমি অতি শীঘ্র গতি ✲ আর এক বাক্য মোর শুন প্রাণেশ্বর ॥ তোমার
কারণে মোর তনু জরজর ✲ মনুষ্যের দয়া ধর্ম্ম নাহি কদাচন ॥ না জানি
পশ্চাতে তুমি করহ কেমন ✲ কুমার বলিল বাক্য শুন প্রাণধনি ॥
তোমার কারণে মোর বিদরে পরাণী ✲ পরীজাদি বলে চিত্ত স্থিরো
কুমার ॥ আপনা ইচ্ছায় আমি হইনু তোমার ✲ ধর্ম্ম সাক্ষি করে পরী

বারে বারে কয় ॥ আউওালে আখেরে যেন এই বাক্য রয় ✻ কুমার বলিল পরী দেহ অনুমতি ॥ মনালে যাইতে মোর হবে শীঘ্র গতি ✻ উভয়েতে বলা কহা করিয়া বিশেষ ॥ কুমার কন্যায় মুখে পাইয়া আদেশ চলিল এমরান সাহা রথে আরোহিয়া ॥ মনালের পথে রথ চলিল উড়িয়া দশ বৎসরের পথ দশ দণ্ডে গেল ॥ মৃনালে যাইয়া রথ ভুমি প্রবেশিল ✻ মালিনীর বাটী গেল নৃপতি নন্দন ॥ মানিক্য কেশরী স্থানে কহে বিবরণ একে একে সব তত্ত্ব জানাইল সার ॥ হেনকালে চন্দ্রবানে দেখিল কুমার ✻ ভোজের নন্দিনী তাকে দৃষ্টি করি চায় ॥ গগণের শশী যেন দেখিবারে পায় ✻ সাজ ভেশ কুমারের শোভিত আছিল ॥ ঝলকে অঙ্গের যত দেখিতে পাইল ✻ রূপ হেরি দষ্টি করি কহে চন্দ্রবান ॥ বৃথা বাক্য মন দুক্ষ দিলাম তাহান ✻ কহে ধনি পুনি পুনি দাসীকে ডাকিয়া ॥ কুমারের রূপ আজু দেখ নেহারিয়া ✻ হামিদ না হবে তার রূপের নিছানী ॥ এ পাপ কপালে মোর কি আছে না জানি ✻ কেনবা অভাগি এত করিলাম রোস ॥ না বুঝিয়া আমি তাকে দিনু কত দোষ ✻ কতবা দিয়াছি গালি চাকর বলিয়া ॥ রহিছে সে সব ঘৃণা মনেতে জানিয়া ✻ তাহার কারণে জানি কি হয় আখেরে ॥ আমার কপাল বুঝি গেল ছারেখারে ✻ কেনবা সদায় এত বলি দুর্ব্বচন ॥ আপনার মুণ্ডে আপে করিনু ছেদন ✻ পোড়া মুখে কড়া বাক্য বলিছি সদায় ॥ আহারে দারুণ বিধি কি হবে উপায় ✻ আহারে পাপীষ্ঠ মুখ কহ হেন বানী ॥ আহারে দারুণ রূপ আনিত না জানি ✻ আহারে ছুরত তনু আছিলা কোথায় ॥ আহা বিধি বজ্রাঘাত পড়িল মাথায় ✻ আহারে কনক চুড়া ত্রিভুবনে যিনি ॥ আহারে গগণ শশী তাহার নিছানি ✻ আহা বিধি গুণ নিধি নাহি মোর ভালে ॥ আহারে এ হেন রূপ নাহি ভুমণ্ডলে ✻ আহারে নয়ন অন্ধ কেন না চিনিলি ॥ আহা প্রভু জ্ঞান মোর কেনে হেরে নিলি ✻ হায়রে দুল্লভ ধন হেন কেবা পায় ॥ জুগে জুগে তপস্যা করিয়া যদি চায় ✻ মনের সন্তাপে কত কহে চন্দ্রবান ॥ ধৈর্য্যে ধরাইতে নারে আপনার প্রাণ ✻ সেরূপ মোহন ভেশ দেখিয়া আকুল ॥ হইল নৃপতি সুত মৃত্যু সমতুল ✻ কুমারে ডাকিয়া কন্যা আনে নিজ পাশে ॥ কত বাক্য কহে ধনি মনের আবেশে ✻ প্রথমে আমাকে তুমি আনিয়াছ হরি ॥ সেই দৃষ্টী মনেতে রাখিয়া বরাবরী ✻ তাহার পরেতে যেবা মনেতে তোমার ॥ সেই কার্য্য কর তুমি শুনহ কুমার ✻ শুনিয়া কন্যার তরে কিছু না কহিল ॥ বাদসার

নামদার ॥ হেনকালে উপস্থিত হইল কুমার ❋ সালাম করিয়া খাড়া জুড়ে দোন হাত ॥ বৈস বৈস বলি বাদসা বৈসায় সাক্ষাত ❋ নরপতি বলিল বাবা কহ সমাচার ॥ যেই কার্ষ্যে গিয়াছিলে কি করিলে তার ❋ কুমার বলিল বাদসা করি নিবেদন ॥ একে একে কহে তাকে সব বিবরণ ❋ মানিক্য কেশরী কন্যা যেরূপে আনিল ॥ যেরূপে রাক্ষস হৈতে খালাস করিল ❋ যে রূপেতে মালিপুরে রাখিল আনিয়া ॥ কহিল সকল কথা বয়ান করিয়া ❋ যেরূপেতে পরী সাতে মানিক্য কেশরী ॥ দেখা হৈল তাতে দিল হাতের অঙ্গুরী ❋ ফুলমতী নাম পরী থাকে পরীস্থান ॥ যে রূপে কুমার গেল পরীর দোকান ❋ যে রূপেতে পরী তাকে সম্ভাসা করিল ॥ যে রূপেতে ফুলমতি আনিতে চাহিল ❋ যে রূপে ময়দান এক আরাস্তা করিতে ॥ যে রূপেতে অঙ্গুরাতে কহিল ঢুকিতে ❋ ভাঙ্গিয়া কহিল যদি সব বিবরণ ॥ নরপতি জানিল এই অসাদ্ধ সাধন ❋ ধন্য২ বলি তাকে তুসিল বাদসায় ॥ সম্ভাসা করিয়া অতি নিকটে বসায় ❋ অধিন গোলাম কহে শুন বন্ধগণ ॥ হইবে পরীর নাট মনুষ্য ভবন ❋

ফলাতুন বাদসা পরীর নাট করার জন্য ময়দান পরিষ্কার
করে এবং মানিক্য কেশরী ও চন্দ্রবান কন্যা নাচ
দেখিতে ঐ ময়দানে যায়।

পয়ার ❋ মেরনালের নরপতি করিল ফরমান ॥ অতি পরিষ্কার এক করিতে ময়দান ❋ বেগার মজুর মাঙ্গাইল শতে শতে ॥ বৃক্ষাদি কত বা আনিল নানামতে ❋ ময়দান ঘেরাট করে চৌদিগে ঘেরিয়া ॥ চারি পাশ্বে রাখে ঠাই দরজা করিয়া ❋ মধ্য খানে পরিষ্কার রাখে অতিশয় ॥ হিঙ্গুল জড়িত যেন কত শোভাময় ❋ উপরেতে সামিয়ানা জড়িয়া গগণ ॥ তাহাতে ফানুস ঝোলে নক্ষত্র যেমন ❋ জরির কাপড় দিয়া বিছানা করিল ॥ চারি দিকে কুরসি সব সাজাই রাখিল ❋ ঘেরাটের এক পাসে বাদসা আলম্পানা ॥ বানাইল তাতে এক তাম্বু সামিয়ানা ❋ তাহাতে ফরস করে বাদসাই পছন্দ ॥ সুবর্ণের কুরছি আর জরির মছলন্দ ❋ ঢেড়ী ফেরাইয়া দিল সহর বাজারে ॥ হইবে পরীর নাট মেরনাল সহরে ❋ যে তারিখে ছিল ঠিক মনে হেন জানি ॥ তামাসা দেখিতে তথা যায় রাজা রাণী ❋ রঙ্গ রস সাজ ভেশ করে সুচারিতা ॥ সঙ্গেতে লইল নিজ দুল্লভ দুহিতা ❋ নুরবানু সাজিয়া চলিল কুতুহলে ॥ সাতে সাতে সহচরি চলে পায়দলে ❋ আপনা দুহিতা রাণী সঙ্গেতে করিয়া ॥ খিমার ভিতরে গেল

মনি মুক্তা দেখিতে বাহার ❋ এমরান কুমার কহে বাদসার সদন ॥ আলা প্যানা ছালামত শুন নিবেদন ❋ মোর দুই পাত্রি আছে মালিনী বাসরে ॥ আজ্ঞা যদি হয় এই অধিনের তরে ❋ তবে সেই পাত্রি আনিব সঙ্গতি ॥ চাকর জানিয়া আজ্ঞা দেহ মহামতী ❋ আনিবারে দিল আজ্ঞা বাদসা নামদার ॥ শুনি মালিপুরে গেল নৃপতি কুমার ❋ মানিক্য কেশরী শুনে কহে বিবরণ ॥ শুনিয়া হইল ধনি অতি তুষ্টমন ❋ কিন্তু না কহিল তাহা এমরান নৃপতি ॥ চন্দ্রবানে লিব কিনা আপনা সঙ্গতি ❋ মানিক্য কেশরী প্রতি বুঝিবারে মন ॥ না কহিয়া রাখে বাক্য অন্তরে গোপন ❋ কুমারের আজ্ঞা পাই মানিক্য কেশরী ॥ নানা অলঙ্কার অঙ্গে পড়িল কুমারী ❋ সাজ ভেশ দেখি কেশ কন্যার বাখান ॥ মনে মনে ভাবে শুনে কন্যা চন্দ্রবান ❋ দাসী সম্বোধিয়া কন্যা চন্দ্রবানে বলে ॥ কি জানি লিখেছে প্রভু আমার কপালে ❋ মাতা পিতা ছাড়ি এথা আছ পর দেশ ॥ হামিদ রহিল কোথা নাহিক উদ্দেশ ❋ এ দেশেতে মিত্র তাতে নাহি বন্ধু জন ॥ কহিতে দোসর নাহি দুক্ষ বিবরণ ❋ যার জন্যে দেশান্তরী না পাইনু তারে ॥ মদন হইয়া রিপু নেকালে বাহিরে ❋ যেই জনে মোর সনে আসিল হেথায় ॥ তাহার অন্তরে দুক্ষ দিনু অতিশয় ❋ হায়রে দারুণ বিধি না পুরিল আশা ॥ কোথায় থাকিয়া দেখ আমার তামাসা ❋ বাদসার দোয়ারে নাট করে পরীগণ ॥ দেখিতে আমাকে নাহি দিল নিরাঞ্জন ❋ বান্ধব এগানা মোর থাকিলে এ দেশ ॥ তার সঙ্গে দেখি রঙ্গ পুরিত আবেস ❋ নানামতে দাসী সাতে কহে দুক্ষ বানী ॥ মানিক্য কেশরী তাহা শুনিয়া আপনি ❋ কুমার অগ্রেতে কহে শুন প্রাণ সখা ॥ যার লাগি দেশ ত্যাগি মোর সঙ্গে দেখা ❋ যার ভাবে হৈল এবে এতেক প্রভাব ॥ তাকে ছাড়ি যেতে নারী লাগে মনস্তাব ❋ সঙ্গে করি লিয়া চল কন্যা চন্দ্রবান ॥ কুমারে শুনিয়া আজ্ঞা দিল তুরমান ❋ আজ্ঞা পাই শীঘ্র যাই মানিক্য কেশরী ॥ নিজ হস্তে সাজাইল চন্দ্রবান নারী ❋ দুই নারী যেন পরী সাজিল রূপসী ॥ গগণ মণ্ডলে শোভে রবি আর শশী ❋ দুক্ষ মনে চন্দ্রবানে কুমার সাক্ষাত ॥ বিনয় বচনে কহে শুন প্রাণনাথ ❋ রমণী অধম জাত না বুঝে কারণ ॥ দিনু গালি হৈল কালী তোমা নিজ মন ❋ সে কোপ রাখিতে মনে তোমা না জুওায় ॥ বল দেখি পালি পাখী কেবা বধি খায় ❋ না জানিয়া ঘাট কেবা না করে সংসারে ॥ অতএব বল নাথ দোস ক্ষেমিবারে ❋ প্রভুর মহিমা প্রাণ বুঝা নাহি যায় ॥ হামিদের উছিলাতে মিলিল তোমায় ❋ [illegible]

আনিয়াছ স্বরাজ্য ত্যাগিয়া * নাহি শুনিয়াছ নাথ জেলেখার গতি ॥ ইউছফ কারণে তেজে আজিজের পতি * সেই মতে ছিল নাথ মোর কর্ম্মে লেখা ॥ তোমা পাইবার হেতু তার সঙ্গে দেখা * এই রূপে মনস্তাপে বিনয় বচন * কান্দি কান্দি কহে ধনি কুমার সদন * পুর্ব্ব দিনে মনে গুণি না করিবা রোস ॥ ক্ষেমা কর প্রাণেশ্বর মোর যত দোষ * কন্যার এ সব বাক্য কুমারে শুনিয়া ॥ হস্তে ধরি প্রাণেশ্বরী লইল তুসিয়া দুই নারী গলে ধরি কহেন কুমার ॥ সত্য জান তোমা দোন জীবন আমার * মানিক্য কেশরী প্রতি কহে চন্দ্রবান ॥ রূপে গুণে বটে তুমি মোর মন্য মান * তোমার প্রতাপে মোর খণ্ডিল দুর্গতি ॥ তোমার কৃপায় নৃপ হৈল মোর পতি * চন্দ্রবান প্রতি কহে মানিক্য কেশরী ॥ কালে কালে বটি আমি তোমা আজ্ঞাকারী * দোহে দোহাকার তরে করয় সন্তোসা ॥ দাসী সঙ্গে করি যায় দেখিতে তামাসা * পরী রথ আরোহিয়া যায় রঙ্গ মন ॥ কুমার আর দাসী সঙ্গে কন্যা দুই জন * ময়দানে বেগম স্থানে খিমার ভিতর ॥ দাসী সহ গেল কন্যা রাণীর গোচর * রাণীর চরণে ধরি দুই কন্যা সতী ॥ বহু মান্যে প্রণামিল করিয়া যে ভক্তি * দুই নারী রূপে হেরি যত সখীগণ ॥ মহশ্চিতে মৃত্তিকাতে পড়ে জনে জন * নারী রূপে নারী মগ্ন নহে কদাচিত * সে দোহার রুপে মগ্ন একি বিপরীত * কিঞ্চিৎ বিলম্বে সবে চেতন পাইয়া ॥ সেবা করি সব নারী বসিল ঘিরিয়া * কন্যা সহ রাজরাণী আনন্দ উল্লাস ॥ পাঙ্খা ধরি সহচরি করয় বাতাস * নৃপতি বসিল আসি লিয়া পাত্রগণ ॥ যার যেই যোগ্য মতে করিল আসন * আসিল বহুত লোক দেখিতে তামাসা ॥ এমরান বলয় আল্লা তুমি সে ভরসা * গৃহস্থের কুল বধু কামিনী সুন্দরী ॥ যুবতী রমণী আইল লজ্জা পরিহরি * ছাওাল লইয়া কোলে নারীগণ ধায় ॥ আশি বৎসরের বুড়া ভুমেতে লোটায় * অঙ্গের বসন কার উড়ায় বাতাসে ॥ কার বস্ত্র খসি পড়ে মনের হুতাশে * কার মাথে বস্ত্র দিতে দিশা নাহি গায় ॥ উলঙ্গ হইয়া কত নারীগণ ধায় * কবরি খুলিয়া কেহুর খসি পড়ে কেশ ॥ ঘর বাড়ী কেহ ছাড়ি আসিল বিশেষ *

* পরীর নাটের শুরু *

পয়ার * ময়দানে লস্কর জমা হাজারে হাজার ॥ বন্ধু সঙ্গে করে তথা গেলেন কুমার * পরীর অঙ্গুরী যেই ছিল তার হাতে ॥ লইয়া কুমার শীঘ্র ঠুকিতে তাহাতে * পরীর আছিল এক তবলচি প্রধান ॥ মঙ্গল

সেই মঙ্গল সির্দ্ধা তথা আসিয়া পৌছিল * মেরদাঙ্গ মন্দিরা সহ হাওার উপর ॥ আসিয়া পৌছিল সেহ সবার গোচর * পুরিয়া ছত্রিশ তাল মৃদঙ্গ বাজায় ॥ একে একে দুই তাল হইল আদায় * তৃতীয় তালেতে বাদ্য বাজাইল যদি ॥ বোকামে খবর সেই পায় পরিজাদী * এ দশ হাজার পরী ফুলমতি সঙ্গে ॥ সাজ করি সব পরী চলে মন রঙ্গে সুন্য ভরে হাওয়া পরে রথে আরোহিয়া ॥ ময়দানে ভুপতি স্থানে পৌছিল আসিয়া * সত্য কাল ছিল ভাল সত্য আচরণ ॥ না লুকিত দেও পরী মনষ্য সদন * পরী জাতি আইল অতি মানব সভায় ॥ উজ্জ্বালা হইল ভালা তিমির লুকায় * দিপ্তমান হৈল যেন পুর্ণি মার শশী ॥ দেখি সবে তব্ধ ভাবে হইল হুতাশি * মেরদঙ্গ মন্দির বাজে ঢোলক তবলা ॥ সোনার নেপুর পায়ে পরী করে খেলা * এতেক ছুরত পরী তাতে অঙ্গে সাজ ॥ এ দশ হাজার পরী নাচে সভা মাঝা * পরীর ছুরত কোথা দেখেছে মানবে ॥ সে দিন দেখিয়া হেন মনে অতি ভাবে * ধেয়ানেতে রহিলেক হেরি পরীগণ ॥ মাটির মূরত মত বর্জ্জিত জীবন * নর নারী দেখি পরী উনমত্ত চিত ॥ ক্ষেণেং জ্ঞান লোভে ক্ষেণে মহশ্চিত আখি প্রকাশিয়া নারে দেখিবারে নাট ॥ নয়নে রবির জ্যোতি লাগি হেন ছাট * কেহ কেহ ঢলিয়া পড়িল মৃত্তিকাতে ॥ ঊকি মারি চাহে কেহ চক্ষে দিয়া হাতে * কত মতে চাহে তাতে রাখিতে সম্বরি ॥ ধৈর্জ্জ মানাইতে নারে যত নর নারী * যুবতী কামিনী সবে ছাড়ি নিজ ঘর ॥ নাচ দেখি মনে সুখি হুতাশ অন্তর * ঝমকেং বাদ্য বাজে সুললিত ॥ এ হেন আশ্চর্য্য দেখি সবে আকুলিত * রাজরাণী হতজ্ঞানী সেরূপ হেরিয়া ॥ ক্ষেণে সজ্ঞ ক্ষেণে মহ ধৈর্জ্জ পাসরিয়া * সাহাজাদী নুরবানু দেখিয়া ফাফর ॥ আখি উলটিয়া কম্পে হইল কাতর * তাহা দেখি মন দুঃখি রাজরাণী অতি ॥ না জানি দহিতা মোর হয় কোন গতি * কুমার নিবেদে পুনি রাণীর চরণ ॥ কহ রাণী পরী নাট দেখিলা কেমন * এহা শুনি বলে রাণী মিটিয়াছে সাদ ॥ তোমার সাহসে মোর পুরিল মোরাদ অসাদ্ধ সাধন যাহা করিয়াছ তুমি ॥ ভুমণ্ডলে তোমা সম না হইবে কমি এখন বলহ নাট করিতে বারণ ॥ মহশ্চিত হৈল যত দেখে লোক জন * এমরান শুনিয়া হেন রাণীর আদেশ ॥ ক্ষেন্ত দিতে পরীজাতে কহিল বিশেষ * পরীর সভায় কন্যা মানিক্য কেশরী ॥ নাট ক্ষেন্ত দিয়া বসে লিয়া সব পরী * নরপতি তুষ্ট অতি সভাতে বসিয়া ॥ মানিক্য কেশরী

জান এই জন তনয় কাহার ❋ বাদসা বলে নাহি জানি তাহার ঠেকানা ॥ মানিক্য কেশরী বলে শুন তার বেনা ❋ দরবারে দেখহ যারে চাকর তোমার ॥ ছফিয়ানী সুত জান এমরান কুমার ❋ বলখ সহরে বাদসা রাজ্য অধিকারী ॥ তুমি হেন কত জন আমলে তাহারি ❋ ফরজন্দ না ছিল ধন্দ মনে বহু দক্ষ ॥ ইচ্ছা তারে দেখিবারে পুত্র কন্যা মুখ ❋ তেকা-রণে প্রভু স্থানে করে আহাজারি ॥ এক পুত্র দেহ মোকে আপে খোদা বারি ❋ ভাগেং প্রভু আগে করে আলোচনা ॥ এ কুমার পয়দা হৈল পুরিল বাসনা ❋ দান ধর্ম্ম পুণ্য কর্ম্ম বহুত করিল ॥ ওস্তাদ রাখিয়া পুন বিদ্যা শিখাইল ❋ লেখিয়া পড়িয়া যবে হইল সেয়ানা ॥ কুমার প্রতিজ্ঞা মনে করিল আপনা ❋ নারী দৃষ্টি না করিব বলিল কুমার ॥ হেন বাত শুনি আল্লা হইল বেজার ❋ সেইজন্য হৈল তানে ভ্রমিতে বিদেশ॥ চন্দ্রবান নারী দেখে স্বপনে বিশেষ ❋ এই তিন রাত স্বপনেতে কি দেখিয়া ॥ অবশেষে নিজ দেশ আসিল ছাড়িয়া ❋ বহু শ্রেমে চন্দ্রবানে হরিয়া আনিল ॥ আপনারি নালিপুরে আনিয়া রাখিল ❋ ছেপাহীর ভেশে আছে তোমা আজ্ঞাকারী ॥ রত্ন জন্য গিয়া মোকে সঙ্কট উদ্ধারি ❋ সঙ্গে করে আনি-য়াছে আমার কারণ ॥ মহত্বে হইনু জিতা সঙ্কট মোচন ❋ পরীজাতি ফুলমতি আসিয়াছে যেই ॥ ধর্ম্মন্ত ভগ্নি মোর সত্ত বটে সেই ❋ মোর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করিল ফুলমতি ॥ তাহার আমার বটে হবে এক পতি ❋ অতএব নমস্কার কহি রাজ স্থান ॥ আমি আর ফুলমতি কন্যা চন্দ্রবান ❋ তোমা কন্যা মহা ধন্যা নুরবানু সতী ॥ বাঞ্ছা মনে চারি জনে ভজি এক পতি ❋ আমা সভানের পিতা হইয়া আপনে ॥ যুক্ত হয়ে মম প্রীতে এ কুমার স্থানে ❋ নর নারী যত পরী হুজুরে হাজির ॥ মুল্লুক গোলজার আছে ছুরতে পরীর ❋ পরী সবে না আসিবে মনুষ্য আলয় ॥ জোনাবে রৌশন মোর এই সে বিনয় ❋ নরপতি শুনে অতি তুষ্ট মনে মন ॥ তথা ছিল জানাইল রাণীকে তখন ❋ এত শুনি রাজ্য রাণী তুষ্ট অতিশয় ॥ আজ্ঞা দিল নিজ সুতা দিতে পরিণয় ❋ নরপতি পাইল যদি রাণীর আদেশ ॥ সবা সম্বাদিয়া নৃপ কহিল বিশেষ ❋ মোর প্রতি এক কন্যা মিলাইল বিধি ॥ ইচ্ছা মোর এ কুমার স্থানে দিতে সাদি ❋ রূপে গুণে যোগ্য বর এমরান কুমার ॥ অতএব বলি সাদ হইল আমার ❋

———০❋০———

✽ বিবাহের লগ্ন ✽

পয়ার ✽ মহাপাত্র ডাকি আজ্ঞা দিল নরপতি ॥ বাই বাদ্য যথা সাদ্ধ আনি শীঘ্র গতি ✽ সবাকে খবর কর হইতে বিজয় ॥ দুল্লভ দুহিতা মোর দিব পরিণয় ✽ চন্দ্রবান মানিক্য কেশরী ফুলমতি ॥ নুরবানু সহ মোর এ চারি সন্ততি ✽ এক সঙ্গে মন রঙ্গে দিব সয়ম্বর ॥ সেতোবি করিয়া দেহ মুল্লুকে খবর ✽ এতেক শুনিয়া বাক্য পাত্র মিত্রগণ ॥ সোনাদি করিয়া দিল সেরনাল ভুবন ✽ খবর হইল যদি সহর ভরিয়া ঠাই ঠাই বাদ্য বাই আনন্দে পুরিয়া ✽ নরপতি দুয়ারে নাট করে পরীগণ ॥ নানামত বাদ্য যত আমার ভোবন ✽ কুমার বলেন বাক্য শুন নরেশ্বর ॥ ভোজের নন্দিনী আছে তোমার গোচর ✽ ভোজ রাজা মহা তেজা রাজ্য অধিকারী ॥ তাহার দুহিতা আমি আনিয়াছি হরি ✽ হরি আনি তাকে পুনি করি পরিণয় ॥ অবশ্য সম্বাদ তাকে দিতে যুক্ত হয় ✽ এত শুনি নরপতি আনন্দ অপার ॥ পত্র এক লিখিলেক নিকটে রাজার ✽ যে রূপেতে রাজ সুত থাকিয়া বাগান ॥ যে রূপেতে স্বপনেতে দেখে চন্দ্রবান ✽ যে রূপেতে ভোজ রাজার মুল্লুকে পৌছিল ॥ যে রূপেতে চন্দবানে হরিয়া আনিল ✽ হরি আনি রাখে পুনি মালিনীর ঘর ॥ লিখিল সকল কথা ভাঙ্গিয়া বিস্তর ✽ মোর কন্যা নুরবানু ফুলমতি পরী তোমা কন্যা চন্দ্রবান মানিক্য কেশরী ✽ এই চারি কন্যা বিবী দিব তার স্থানে ॥ কপা বাসি এথা আসি দেখিবা নয়নে ✽ এরূপ লিখিয়া পত্র করে দিল খাম ॥ উপরে লিখিয়া দিল ভোজ রাজা নাম ✽ রাজা বলে কেবা যাবে পত্র লিয়া তথা ॥ কুমারে বলিল পত্র দিবাম আলবত্তা ✽ মানিক্য কেশরী এহা শুনিয়া শ্রবন ॥ ফুলমতি অগ্রে কহে মধুর বচন ✽ রথ এক দেহ ভগ্নি সহ এক পরী ॥ ভোজের দেশেতে যাবে সঙ্গে লয়ে পরী ✽ ফুলমতি শুনি সেথা পরী আজ্ঞা দিল ॥ পত্র সহ রথে পরী উড়িয়া চলিল ✽ ভোজের দেশেতে শীঘ্র পৌছিল যাইয়া ॥ ভুমি প্রবেশিল পরী রথ নামাইয়া ✽ ভূমিগতে পত্র হাতে গেল রাজস্থান ॥ যত্ন করে দিল পত্র রাজা বিদ্যমান ✽ পত্র পাই ভোজরাজা লইয়া নিজ হাতে ॥ পত্র পাঠে অবগত তুষ্ট নানামতে ✽ কৃষক পাইল যেন বরিসার পানি ॥ তেন মতে তুষ্ট হৈল রাজা আর রাণী ✽ কন্যার কুশল বার্ত্তা জানি সর্ব্ব লোগে ॥ চিন্তা নাসি হাসি খুসি হৈল বাগে বাগে ✽ উজির তনয় যেই হামিদ কুমার ॥ আচম্বিত বজ্রাঘাত মুণ্ডে পরে তার ✽ ভোজ রাজা মহাতেজা

লিয়া দাস দাসী ॥ পাত্র মিত্র সকলে হইয়া মন খুসি ✽ রাজ রাণী সঙ্গে তিনি লিয়া লোক জন ॥ মেরনালে যাইতে বাদসা করিল গমন ✽ পত্র লিয়া যেই রথে পরী গিয়াছিল ॥ লোক জন সহ রাজা সে রথে চড়িল ✽ মেরনাল যাইতে পথ এক মাহিনার ॥ একই দিবসে রথ গেল তথা-কার ✽ ভূমি প্রবেশিল রথ মেরনালে যাইয়া ॥ ফলাতুন নরপতি খবর পাইয়া ✽ আগু বাড়াইল বাদসা লিয়া লোক জন ॥ অন্তপুরে লিয়া গেল খোসালিত মন ✽ দেখিয়া পরার ঠাট ভাবে মহারাজ ॥ বলে একি অপরূপ বিপরীত কাজ ✽ চন্দ্রবান কন্যা আসি প্রণামে চরণ ॥ নিজ সুতা পাই কোলে লইল রাজন ✽ চন্দ্রবান সঙ্গি দাসী আসিয়া সাক্ষাত ॥ দোহাকে প্রণাম করে পদে দিয়া হাত ✽ কন্যা দেখি কান্দে রাণী ধরিয়া গলায় ॥ আহারে দুহিতা মোর আছিলা কোথায় ✽ এই রূপে কান্দে রাণী খুনির কান্দন ॥ কন্যা আর রাজা কান্দে যত লোক জন অপরে কুমার মনি সাক্ষাতে আসিয়া ॥ দোহাকারে প্রণামিল আদব রাখিয়া ✽ ফলাতুন তুষ্ট মন বৈসে রাজ স্থান ॥ লস্কর ঘিরিয়া সব ধরিয়া যোগান ✽ মেরনালেতে কত মতে নানা রঙ্গ ঠাট ॥ ঘরে ঘরে বাদ্য ধনি নৃত গীত নাট ✽ নরপতি দ্বারে বাদ্য বাজে সুললিত ॥ ধমকে ধমকে বাজে মনোহর গীত ✽ ঢাক ঢোল কাড়া কাসি ভেউর কর নাল ॥ দোসরী মোসরী বাজে নানা রঙ্গ তাল ✽ সানাই ক্রনাল বাজে মন্দিরা মৃদাঙ্গ ॥ খঞ্জরি ঝাঞ্জরি বাজে ছেতারা মোছঙ্গ ✽ বেনাবেনি মধু বানী মরুয়া খরুয়া ॥ চৌরাসি রকমে বাদ্য বাজায় ঘিরিয়া ✽ বন্দুক কামান শব্দ শুনি চমৎকার ॥ ছাড়য় আতস বাজি করি হুহুঙ্কার ✽ পরী নাট করে সাট কম্পায় মেদিনী ॥ নাটক নাটুয়া নাচে করে জয়ধ্বনি ✽ ফলাতুন তুষ্ট মন রসরঙ্গে অতি ॥ দুলা আনিবারে আজ্ঞা দিল মহামতি সাজিল এমরান সাহা করি নানা সাজ ॥ নক্ষত্র মণ্ডলে যেন চন্দ্রের সমাজ ✽ সাজ ভেশ করি শেষ আপনি এমরান ॥ যাইয়া প্রণাম করি বৈসে সবাস্থান ✽ রূপ হেরি নরনারী হৈল চমৎকার ॥ পরী সবে মনে ভাবে দেখিয়া কুমার ✽ কেহ বলে এ কুমার না হবে মনিস্ব ॥ কেহ বলে পরী সুত হইবে অবিশ্ব ✽ কেহ বলে স্বর্গ শশী লয়ে মোর মন ॥ মায়াছালে আসিয়াছে ভ্রমিতে ভোবন ✽ কেহ বলে হইবেক দেব পুরান্দর ॥ মানব হইবে কেবা হেন কলেবর ✽ কেহ বলে বুঝিলাম খেয়াল খোদাই ॥ ইউছুফ ফিরিয়া বুঝি এল এই ঠাই ✽ এ রূপেতে নানামতে কহে লোক

জন ॥ কুমারীর রূপ হেরি মহ পরীগণ * রচক রচিয়া কহে ভাবে কর তার ॥ আল্লা যাকে রাজি থাকে কি ভয় তাহার *

* কন্যাদের সাজ *

পয়ার * বাহিরেতে সব সাতে দুই নরপতি * কুমারে লইয়া বৈসে মন রঙ্গে অতি * অন্তঃপুরী কন্যা চারি দুই রাণী লিয়া ॥ শতে শতে সহচরি চৌদিগে ঘিরিয়া * উত্তম গঙ্গার জল আনি সখিগণে ॥ বসাইল কন্যা চারি বিচিত্র আসনে * সোন্দা মেথি হরিদ্রা পিসিয়া বাটা ভরি ॥ আগর চন্দন আর কুঙ্কুর কস্তুরি * মনান্দিতে উল্লাসিতে মিলি সব সখি ॥ চারি কন্যা অঙ্গে অঙ্গে দিল মাখি মাখি * একে একে কন্যা পাসে সখি শতে শতে ॥ নাচ গীত আনন্দিত মন হরষিতে * স্নান করাইয়া কন্যা আঙ্গিনার পরে ॥ সখি সবে মিলি মিলি সুবর্ণ মন্দিরে * মানিক্যেতে শোভা তাতে ছিল সেই ঘর ॥ জরির গালিচা তাহে দেখিতে সুন্দর * সারি সারি কন্যা চারি সহচরি গণে ॥ বসাইল লিয়া তাতে পরম যত্তনে সুবাসি শীতল তৈল শির মুলে দিয়া ॥ চাচর করায় কেশ সখিরা মিলিয়া হাতেং চাচরেতে বানাইল কেশ ॥ বেনিতে কবরি বান্ধে অপরূপ ভেশ সুবর্ণ জড়িত চাদ মানিকের খোপা ॥ রত্তন গুঁয়া দিয়া সাজাইল খোপা সিতায় সিন্দুর সিতি পাটি ঝলমল ॥ কপালে তিলক ফোটা নয়ানে কাজল * হাসলি হাসরা গলে রক্ত মুক্তাহার ॥ নাসিকাতে গজমতি মদন ঝঙ্কার * কানেতে পিপল পাত সুবর্ণের বালি ॥ লহরে ঝুমকা শোভে কণ্ঠে চাপা কলি * বাহু যোগে বাজুবন্দ করেতে কাঙ্গন ॥ কমরে ছিকল শোভে ভুবন মোহন * চরণে নেপুর খাড় মুকুতা প্রবল ॥ পৈরণে সোনালি সাড়ি অঙ্গে ঝলমল * নানা অলঙ্কার অঙ্গে শোভায়ে বাহার ॥ হৃদয় কাঞ্চলি বুটা নক্ষত্র আকার * যগ কুচে দির্ব্ব বস্ত্রে বেকত যুগল ॥ যে দিয়া বসন নিও করে ঝলমল * এক ডাল দুই ফল অপরূপ ভেশ ॥ আখি প্রাণ উচাটন কি কব বিশেষ * সুজনে দেখিলে মনে চাহিত বাসনা ॥ লিখিলে পুস্তক বাড়ে সে সব বয়না * সাজিলেক চারি কন্যা ত্রিলক্ষ মোহিনী ॥ থাকুক মনিস্ব তাহা দেখি ভুলে মনি * চারি কন্যা মহাধন্যা বটে সম সম করে শোভা মন লোভা নহে বেশকম * বসিলেক চারি কন্যা মুণ্ডে আবরণ ॥ দুলা করি মিলাইয়া সহচরি গণ * কহে কবি কিবা খুবি প্রভু সখা যার ॥ সহস্র সঙ্কট তার নিমিসে উদ্ধার *

দুলাকে গছ ফেরায় এবং বিবাহ হওয়ার বয়ান।

ত্রিপদী * ফলাতুন মহারাজ, বুঝিয়া উত্তম কাজ, আদেশিল উজির

গোচর ॥ হস্তি ঘোড়া রথ রথি, সাজাইতে শীঘ্রগতি, বুলানি ফিরাইতে নিতে বর ✻ লোক জন সাজাইল, মাতঙ্গে আম্বারি দিল, সে মাতঙ্গেরে নৃপ সুত ॥ কত কত ঐরাবত, চলিলেক শতে শত, ঘোটক সোওয়ারি কত দূত ✻ কত বা ছওয়ারি চলে, ঘোড়া গাড়ি পায়দলে, বাই বাগু করে গীত নাট ॥ নব নব সহচরি, পরীগণ সারি সারি, কাতার বান্ধিয়া ধরে ঠাট ✻ বন্দুক কামান কত, তোপ দাগে শতে শত, মহি কম্পে লস্করের দাপে ॥ বুলানি ফিরাই পতে, নাচে গাহে নানামতে, ধুনকে মেরনাল রাজ্য কাঁপে ✻ নগর ফিরিয়া আইসে, যযন করিয়া বৈসে, অজুদেং লোক জন ॥ মেরনালের নরপতি, আর যত মহামতি, একত্র বসিয়া সর্ব্বজন ✻ পাত্রমিত্র মিলি সবে, বিবাহ মঙ্গল তবে, রিত মতে সাদে সব কাজ ॥ ফলাতুন নরপতি, চারি কন্যা মহাসতী, বিবাহ দিলেক মহারাজ ✻ ইজাব কবুল হৈল, সবে আশীর্ব্বাদ দিল, কর জোড়ে আমিনং ॥ প্রভুর মহিমা যাহা, কে বুঝিতে পারে তাহা, তার বাক্য জানিবে একিন ✻ বিবাহ আদায় পরে, সবাকে প্রণাম করে, এমরান কুমার নেকনাম ॥ ভোজ রাজা ফলাতুনে, প্রণামিলা দুই জনে, বলে সবে পুরে মনস্কাম ✻ ফলাতুন মহামতি, বুঝিয়া কাজের গতি, আজ্ঞা দিল সহচরি গণে ॥ কুমার সঙ্গাতি করি, শীঘ্র যাহ অন্তঃপুরী, বর মালা কর এক স্থানে ✻ চারি কন্যা অন্তপুরে বর মালা একান্তরে, মিলাইল রস রঙ্গে অতি ॥ আতর গোলাপ তবে, খেপিতে লাগিল সবে, বৃষ্টী হেন হইবেক গতি ✻ চারি বালা এক বর, মধ্যখানে শশধর, চারি পাসে ঘিরে রামাগণ ॥ ইন্দ্রের কামিনী হেন, নব নব রামাগণ, নাচে গাহে পুলকিত মন ✻ নাজ সাজ করি কত, নারীগণ শত শত, রঙ্গে রসে খেলায় ধামালি ॥ কেহ কার বস্ত্র টানে, কেহ কারে ধরি আনে, আনন্দে করয় ঠেলাঠেলি ✻ সোনার নেপুর পায়, নাচিয়া সাহানা গায়, আখি ঠারি পুরুষ ভুলায় ॥ কাহর পৈরাণ সাড়ি, হস্তে ধরি গড়াগড়ি, খুসিতে ভাবিয়া মহজায় ✻ কেহ কেহ দিগাম্বরি, পরা সঙ্গে সহচরি, কেহ কেহ লুটায় ভুমিতে ॥ রকম ঠকম করে, নানা ছলে ভেশ ধরে, ঘিরি রঙ্গ দেখে সকলেতে ✻ হাতে হাতে দিয়া তালি, পড়ে সবে হালি ঢুলি, খুসিতে উলঙ্গ কত জন ॥ হাশ্যহান করে সবে, লজ্জা নাস্তি তুষ্ট ভাবে, মহিত হইল তাতে মন ✻ পাত্রের রমণীগণে, অধিক আনন্দ মনে, জুলুয়া গাহেন্ত শব্দ করি ॥ শত শত বেশ্যা নারী, নাচে গাহে উচ্চস্বরি, পরীগণ নাচে সারি সারি ✻ যত সাধু নারীগণ, রূপ হেরি অলক্ষণ, কামিনী মজন সেই বর ॥ মদনে মজিয়া মন, কামে মগ্ন জনে জন,

দিবা ভ্রম তনু ঝর বর ❋ নিজ জ্ঞান পরিহরি, রহিল কুমার হেরি, ত্যাগি সব কলঙ্কের ভিত ॥ মন মর্ত্তে হাশ্য লাস, কুমারের চারি পাস, নারীগণ উম্মত্তরিত ❋ ইছুফেরে দেখি যেন, যত সব রামাগণ, কাটে সব নিজং হাত যুবা বৃদ্ধ নারা সবে, রূপ হেরি সেই ভাবে, মদনেতে দহিল নেহাত ❋ কেহ বলে আহা মরি, এই রূপ পরিহরি, কি মতে যাইব নিজ ঘর ॥ কেহ বলে যদি পুনি, পাই হেন গুণমনি, হৃদয়ে তুলিয়া দেই কর ❋ এই রূপে নারীগণে, কহা বলা জনে জনে, অধিন গরীব কহে সার ॥ কেনে সবে ভাবি মিছে, যাহার কপালে আছে, আসা পুর্ণ হইল তাহার ❋

পয়ার ❋ নাচিয়া গাইয়া সবে হৈল হরষিত ॥ বাজায় বিজয় বাজ্য অতি সুললিত ❋ যত পরী সারি সারি মনিস্ব সমাজ ॥ নাচে গাহে দেখি তাহে তুষ্ট মহারাজ ❋ ফলাতুন বাদসা আর ভোজ মহিপাল ॥ দান দিয়া তুষ্ট করে দক্ষিত কাঙ্গাল ❋ ইনাম বখসিস দিয়া সবে নেওাজিল ॥ নানা দ্রব্য উপহারে খানা খেলাইল ❋ কিসমিস বাদাম আর খোরমা খেজুর ॥ ফালুদা মোনক্কা পেস্তা সরবত আঙ্গুর ❋ কোরমা কালিয়া ঘিণি সার ননি তায় ॥ ভাতে ভাতে নানামতে ভোজন করায় ❋ খানা খায় দান পাই প্রতি জনে জন ॥ আশীর্ব্বাদ করে সবে অতি তুষ্ট মন ❋ যার যে বিদায় হই চলে নিজ ঘর ॥ অপরে বিদায় মাঙ্গে পরীর লস্কর ❋ ফুলমতী পরীজাদি সবাকে ডাকিয়া ॥ আজ্ঞা দিল যাহ চলি রথে আরোহিয়া ❋ ফুলমতি পদে সবে করিয়া প্রণাম ॥ চলি গেল সব পরী সহর মোকাম ❋ চারি কন্যা সহ তথা বসিয়া কুমার ॥ একাত্র ভোজন করে দ্রব্য উপহার ❋ নিতি মতে এক সাতে খায় খানা পিনা ॥ অপরে আদায় করে নামাজ সোক্‌রানা ❋

কুমার কুমারীদিগের বিপুল উল্লাস।

পয়ার ❋ নর নারী সকলেরি পুরিল মুরাদ ॥ যার যেই চলি গেল দিয়া আশীর্ব্বাদ ❋ রহিলেক ভোজ রাজা লিয়া লোক জন ॥ ফলাতুন সাহা অতি হরষিত মন ❋ অন্তঃপুরে খুসি সবে মিলিয়া সকলে ॥ কুমার কুমারী নিল বিরল মহলে ❋ চারি কন্যা সহ আপে এমরান কুমার ॥ বিরল মন্দিরে গেল আনন্দ অপার ❋ মন্দিরেতে আছে কত কামরা কোঠরী ॥ সুবর্ণ পালঙ্গ তাহে আছে সারি সারি ❋ মানিক্য রতনে জড়ি আছে সে পালঙ্গে ॥ চারি কন্যা চারি কোঠে প্রবেশিল রঙ্গে ❋ বিরলে নিরলে গেল আসক মাস্থক ॥ পুরিল মনের বাঞ্ছা খণ্ডিলেক দুক্ষ ❋ প্রভু

বেলওয়ারী ফানুস জলে কোঠরি ভিতরে ॥ বসিল কুমার গিয়া পালঙ্ক উপরে ❋ চন্দ্রবানে ভাবে মনে পুর্ব্বকার থানা ॥ কুমারে দিয়াছি গালি আমি অভাগিনী ❋ সে বাক্য ভাবিয়া কন্যা ধরি নিজ হাতে ॥ সাড়ির অঞ্চল টানি দিতে চাহে মাথে ❋ কুমার ধরিয়া বস্ত্র ফেলিল টানিয়া ॥ তুলিয়া লইল কোলে পাই প্রাণ প্রিয়া ❋ ক্ষেণে মুখে ক্ষেণে বুকে দিয়া নিজ কর ॥ বলে হেন হৈল কেন চরিত্র তোমার ❋ চন্দ্রবান বলে প্রাণ নহে অন্তরিত ॥ পুর্ব্বকার দোষ মোর ক্ষেমিতে উচিত ❋ বলিয়াছি কত বাক্য না বুঝিয়া সার ॥ এত শুনি বলে পুনি নৃপতি কুমার ❋ যে রূপেতে বাগানেতে লিয়া লোক জন ॥ নারী বাক্য শুনি দুক্ষ কুমারের মন ❋ যে রূপেতে বিভা হেতু পিছা মহামতি ॥ উজিরে ভেজিয়া ছিল শুনি ক্রোদ্ধ অতি ❋ এক নিশি মন খুসি শুইয়া আছিল ॥ নিদ্রাগতে কেবা তাতে পান পিক দিল ❋ দ্বিতীয় রজনী পুনি কি রূপে আসিয়া ॥ গোলাবি চাদর নিল বদল করিয়া ❋ দেখিয়া আশ্চর্য্য কর্ম্ম তৃতীয়া রজনী ॥ স্বজাগে শুইয়া থাকি মনে ভয় গুণি ❋ রথে আরোহিয়া পরী আসিয়া তথায় ॥ মোর পাসে আসি বসে দেখিনু তাহায় ❋ তোমা হেন রূপ যেন নাহি বেশী কম ॥ দেখিয়া ঘটিল মোর সঙ্কট বিষম ❋ কৈ গেল কৈ গেল বলি ভ্রমিনু বিশেষ ॥ দৈবগত লই স্থিতি তোমা পিতা দেশ ❋ সেই স্থান গিয়া প্রাণ পাইনু কুশল ॥ চাকর হইয়া থাকি চরাই ছাগল ❋ পাইনু তোমার দেখা প্রভুর কৃপায় ॥ হামিদ উছিলা হেতু পাইনু তোমায় ❋ বিনা দুক্ষে কেবা কোথা পাইল মাশুক ॥ সব দুক্ষ পাসরিনু দেখি তোমা মুখ ❋ পুর্ব্বকার বাক্য মোর নাহি কিছু রোস ॥ প্রভুর মহিমা সব তোর কিবা দোষ ❋ এত বলি গলাগলি করে দুইজন ॥ মুখে মুখ দিয়া করে বদন চুম্বন শুতিল পালঙ্গ পরে অঙ্গে অঙ্গে জড়ি ॥ ভোজঙ্গ সঙ্গমে যেন করে গড়াগড়ি ❋ আহাস্তে হৃদয় পরে রাখিলেক হাত ॥ তপসিয়া পাইল যেন তীর্থ জগন্নাথ ❋ আনন্দে পাইল চক্ষু ভিক্ষকে রতন ॥ মৃতা দেখি মধ্যে যেন সঞ্চরে জীবন ❋ অঙ্গে অঙ্গে নানারঙ্গে মন কুতুহলে ॥ বুকে বুকে মুখে মুখে ধরি গলে গলে ❋ পালঙ্গে সুতিল দোন পরাণে পরাণ ॥ করাতে চিরিয়া নারে করিতে দুখান ❋ দেখিয়া মেঘের গতি মউর হুতাশ ॥ টলমল করে অঙ্গ প্রেমের বাতাস ❋ উন্মত্ত হৈল রিত না যায় সহন ॥ লহরে তরঙ্গ জোস সমুদ্রে গহন ❋ পুরুষ রমণী মাঝে যে যে ব্যবহার ॥ পুরাইল মোন বাঞ্ছা কুমারী কুমার ❋ পুষ্প ডালে বসি অলি মধু করে পান ॥ কহে শুনে দুই জনে নিজ বিবরণ ❋ এই রূপে [illegible]

প্রহরেক নিশি ॥ তাম্বুল কর্পূর খাই মনে অতি খুসি * মানিক্য কেশর কন্যা স্থানে পুনি গেল ॥ এরূপ মোহিত রঙ্গ তথায় করিল * দ্বিতীয় প্রহর নিশি রহিল তথায় ॥ আনন্দ আমোদ অতি করিল দোহায় * ফুলমতি পরীজাদি নিদ্রায় পিড়ীত ॥ তথায় কুমার গেল মনে আনন্দিত * শুতিল পালঙ্গ পরে স্মরি কর তার ॥ ভয় গুণি নিদ্রা ভঙ্গ না করে কন্যার * মনে ভাবে ফুলমতি বটে পরীজাত ॥ আহাস্তে হৃদয় পরে রাখিলেক হাত * বেলওারি ফানুস জলে আলয় করিয়া ॥ চৈতন্য পাইয়া ধনি উঠে সিহরিয়া * দেখিলেক নিজ পতি ধড়ের পরাণ ॥ মন সুখে চন্দ্র মুখে তুলি দিল পান * ইঙ্গিতে বুঝিল সাহা কুমারীর রীত ॥ নিজ সখা জানি কোলে লইল ত্বরিত * অধরে অধর দিয়া রহে দুই জন ॥ মুখে মুখ দিয়া করে বদনে চুম্বন * উথলিল ভব নদী তরঙ্গ বাতাসে ॥ সাধিল আপনা কার্য্য মনের আবেশে * তৃতীয় প্রহর নিশি গগণে উদিত ॥ নুরবানু আগে সাহা গিয়া উপনীত * স্বজাগে আছয় ধনি সুতি পালঙ্গেতে ॥ কুমারে দেখিয়া বস্ত্র দিতে চাহে মাথে ॥ কুমার দেখিয়া বস্ত্র ফেলিল টানিয়া বসিল পালঙ্গ পরে কন্যা কোলে লিয়া * মধু কীট পাই নিট সুগন্ধের বাস ॥ মধু পান হেতু মন হইল হুতাশ * হৃদয়েতে হস্ত দিয়া পাইল নিসান ॥ ফুটিল কুসুম কলি করি অনুমান * সাধিলেক নিজ কর্ম্ম মন হরষিত ॥ দুক্ষ দশা দুরে গেল পুরিল বাঞ্ছিত * নিশি শেষে হইলেক প্রভাত সময় ॥ করিল স্নান অজু নৃপতি তনয় * বাদসার দ্বারে সব লস্কর সঙ্গতি ॥ সভা করি বসিয়াছে দুই নরপতি * সাজ ভেশ আপনার করিয়া কুমার ॥ ভূপতি অগ্রেতে গেল ভাবি কর তার * সালাম আলেক করে মান্যতা রাখিয়া ॥ প্রণামিল নৃপতির চরণ ধরিয়া * বন্ধুকে প্রণাম করে বুঝি হিতা হিত ॥ আশীর্ব্বাদ দিল পুরে মনের বাঞ্ছিত * জামতা দেখিয়া রাজা করিয়া আদর ॥ হস্ত ধরি বসাইল সবার গোচর * ভোজ রাজা ফলাতুন জামতা সহিতে ॥ একত্রে বসিয়া খানা খায় খোসালিতে * ভোজের লস্কর যত আছিল সঙ্গতি ॥ ভোজন করিল সবে মন তুষ্ট অতি অপরেতে ভোজ রাজা ফলাতুন সঙ্গে ॥ আন্দরে চলিয়া গেল অতি মন রঙ্গে * চন্দ্রবান ফুলমতি মানিক্য কেশরী ॥ নুরবানু ক্ষীণ তনু রাজার কুমারী * একত্রে আসিয়া এই কন্যা চারি জন ॥ ভক্তি ভাবে প্রণামিল দোহার চরণ * ভোজের ঈশ্বর পুনি কুমারে ডাকিয়া ॥ কন্যা জামতার অগ্রে বহুত কহিয়া * ফলাতুন নৃপ সাতে বলিয়া বিশেষ ॥ রওানা হইয়া

বাড়ে দনা পিরীত রাজার ❋ সাহাজাদা বলি নাম হইল প্রকাশ ॥ নৃপতি নির্ব্বাসে বঞ্চে আনন্দ উল্লাস ❋ এক দিন নৃপ স্থানে কহিল কুমার ॥ শুন বাদসা আলম্পানা আরজ আমার ❋ পুরাণা চাকর যত দিয়াছেন বিদায় ॥ বাহাল করিতে যুক্ত তাহা সবাকায় ❋ শুনিয়া নৃপতি সবে ডাকিয়া আনিল ॥ যার যেই কর্ম্মে তাকে নিযুক্ত করিল ❋ বাদসাই দস্তুর মতে করে রাজ্য কাজ ॥ কুমার আনন্দে আছে নৃপতি সমাজ ❋ কখন কখন যায় করিতে শিকার ॥ যোন সাধে যায় কভু ফিরিতে বাজার বন্ধ স্থান যায় কভু মনের আবেশ ॥ কখন বাগানে ফিরে হরিশ্ব বিশেষ ❋ কহে করিব প্রভু ভাবি অধিন লাচার ॥ আল্লা যাকে সখা থাকে কিবা দুক্ষ তার ❋

এমরান কুমার মাতা পিতাকে স্বপনে দেখিয়া আপন
দেশে গমন করিবার বয়ান।

পয়ার ❋ এক নিশি মন খুসি এমরান কুমার ॥ চিত্তা সুখে নিদ্রা যায় পালঙ্গ মাঝার ❋ দোয়াজ প্রহর নিশি হইল যখন ॥ নিদ্রাতে কুমার মনি দেখিল স্বপন ❋ বলখের নরপতি কুমারের বাপ ॥ রাজ্য পাট ছাড়ি সেহ মনেতে সন্তাপ ❋ পুত্র বলিয়া কান্দয় দিবানিশি ॥ জনক জননী দোহে সদায় হুতাশি ❋ এতেক স্বপন যদি দেখিল কুমার ॥ নিদ্রা ভঙ্গ উঠি সবে পালঙ্গ মাঝার ❋ উচাটন হৈল মন দেখিয়া স্বপন ॥ চিন্তায় সমস্ত নিশি করিল জাপন ❋ নিশি গুজারিয়া গেল প্রভাত সময় ॥ উঠিয়া নামাজ পড়ে নৃপতি তনয় ❋ চিন্তা যুক্ত বসি ভাবে বিরস বদন ॥ না আছে মুক্ষের হাসি না কহে বচন ❋ তাহা দেখি চন্দ্রবান মানিক্য কেশরী ॥ ফলমতি নরবান এ চারি কুমারী ❋ কর জোরে নিবেদয় কুমার চরণ ॥ কেনে হেন দেখি প্রাণ বিরস বদন ❋ চারি কন্যা বিনয়েতে কহে ভক্তি ভাবে ॥ বুঝি কোন অপরাধি কর মোরা সবে ❋ যার প্রতি দোষ ঘাট হইয়াছে জান ॥ শাস্তি কর নিজ হস্তে দিয়া অপমান ❋ কি আছে তোমার মনে করহ প্রকাশ ॥ নহে আমা সবাকেরে করহ বিনাশ ❋ কুমার বলিল শুন দক্ষ বিবরণ ॥ নিজ দেশে যেতে মোর হইল স্মরণ ❋ মাতা পিতা পরিহরি হইনু বিদেশী ॥ তেকারণে মোর জন্যে মা বাপ হুতাশি ❋ মা বাপের চিত্তে আমি দিনু দক্ষ ভার ॥ বল দেখি পরকালে কি গতি আমার ❋ তেকারণে নিজ স্থানে করিবারে গতি ॥ কহ সার তোমাকার কিবা অনুমতি ❋ কন্যা সবে বলে তবে শুন প্রাণেশ্বর ॥ তোমার অধিন মোরা আছি নিরন্তর ❋ [illegible]

মোরা তথা তোমা সঙ্গে যাব * পর্ব্বত কাননে যদি যাহ প্রাণনাথ ॥
তবেই আমরা যাব তোমা সঙ্গি সাত * শুনিয়া এহেন বানী নৃপতি নন্দন
তুষ্ট হয়ে রামাগণে দিল আলিঙ্গন * নুরবানু মাতা আগে গেল শীঘ্রগতি
কহিল সকল কথা কুমার ভারতী * নৃপতি নিকটে পুনি কহে অবশেষে
তোমার জামতা বাবা যেতে চাহে দেশে * মা বাপ স্মরিয়া চিত্ত হুতাশ
কুমার ॥ নিশ্চয় চলিয়া যাবে না রহিবে আর * এত বাক্য শুনি দুক্ষ
নৃপতির মন ॥ কুমারে ডাকিয়া আনে আপনা সদন * নৃপতি বলিল বাবা
কিবা তোমা গতি ॥ নিজ দেশে যেতে বুঝি হৈল তোমা মতি * অতএব
বলি বাবা মনেতে বাঞ্ছিত ॥ গৃহে মোর পুত্রবর না হৈল নিশ্চিত * তুই
মম পুত্র সম জিবের জীবন ॥ ধন রত্ন রাজ্য পাট তোমার কারণ * রাজ
পাটে বসি বাবা কর কারবার ॥ বাদসাই শুপিয়া দিনু সকলি তোমার *
কুমার বলিল সাহা আরজ জানাই ॥ মাতা পিতা পরিহরি আইনু এই
ঠাই * আমি বিনে পুত্র কন্যা না হইল আর ॥ আসিয়াছি তাহা সবে
দিয়া দুক্ষ ভার * পিতা মোর ছুফিয়ান নৃপ মহামতি ॥ সাত মুল্লুকের
বাদসা বলবান অতি * তাহার তনয় আমি শুন আলম্পানা ॥ আমি বিনে
রাজ্য পাট সকল বিরানা * যদি মোকে আজ্ঞা সাহা দেহ একবার ॥
যাইয়া দর্শন করি সাক্ষাৎ পিতার * কত দিন সেই স্থান বিশ্রাম
করিয়া ॥ তোমা উদ্দেশিয়া পুনি আসিব ফিরিয়া * এত শুনি ভাবি গুণি
বাদসা ফলাতুন ॥ আজ্ঞা দিল যাহ বাপু রাখিবা স্মরণ * আজ্ঞা পাই
তুষ্ট হই নৃপতি কুমার ॥ বাজারে বন্ধুর স্থানে গেল পুনর্ব্বার * বিদায়
সম্বাদ কহে বন্ধুর সাক্ষাত ॥ শুনিয়া তাহার মুণ্ডে পড়ে বজ্রঘাত * কুমা-
রের গলে ধরি কান্দে মহাজন ॥ কহ বন্ধু আমাদেরে কেনে বিশ্বরণ *
বিনয় বচনে কত কহিয়া কুমারে ॥ আমানতি টাকা আনি দিল তার পরে
তিন লক্ষ টাকা ছিল পোদ্দারের পাস ॥ কুমারে দেখিয়া তাহা আনন্দে
উল্লাস * পোদ্দারের হাতে ধরি কহে জাহাবাজ ॥ তোমা উছিলাতে
মোর সিদ্ধি হৈল কাজ * খাল যদি জুতি করি দেই তোমা পায় ॥ তবু
বন্ধু তোমা গুণ না হবে আদায় * বহুত প্রসংশা করি বন্ধুকে আপন ॥
একলক্ষ টাকা তাকে করিলেন দান * কহিল বাদসা পুনি আসিতে এথায়
গলেং মিলি দোন হইল বিদায় * দুই লক্ষ টাকা লিয়া গেল মালিপুর ॥
কহিল বিদায় বার্ত্তা মালিনী হুজুর ॥ এক লক্ষ টাকা দান মালিনীকে
দিয়া ॥ নৃপতি অগ্রেতে গেল খোসাল চলিয়া * গরীব দুক্ষিত গণ ডাকিয়া

আনিল ॥ বাকী এক লক্ষ টাকা লুটাইয়া দিল * নৃপতি দেখিয়া এহা হরিশ্ব বিশেষ ॥ কুমারে যাইতে দেশে করিল আদেশ * দেহাজের দ্রব্য কত দিল আনিবার ॥ ধন রত্ন দিল কত খুলিয়া ভাণ্ডার * দাস দাসী খাওাছ গোলাম ভাতে ভাতে॥বস্ত্র অলঙ্কার আদি দিল নানামতে* ফুল-মতি পরীজাদি হরিশ্ব অন্তর ॥ মিষ্টভাশে কহে বানী কুমার গোচর * কি রূপে যাইবা দেশে শুন দয়াময় ॥ পথে ঘাটে নদী নালা আছে অতিশয় হস্তি ঘোড়া লিয়া যদি চল প্রাণেশ্বর ॥ সে সব হইতে পার অধিক দুস্কর * রথে আরোহিয়া যদি চল মহামতি ॥ তবেত যাইতে পার অতি শীঘ্রগতি * এমরান বলিল যাহা লয় তোমা চিত ॥ সেইমত কার্য্য কর কহিল নিশ্চিত * আজ্ঞা পাই ফুলমতি আরাধি তখন ॥ আনিল পরীর রথ যাইতে কারণ * দেহাজের দ্রব্য সব উঠাইল রথে ॥ দাস দাসী সব আসি চড়িল তাহাতে * চন্দ্রবান ফুলমতি মানিক্য কেশরী ॥ নুরবানু সহ মিলি এ চার কুমারী * রাজা আর রাণী আগে বহুত কহিয়া ॥ প্রণামিল দোহাকার চরণ ধরিয়া * কান্দিয়া কাতর অতি রাজা আর রাণী ॥ লোক জন কান্দে সবে লুটায় ধরণী * শ্বশুর শাশুরী পদ্দে প্রণামী কুমার ॥ রথে আরোহিয়া সবে স্বরি কর তার * এমরান কুমার যদি দেশেতে চলিল ॥ মৃনালের লোক সব মন দুখী হৈল * হুতাশ হইল অতি বাদসা ও বেগম ॥ জানতা দুহিতা লাগি দগধে মরম * লোক লওাজিম লিয়া নৃপতি নন্দন ॥ চারি কন্যা সহ গিয়া রথে আরোহণ * রথে চড়ি সুন্যে উড়ি যায় নৃপবর ॥ হুহুঙ্কার করি রথ চলিল সত্তর * মন রঙ্গে নৃপ সঙ্গে কহে চন্দ্রবান ॥ মোর এক বাক্য নাথ কর অবদান * মাতা পিতা জন্ম দাতা সবাকে ছাড়িয়া ॥ হামিদ উছিলা গেনু ভাগেল হইয়া * জদিচ মৃনালে গিয়া পিতা মহামতি ॥ মোকে বিয়া দিয়া এল তোমার সঙ্গতি * তবেহ লজ্জায় আমি আছি চিন্তান্বিত ॥ তেকারণে পিতা অগ্রে যাইতে বাঞ্চিত * এ হেন বচন যদি কুমারে শুনিল * ভোজের দেশেতে রথ যাইতে কহিল * সুন্য ভরে চলে রথ মিলিয়া হাওাতে ॥ এক দিবা রাত্রে গেল ভোজের দেশেতে * ভোজের দোওারে গিয়া রথ নামাইল ॥ তুষ্ট মনে জনে জনে ভুমি প্রবেশিল * নৃপতি অগ্রেতে দিল খবর পাঠাই ॥ শুনি লোক সহ রাজা আসিলেক ধাই * চারি কন্যা সহ সবে নিল অন্তঃপুর ॥ রহিবারে স্থান দিল যার যে দস্তুর * রাণী আর রাজা পদ্দে চারি কন্যা সতী ॥ মান্য ভাবে প্রণামিল করিয়া ভকতি * কুমার

নরপতি মনে অতি হইল খোসালিত ॥ নাচ গীত উপস্থিত করে আনন্দিত ❋ কন্যা জামাতাকে অতি করয় সম্বাসা ॥ দান দিয়া তুষ্ট করে ভিক্ষুকের আসা ❋ দশ দিন রহে তথা নৃপতি কুমার ॥ অপরে আপনা দেশে চলে পুনর্ব্বার ❋ কন্যা দামাদের প্রতি ভুপতি আপন ॥ দাস দাসী রাসা রাসি দিল বহু ধন ❋ চন্দ্রবানে তুষ্ট মনে সতিনী সহিত ॥ মাতা পিতা প্রণামিয়া চলিল তুরিত ❋ শ্বশুর শাশুড়ি পদ্দে প্রণামি কুমার রথে আরোহিয়া চলে দেশে আপনার ❋ সুন্যভরে উড়ি রথ চলিল বিশেষ ॥ তিন দিবা রাত্রে গেল আপনার দেশ ❋ সহর উপরে যদি পৌছিল কুমার ॥ শব্দ শুনি কম্প লোক সহর বাজার ❋ দেখিয়া লোকের ঠাট কত লোক ধায় ॥ ছুফিয়ান নরপতি খবর জানায় ❋ তত্ত্ব পাই নরপতি ডাকে পাত্রবর । গালিম পৌছিল বুঝি আমার সহর ❋ তথা গিয়া তল্লাসিয়া দেখ শীঘ্রগতি ॥ উজির পৌছিল তথা পাই অনুমতি ❋ যাইয়া জিজ্ঞাসা করে লস্কর কাহার ॥ কোথায় যাইবা হেথা কি আছে দরকার ❋ শুনিয়া উজির বানী কহে এক জন ॥ এমরান কুমার এলো ভুপতি নন্দন ❋ বিভা করি আইল ফিরি আপনার দেশ ॥ ভুপতি অগ্রেতে বার্ত্তা কহেন বিশেষ ❋ শুনিয়া উজির অতি তুষ্ট বাগে ॥ পুত্র বার্ত্তা কহে গিয়া ভুপতির আগে ❋ বসি ছিল ছুফিয়ান তক্তে আপনার ॥ পুত্র বার্ত্তা শুনি তুষ্ট হাজারে হাজার ❋ তত্ত্ব পাই গেল ধাই কুমার যেথায় ॥ দেখাদেখি মিলে দোন ধরিয়া গলায় ❋ চারি কন্যা দোলা হইতে আসিয়া তখন ॥ নৃপতিকে প্রণামিল প্রতি জনে জন ❋ পুত্র বধু দেখি সাহা মনে অতি খুসি ॥ যাওনে পাইল যেন আকাশের শশী ❋ পুত্র বধু সঙ্গে করি নৃপতি আপন ॥ অন্তঃপুরে গেল চলি বেগম সদন ❋ পুত্র দেখি মন সুখি বেগমের চিত ॥ চারি কন্যা কোলে লিয়া অতি আনন্দিত ❋ একে একে চারি কন্যা রাণী পদ্দে পড়ি ॥ ভক্তি ভাবে প্রণামিল আপনা শ্বাশুড়ি ❋ বেগম বলিল মোর আর কিবা দুঃখ ॥ এক পুত্র হতে দেখি চারি বধু মুখ ❋ নরপতি মনে অতি হইয়া খোসাল ॥ ধন রত্ন দিল কত ডাকিয়া কাঙ্গাল ❋ বিবাহের সাজ করে মন রঙ্গে অতি ॥ মিটায় চিত্তের সাধ হরষিত মতি ❋ বাই বাদ্য যথা সাধ্য আনে শতে শতে ॥ রঙ্গ ঢঙ্গ বাজা বাজে কত নানামতে ❋ খুসিতে ভুসিত হৈল আপে রাজা রাণী ॥ আনন্দে বিবাহ কাজ নিবায়ে তখনী ❋

—— ০ ❋ × ❋ ০ ——

কুমার চারি পত্নি সহ আপন গৃহে সুখে বাস করে এবং
ছোলতান ছুফিয়ান এম্রানকে তাজ তক্ত দিবার বয়ান ॥

পয়ার ❋ কুমার এমরান যদি পৌছিল গৃহেতে ॥ মেরনালের যত লোক রহিল খুসিতে ❋ দাস দাসা যত আসি ছিল তার সাতে ॥ হাজির রহিল সব কুমার সাক্ষাতে ❋ কুমার কুমারী এলো যেই রথে চড়ি ॥ বিদায় করিয়া দিল সুন্যে গেল উড়ি ❋ কুমার রহিল চারি কন্যাকে লইয়া ॥ আনন্দে বসতি করে চিত্ত মজাইয়া ❋ ছুফিয়ান নরপতি বেগম সহিত ॥ চিন্তা গম পরিহরি সদা আনন্দিত ❋ চন্দ্রবান গৃহ স্থান যখনে ছাড়িয়া ॥ যেই দাসী সঙ্গে করি আসিল ভাগিয়া ❋ মালঞ্চ দাসী নাম উপরে প্রকাশ ॥ কন্যা আজ্ঞাকারী রহে কুমারের পাস ❋ চারি পত্নি সহ বঞ্চে ছুফিয়ান সুত ॥ দিবা নিশি করে খুসি প্রভুর অস্তুত ❋ নৃপতি দেখিলে যদি কার্য্যের সুসার ॥ মনেতে বুঝিল যোগ্য আপনা কুমার ❋ পুত্রকে সুপিয়া দিল নিজ তক্ত তাজ ॥ এমরান হইল বাদসা সংসারের মাঝ ❋ সেপাহী লস্কর সদা সাক্ষাতে হাজির ॥ হুকুমে চালায় রাজ্য আপে জাহাগীর ❋ পিতা মাতা সেবে সদা এমরান কুমার ॥ খুসিতে বাদসাই করে ধর্ম্ম ব্যবহার ❋ কহে হিন আশরফ উদ্দিন সবার গোলাম ॥ এইতক কেস্‌ছা এই হইল তামাম ❋ দোওা দিবে অধিনেকে যত খাস আম ॥ সবার জনাবে মেরা হাজার সালাম ❋

❋ সমাপ্ত ❋

—— ·:❋:· ——

(53)

সুচিপত্র।

সুচিপত্র সমাপ্ত।